শিবাচার্য্য ঠাকুর।

(কাব্য)

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।

কুন্তলীন প্রেস;
কলিকাতা, ৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন হইতে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৪ সাল।

মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

মাতঃ !

তোমার কোটি কোটি সন্তানের মধ্যে আমি একজন অকৃতী ও নগণ্য। ষোড়শোপচারে তোমার অর্চ্চনা করিব এরূপ সঙ্গতি আমার নাই। তবে তুমি স্নেহময়ী জননী বলিয়াই এই সামান্য নৈবেদ্য যাহা বহুকষ্টে আহরণ করিতে পারিয়াছি, তোমার করকমলে অর্পণ করিতেছি ; দয়া করিয়া গ্রহণ করিও, এই ঐকান্তিক প্রার্থনা। ইতি—

তোমার সেবক

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা।

বহুদিন পূর্ব্বে কোন বিশিষ্ট তাঁন্ত্রিকের মুখে শিবাচার্য্য ঠাকুরের কাহিনী ও কৌলধর্ম্ম সম্বন্ধে মোটামুটি যাহা অবগত হইয়াছিলাম, তাহারি উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া এই গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছি, সত্য মিথ্যা ঈশ্বর জানেন। যদি যথার্থই শিবাচার্য্য ঠাকুর নামে কোন মহাপুরুষের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার অদ্ভুত কীর্ত্তি জনসাধারণে প্রচারিত হইল, আর যদি না হইয়া থাকে একটী কাব্যোপন্যাস হইল। পাঠকপাঠিকাগণ নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী বুঝিয়া লইবেন। ফলতঃ, ইহা পাঠ করিয়া তাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দ অনুভব করিলেই গ্রন্থকার শ্রম সফল মনে করিবে। ইতি—

বিনীত

বৈশাখ, ১৩১৪। শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সূচী পত্র।

প্রথম সর্গ।

গুরু শিষ্য সংবাদ।

দ্বিতীয় সর্গ।

উদ্যোগ।

তৃতীয় সর্গ।

শব-সাধন।

বিষয় ছন্দ

চতুর্থ সর্গ।

যোগভ্রষ্ট।

সূচী পত্র।

বিষয় ছন্দ

পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

উদ্ধার।

সূচী পত্র।

সপ্তম সর্গ।

সমাধি।

শিবাচার্য্য ঠাকুর।

শিবাচার্য্য ঠাকুর।

প্রথম সর্গ।

কোথায় অনন্ত কোটি বিশ্ব-প্রসবিনী
ইচ্ছাময়ী আদ্যাশক্তি অনন্ত বরণা
বিস্তারি' অসীম মায়া জগৎ মোহিনী
রেখেছেন জীবগণে বিলোল বিমনা। ১

কোথায় বুদ্বুদ সম মনুষ্য জীবন
ক্ষুদ্র অল্পমতি তাহে সদাই চঞ্চল
দ্বেষ-দম্ভ দ্বন্দ্ব যা'র নিত্য আলম্বন
সতত বিষয়-মদে বিভোর বিহ্বল। ২

হেন যদি ক্ষীণ বুদ্ধি তবে কেন ধায়
লভিতে পরমা বিদ্যা নিত্যসুখকরা
যোগে জ্ঞানে প্রেমে যাঁ'র অন্ত নাহি পায়
চতুর্ব্বিংশতত্ত্বাতীত দেবী পরাৎপরা। ৩

প্রকৃতি যে মনোলোভা নাচিছে খেলিছে
আবরি' ব্রহ্মাণ্ড রঙ্গে নিত্য প্রিয় সনে
পাইয়াছে আভা সেই তাইতে ধায়িছে
নানা পথে মহোল্লাসে সমাহিত মনে। ৪

অতি অলৌকিক গাথা জ্ঞান-উদ্দীপনী
তান্ত্রিক অগ্রণী শিবাচার্য্যের আখ্যান
নাহিক প্রচার তেঁই বদ্ধ পুরাতনী
হয় কভু মহাচক্রে যাহার বাখান। ৫

যবে সুধী মহাতপা আচার্য্য-ঠাকুর
লভিলা অদ্ভুত সিদ্ধি শিবানী প্রসাদে
বিলোড়িত বঙ্গভূমি আপ্রান্ত সুদূর
গৌরাঙ্গ সেবিত ধর্ম্মে মত্ত প্রেমোন্মাদে। ৬

নাহি ছিল আস্থা তন্ত্রে সবে অঙ্কুরিত
জঘন্য ভৌতিক জ্ঞানে ঘৃণ্য সবাকার
সে কারণে শিবকীর্ত্তি নহে বিকশিত
পটহ নিনাদে যথা বীণার ঝঙ্কার। ৭

চারিশত বর্ষ এবে হ'বে গত প্রায়
আছিল বিধূলি গ্রাম ভাগীরথী তটে
আধুনিক বর্দ্ধমান প্রদেশ সীমায়
সুসমৃদ্ধ কাটোয়ার অতি সন্নিকটে। ৮

নাহি কোন চিহ্ন তা'র এবে সে নিহিত
কালক্রমে কূলভ্রংশা গর্ভে জাহ্নবীর
উদ্বেল তটিনী তীরে যথা উপহিত
শবভূমে ভস্মীভূত মানব শরীর। ৯

ছিল মধ্যবিত পুরী অতি সুশোভন
সমাকীর্ণ ময়টাদি হর্ম্ম্য দেবালয়ে
দীর্ঘিকা বিপণি আর নানা উপবন
প্রশস্ত বীথিকা আদি বাঞ্ছিত বিষয়ে। ১০

ঋত্বিক ভিষক আর ক্ষৌরী কর্ম্মকার
স্বর্ণকার মোদকাদি রজক কুমার
বহুবর্ণাশ্রিত পল্লী সুখের আগার
দৈনন্দিন কর্ম্মে নাহি ছিল অসুসার। ১১

নাহি ছিল জ্বর জ্বালা ব্যাধি সংক্রামক
বলবান সৌম্যতনু যত পুরবাসী
বর্ষিষ্ঠ অশীতিপর ছিল না অল্পক
উৎসাহী কর্ম্মঠ সবে, কা'র না প্রত্যাশী। ১২

ছিলনাক হাজা শুকা দৈন্য মন্বন্তর
হইত সুবর্ষা সম, শস্যশালী ধরা
বল্লী তরুরাজি ফল দিত বহুতর
মৎস্যাকীর্ণ খাত, গাভী তুম্বী-পয়োধরা। ১৩

স্বল্পকর জমী, রাজা পরম বৎসল
বিস্তীর্ণ গোচর ছিল রাজস্ব রহিত
কৃষি-জীবী তেঁই ভূমি গবাদি সকল
রক্ষিয়া করিত সদা সুখে কালাতীত। ১৪

ছিলনাক ঈর্ষা দ্বেষ কলহ বিবাদ
কদাচিৎ কা'র প্রতি হ'লে অত্যাচার
গ্রামস্থ প্রবীণজন ভদ্র পূজ্যপাদ
করিতেন নিরপেক্ষ ভাবে সুবিচার। ১৫

ছিল না কুষীদবৃত্তি হ'লে অনটন
আপদ বিপদ কিম্বা সুভ অনুষ্ঠানে
ধনাঢ্য হিতার্থী করি' অভাব মোচন
লইতেন দেয় মাত্র পারগ বিধানে। ১৬

সে হেতু দারিদ্র্য নাহি হ'ত অনুমিত
পুরবাসী ধনী দুঃখী জাতি-নির্ব্বিশেষ
যথাযোগ্য পরস্পর হ'য়ে উপকৃত
সংসার যাত্রায় তৃপ্তি লভিত অশেষ। ১৭

বিধবা কচিৎ বৃদ্ধা, সবে সীমন্তিনী:
সতীদাহ প্রথা হেতু কুলপুরাঙ্গনা
গৃহিণী সুশীলা শিষ্টা পতিসোহাগিনী
দেব দ্বিজে ভক্তিমতী ধর্ম্মপরায়ণা। ১৮

রাজকার্য্য ব্যবসায় লব্ধ ধনাগমে
বিবিধ বহুল ফলে ভূমির উর্ব্বরা
স্বাস্থ্য শোভা রক্ষণের সুচারু নিয়মে
ধন ধান্য পূর্ণা পল্লী ছিল মনোহরা। ১৯

কাম্যক্রিয়া লক্ষ্মীপূজা শ্যামা শারদীয়া
ঐশিক দোলাদি যাত্রা, শ্রাদ্ধাদি পিতৃক
কথা হোম স্বস্ত্যয়ন মাঙ্গলিক ক্রিয়া
উপবীত বিবাহাদি নিত্য-নৈমিত্তিক ;

পুণ্যকর্ম্ম প্রতিষ্ঠাদি দেব জলাশয়
অনন্ত সাবিত্রী আদি ব্রত প্রীতিকর
অনুষ্ঠানে সুপবিত্র ক্রিয়া সমুদয়
হ'ত গ্রাম নানাবিধ উৎসব আকর॥ ২০-২১

প্রাতঃকালে গীতাভ্যাসী নরনারীগণে
পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর নীরে কৃতস্নান
বিধূনিত তাহাদের স্তোত্রগান স্বনে
মেলাপূর্ণ নদীকূল হ'ত শোভমান। ২২

ভোজনান্তে লঘুকর্ম্মা যত পৌরজন
দাবা পাশা তাস আদি বিশুদ্ধ ক্রীড়নে
নানা নর্ম্মে অপরাহ্ন করিত ক্ষেপণ
মুহুর্মুহু তাম্রকূট ধূম্রপান সনে। ২৩

সন্ধ্যা সমাগমে, গেলে অস্তে দিনমণি
নীড়-সমায়াত নানা বিহগ কূজন
ললনার মাঙ্গলিক সান্ধ্য শঙ্খধ্বনি
ধূপ ধূনা সৌরভিত মৃদুল পবন ;

প্রজ্বলিত ঘৃতদীপ মণ্ডপ অলিন্দে
দুন্দুভি কাঁসর ঘণ্টা সম্পৃক্ত আরতি
প্রত্যাগত বৎসকামা হৃষ্টা ধেনুবৃন্দে
হ'ত পুরী প্রমোদিতা সুখদৃশ্যা অতি। ২৪-২৫

কোথা অন্তঃপুরে মিলি' যত শিশুগণ
আইমা বৃদ্ধারে ঘিরি' শ্রবণে তৎপর
ভীতি প্রীতি হাস্যোদ্দীপ কথা অগণন
পরিশেষে গড়াগড়ি নিদ্রায় কাতর। ২৬

মঞ্জীর মৃদঙ্গ সহ সুর লয় তানে
কোথায় যুবকবৃন্দ নৃত্যগীতে মন
ধ্রুবপদ খেয়ালাদি উচ্চ-অঙ্গ গানে
সুললিত টপ্পা ঠুংরি চিত্তবিমোহন। ২৭

কোথা গ্রাম্য প্রৌঢ়জন সমবেত হ'য়ে
করিতেন গবেষণা অশেষ প্রকার
ভদ্রাভদ্র সমীচীন সংসার বিষয়ে
প্রতিবেশী আপনার অপর সবার। ২৮

কোথা বা সমাপ্ত করি' সন্ধ্যাদি বন্দনা
দেউল প্রাঙ্গণে বসি' বর্ষীয়াসগণ
করিতেন সুগভীর ধর্ম্ম-আলোচনা
গীতা শান্তি পুরাণোক্ত সাঙ্খ্যাদি দর্শন। ২৯

গ্রীষ্মকালে পাঠশেষে বালকের দল
জলক্রীড়া সন্তরণে রত বহুক্ষণ
মন্থিত করিয়া গঙ্গা সরসীর জল
গ্রামের মধ্যাহ্ন শোভা করিত বর্দ্ধন। ৩০

রাখালেরা নিদাঘের প্রচণ্ড কিরণে
ব্যবহিত বাপীতীরে বট অশ্বত্থের
সুশীতল ছায়া লাভে দীর্ঘ গোচারণে
করিত না ক্লান্তিবোধ মধ্যে প্রান্তরের। ৩১

বরিষায় অম্বুপূর্ণ নদী জলাশয়
সুকোমল তৃণরাজি শ্যামল প্রান্তর
কৃষির আনন্দ গীত মৎস্যের সঞ্চয়
উৎসাহিত ক্রমে গ্রাম হ'ত ফুল্লতর। ৩২

পুঞ্জীকৃত ধান্য খড়ে শোভন প্রাঙ্গণ
প্রাগাতপে শ্রেণীবদ্ধ জন শীতাতুর
ফল মূল সমাকুল স্থলী উপবন
শিশিরে ঈদৃক্ দৃশ্য হ'ত সুমধুর। ৩৩

এবম্বিধ গণ্ডগ্রামে ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত
জনমিলা শিবাচার্য্য ধার্ম্মিক সুধীর
কাশ্যপ ব্রাহ্মণ কুলে তান্ত্রিক পূজিত
পুণ্যশ্লোক মহাযোগী সাধকপ্রবীর। ৩৪

একমাত্র সুসন্তান্ হেতু দম্পতির
যুক্ত স্নেহে সম্বর্দ্ধিত শিশু শিব-ধন
ছিলেন অঞ্চল নিধি সাধ্বী জননীর
বৈষ্ণব পিতার প্রিয় হৃদয়রঞ্জন। ৩৫

স্নেহময়ী জননীর অটুট যতনে
আগ্রহে কর্ত্তব্যপর পণ্ডিত পিতার
বলিষ্ঠ সুন্দর দেহ দিব্য কান্তি সনে
হইল তাঁহাতে বহু গুণ সমাহার। ৩৬

বালক শিবের শ্রীল সহাস্য বদন
স্বভাব বিনীত শান্ত সুন্দর গঠন
দয়া দাক্ষিণ্যাদি ক্ষমা অমিয় বচন
করিত সবার আশু চিত্ত আকর্ষণ। ৩৭

মহামতি শিব দিয়া বিদ্যার্জ্জনে মন
সাহিত্য দর্শন স্মৃতি বিজ্ঞান সঙ্গীত
নীতি ন্যায় শাস্ত্র আদি করিয়া শীলন
হইলেন তরুণেই বিখ্যাত পণ্ডিত। ৩৮

অতীব প্রশান্ত শিব অপ্রগল্‌ভমতি
মানি' রত্নাকর সম অগাধ বিদ্যায়
ছিলেন একান্ত শ্রোতা তর্কদ্বেষী অতি
থাকিতেন মগ্ন সদা প্রগাঢ় চিন্তায়। ৩৯

ভাগীরথী উপকূলে বসিয়া কখন
গভীর নিশীথে যবে হ'ত পৌর্ণমাসী
স্বর্ণাভ বিম্বিত লোল সুধাংশুকিরণ
পয়োনিধি অভিমুখ দ্রুত জলরাশি ;

তমোদ্রোহ, ক্ষীণপ্রভ তারা অগণন
আদিগন্ত নীলাম্বর, নিষুপ্তি নগরী
হ'য়ে পুলকিত তনু করে' নিরীক্ষণ
ঘোরাবেশে যাপিতেন স্নিগ্ধ বিভাবরী। ৪০-৪১

প্রান্তস্থিত বাপীতীর-মহাদ্রুমমূলে
দাঁড়াইয়া কভু হেরি' ভাবে গদগদ
ক্ষেত্র, শ্যাম, হেমনিভ পূর্ণ ফলফুলে
ভাস্কর কিরণ জাল, ফুল্ল কোকনদ। ৪২

কভু বা উদ্যানে পশি' দেখে' তরুরাজি
কিশলয় ফল পুষ্প কোরক শোভিত
বিমোহিত, মনোহারী নানা ফুলে সাজি
বৃন্তচ্যুত শুষ্ক আর ফুল্ল মুকুরিত। ৪৩

রুদন্ত শিশুর প্রতি মায়ের সান্ত্বনা
স্তন্য দান, ঘন ঘন বদন চুম্বন
বাল আধহাসি, পরে হর্ষ প্রকাশনা
বিস্মিত দেখিয়া মায়া বিশ্ববিমোহন। ৪৪

পবিত্র শ্মশানে হেরি' বিধ্বংসিত শব
উত্থিত চিতাগ্নি, শুনি' অম্বুকলনাদ
স্বজন ক্রন্দন রোল, ত্রস্ত শিবারব
কত মনে উপজিত বাদ অনুবাদ। ৪৫

এইরূপে নিরখিয়া গতি প্রকৃতির
নিহিত অবশ্যম্ভাবী শকতি মহান
আদিতে বিচিত্র এই অনন্ত সৃষ্টির
আচার্য্যের বদ্ধমূল হ'ল এই জ্ঞান। ৪৬

দেখিয়া অবস্থা হেন আচার্য্যের ক্রমে
কেহ বাতগ্রস্ত কেহ বিকৃত মস্তক
কেহ বা উন্মাদ কেহ ভূতাক্রান্ত ভ্রমে
করিত অবজ্ঞা তাঁ'রে ব্যঙ্গ অনর্থক। ৪৭

চিন্তাশীল আচার্য্যের দেখে' ঐশী মতি
কাতর সন্তান স্নেহে জনক জননী
সশঙ্কিত পাছে হয় সংসারে বিরতি
উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধ করিলা অমনি। ৪৮

অচিন্ত্য মায়ার লীলা, বিশ্ব মুগ্ধ বলে
সংসারে কি সিতাসিত হয় মুক্ত জীব
যদি হয় কেহ, বহু সাধনার ফলে
নবীনে এ হেন জ্ঞান দুর্লভ অতীব। ৪৯

স্তিমিত শিবের এবে জ্ঞানানুশীলন
নির্ব্বাপিত দীপ যথা উগ্র প্রভঞ্জনে
নব বধূ পেয়ে সদা রঙ্গ রসে মন
কিসে সুখী আদরিণী যত্ন প্রাণপণে। ৫০

পতির আদর্শ শিব অনুকূল অতি
হ'ত না কর্ত্তব্যে তাঁর ত্রুটি কদাচন
স্ত্রীও ছিল না সামান্যা সমগুণবতী
দোঁহার সংযোগ মণি কাঞ্চন মিলন। ৫১

অনুকৃত আচরণে ভার্য্যা বুদ্ধিমতী
যথার্থই অর্দ্ধাঙ্গিনী ছিল অভিহিতা
করিতে গার্হস্থ্য স্বীয় কার্য্য পরিণতি
নহিত সলজ্জ কভু কিম্বা সঙ্কুচিতা। ৫২

ঘোর গৃহী আচার্য্যের লব্ধ গুণগ্রাম
হইয়া জ্ঞাপক ত্বরা বহুদর্শিতার
সাধনে বিবিধ কার্য্য পরহিতকাম
তূর্ণ তাঁ'রে শ্রদ্ধাস্পদ করিল সবার। ৫৩

এইরূপে সুখে গত হ'ল বহুদিন
কিন্তু সুখ দুঃখ ক্রম কালের নিয়তি
পর্য্যায়ে জননী পিতা হ'য়ে জরাধীন
গতাসু প্রসন্ন চিত্তে রাখিয়া দম্পতি। ৫৪

লোকান্তরে তাঁহাদের ছিল না অপর
জায়া বিনা আচার্য্যের যেই নিরন্বয়
অধিক আকৃষ্ট হ'য়ে এবে পরস্পর
শীতোষ্ণ যেমতি বদ্ধ প্রেমেতে অব্যয়। ৫৫

সবে মাত্র পুত্র হেতু আদর যতন
পে'য়েছিল ভাগ্যবান আচার্য্য যেমন
এ জগতে অনেকের ঘটে কি তেমন
স্মরিয়া সে সব কথা হ'ত ব্যস্ত মন। ৫৬

মহাজ্ঞানী শিব, কিন্তু মায়া-কুহকিনী
কি মোহিনী শক্তি ধরে ভুলায় সকলে
মনে যবে জাগরিত পূর্ব্বের কাহিনী
ভাসিত বয়ান তাঁ'র নয়নের জলে। ৫৭

এইরূপে বহুদিন করিয়া বিলাপ
পাইলেন শান্তি মনে বুঝিলেন ভেবে'
কিছু ত আপন নহে কেবলি প্রলাপ
নশ্বর প্রপঞ্চ, বৃথা অবিদ্যায় সেবে'। ৫৮

হারা'লাম স্নেহময় জনক জননী
হয় ত হারা'তে হ'বে পত্নী প্রেমময়ী
এই যে আপন দেহ যা'রে মুখ্য গণি
ইহার একদা ধ্বংস হ'বে অবশ্যই। ৫৯

পাইয়া দুর্ল্লভ তবে মনুষ্য জনম
কেন করি বৃথা কাজে সময় ক্ষেপণ
চালিত যে শক্তি বলে স্থাবর জঙ্গম
লভিতে নিগূঢ় তত্ত্ব ধেয়াইব মন। ৬০

মনাবেগ এতাদৃশ হ'লে জ্ঞানার্জ্জনে
গীতা সাঙ্খ্য পাতঞ্জল বেদান্ত পুরাণ
তন্ন তন্ন করি' পুনঃ আয়াস যতনে
করিলেন পাঠ করে' চিত্ত সমাধান। ৬১

কিন্তু তাঁ'র হ'লনাক কিছু মনঃপূত
সাপেক্ষ সময় বহু দুরূহ সাধন
নহে উপযোগী এবে সাধ্যবহির্ভূত
কলিযুগে নরে যেঁই অত্যল্প জীবন। ৬২

তন্ত্রে সিদ্ধ হয় ত্বরা শুনি পরম্পর
অতীব বিরল কিন্তু আঢ্য ধর্ম্মবীর
কোথা গেলে গুরু পা'ব সাধনে তৎপর
অনিশ ভাবয়ে শিব হইয়া অধীর। ৬৩

আছিল বিখ্যাত দেশে বামাচারী যত
একে একে সবাকার লইলা আশ্রয়
কিন্তু কোথাও না পে'য়ে গুরু অভিমত
নিবৃত্ত হইলা শিব ব্যথিত হৃদয়। ৬৪

সংগৃহীত ছিল যত গ্রন্থ সমুদয়
করিলেন আদ্যোপান্ত পাঠ বারম্বার
দুর্জ্ঞেয় গুহ্যার্থ হেতু হ'ল অতিশয়
পণ্ডশ্রম দেখে' ক্ষোভ বাড়িল অপার। ৬৫

নিরখিয়া শিবাচার্য্য ব্যর্থ মনস্কাম
হতাশ্বাসে গণিলেন পরমাদ অতি
ভাবিলেন যোগমায়া তবে বুঝি বাম
উপদেষ্টা বিনা নাহি দেখি অন্য গতি। ৬৬

লোকসঙ্গ গৃহকর্ম্ম করিয়া বর্জ্জন
ত্যজি' ব্যাক্যালাপ, হ'য়ে নিজ কাজে শ্লথ
আকুলি বিকুলি ভেবে' সদা উচ্চাটন
কি উপায় উদ্ভাবনে পূরে মনোরথ। ৬৭

এরূপ বৈকল্য চিত্তে দেখিয়া ভর্ত্তার
পতিপ্রাণা ক্লিষ্টা অতি বোঝাতেন তাঁ'রে
উৎসাহ-বচনে যেন অকূল মাঝার
প্রজাপতি যোগা'লেন ভেলা প্রমদারে। ৬৮

শিবের পরম হৃষ্ট বিরূপাক্ষ নাম
ছিল প্রতিবেশী এক ব্রাহ্মণ তনয়
নির্ভীক তেজস্বী ধীর সুরূপ সুঠাম
তরুণবয়স্ক বলী উদার হৃদয়। ৬৯

একমাত্র ছাত্র বিরূ ছিল আচার্য্যের
আছিল বিদ্বৎকল্প কিন্তু তীক্ষ্ণমতি
আধার ভাণ্ডার সম স্বরূপ জ্ঞানের
পরাস্ত আচার্য্য কভু হ'লে উহু অতি। ৭০

নিয়ত আসিয়া বিরূ আচার্য্য সদনে
বিবিধ দৃষ্টান্তে তাঁ'রে করিত তোষণ
কহিত "রাখিও আস্থা ও রাঙ্গা চরণে
অবশ্য আকাঙ্ক্ষা তব হইবে পূরণ"। ৭১

এই ভাবে অতিক্রান্ত হ'ল কিয়দ্দিন
ঘুচিল ব্যগ্রতা ক্রমে শান্ত হ'ল মন
বরিষান্তে তরঙ্গিণী যথা ঊর্ম্মিহীন
নিত্য ধ্যান হ'ল এবে রাজীব চরণ। ৭২

সকলি ও রাঙ্গা পায় করিনু অর্পণ
চিন্ময়ী কর মা কৃপা হ'য়ো না নির্দয়া
দেহ গুরু মিলাইয়া করি গো সাধন
সিদ্ধিলাভ বাঞ্ছা মম পূরাও অভয়া। ৭৩

এইরূপে শিবাচার্য্য নিত্য ভক্তিভরে
ডাকে অম্বা শিবানীরে বিভোর হইয়া
দেখে' মাতা একাগ্রতা করুণ অন্তরে
যোগাইলা মন্ত্রদাতা ত্বরিত আনিয়া। ৭৪

উষ্মার মধ্যাহ্নে শিব স্নতাবগাহন
একদা ধ্যানেতে মগ্ন মণ্ডপে বসিয়া
হেনকালে বৃদ্ধ এক পথিক ব্রাহ্মণ
উপস্থিত স্বেদাপ্লুত দ্বারেতে আসিয়া। ৭৫

বিস্ময়-অন্তরে বৃদ্ধ আচার্য্যের পানে
ক্ষণিক স্থবির নেত্রে রহিল চাহিয়া
সহসা কি ভাব তাঁ'র উপজিল প্রাণে
পশিলা আগারে তবে পুলকিত হিয়া। ৭৬

বয়ঃক্রম অনুমান সপ্ততি বৎসর
দীর্ঘ অবয়ব, তপ্ত কাঞ্চন বরণ
ক্ষুদ্র ছিত শুভ্র কেশ পুষ্ট কলেবর
প্রশস্ত ললাট, দীপ্ত আয়ত নয়ন। ৭৭

ঘন মিশ্র কেশ সহ চারু ভ্রূযুগল
স্থানে স্থানে দীর্ঘ লোম চক্রীকৃত তা'য়
সুমুণ্ডিত শ্মশ্রুরাজি নাসিকা সরল
বিমিশ্রিত তনুরুহে কিবা শোভা গায়। ৭৮

নাসাগ্রে তিলক কাটা ভালে দীর্ঘ ফোঁটা
গৈরিক বসন পরা নামাবলি গায়ে
তুলসীর মালা গলে হাতে লঘু সোঁটা
তালপর্ণ ছত্র শিরে উড়ে চটি পায়ে। ৭৯

মাথায় উষ্ণীষ বাঁধা ঝুলি স্কন্ধদেশে
আবশ্যক দ্রব্য তাহে স্থাপিত যতনে
"অতিথি" বলিয়া বিপ্র দাঁড়াইলা এসে
মণ্ডপ সমক্ষে যথা শিব যোগাসনে। ৮০

দেখে' তাঁ'র সৌম্য বপু প্রফুল্ল আনন
কমনীয় কান্তি, মুখে হরিনাম গান
রোগ শোক তাপ শূন্য যোগপরায়ণ
সংযমী পুরুষ বলে' হ'ত অনুমান। ৮১

"অতিথি" বচন শিব শুনে' আচম্বিৎ
সসব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া সত্বর
দেখিলেন বৃদ্ধ বিপ্রে ধূলি ধূসরিত
প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান সিক্ত কলেবর। ৮২

হেরি' দ্বিজে তেজঃপুঞ্জ ঋষির আকার
সসম্ভ্রমে কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া তাঁ'রে
জিজ্ঞাসি' স্বাগত আর গন্তব্য তাঁহার
সমাদরে লইলেন মণ্ডপ আগারে। ৮৩

কতই আনন্দ আজি আচার্য্যের মনে
ঋষিতুল্য বিপ্রে দেখি' অতিথি তাঁহার
আহরিয়া ভোগ্য নানা অতীব যতনে
যথাসাধ্য ব্রাহ্মণের করিলা সৎকার। ৮৪

পথশ্রান্তি হেতু দ্বিজ ক্লিষ্ট অতিশয়
ভোজনান্তে অভিভূত হ'লেন নিদ্রায়
শিবাচার্য্য নানাবিধ ভূদেব বিষয়
ভাবিতে লাগিলা বসি' একাকী তথায়। ৮৫

"গোসাঞী বলিয়া এঁরে নহে অনুভব
তা' হ'লে স্বপাকভোজী হ'তেন নিশ্চয়
বদনে মায়ের নাম হ'ত না সম্ভব
ক্ষণে ক্ষণে প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ নিঃসংশয়। ৮৬

"নাহি দেখি ব্রাহ্মণেতে শৈবের আকার
তা' হ'লে শঙ্কর নাম হ'ত অনুক্ষণ
শোভিত গলেতে দিব্য রুদ্রাক্ষের হার
হ'ত শ্মশ্রু দীর্ঘ কেশ বিভূতি চন্দন। ৮৭

"যদি শক্তি-উপাসক বৈদিক আচারী
ধৃত তুলসীর মালা কি হেতু গলায়
তবে কি বৈষ্ণব বেশে দ্বিজ বামাচারী
নিন্দা-ভয়ে ব্যক্ত নাহি করে আপনায়। ৮৮

"প্রবল ইদানীন্তন বৈষ্ণব সমাজ
নেহারে ঘৃণার চক্ষে বীরাচারীগণে
যা'দের মকার পঞ্চ সাধনের সাজ
তাই তা'রা দিবাভাগে রহে সংগোপনে। ৮৯

"তান্ত্রিকপ্রবর বলে' হ'তেছে বিশ্বাস
নতুবা সহসা কেন ভক্তির উদয়
নিরখিয়া দেবে মম হ'তেছে আশ্বাস
এতদিনে বুঝি মাতা হ'লেন সদয়"। ৯০

এতেক চিন্তিয়া শিব পুলকহৃদয়
জানিতে বিপ্রের তত্ত্ব আকাঙ্ক্ষিত মনে
রহিলেন সমুৎসুক হ'য়ে অতিশয়
প্রতীক্ষায় জাগরিত দ্বিজ কতক্ষণে। ৯১

উঠিয়া সুনিদ্রা গতে বসিলা ব্রাহ্মণ
ধৌত করি' নেত্র আস্য সহাস্য বদনে
হেনকালে শিব তাঁ'রে করি' সম্বোধন
দীনভাবে সম্ভাষিলা মধুর বচনে। ৯২

"সুপ্রভাত আজি তাত! তব দরশনে
না পারি বর্ণিতে কত হ'ল সুখোদয়
পবিত্র হইল পুরী শুভ আগমনে
ধন্য হই প্রভু! যদি দেহ পরিচয়"। ৯৩

এতেক বচন শুনি' বারেক ব্রাহ্মণ
চাহিলা আচার্য্য পানে সতৃষ্ণ নয়নে
বাৎসল্যে পূরিল হৃদি হেরি' সে বদন
অনন্তর সম্ভাষিলা এরূপ বচনে। ৯৪

"পাইলাম প্রীতি তব ভকতি যতনে
কিন্তু দেখে' মুখ তব ব্যথিত হৃদয়
কহ বৎস! প্রকাশিয়ে জাগিছে কি মনে
কি হেন অশান্তি যা'য় প্রাণ শূন্যময়। ৯৫

"কি কারণে চিন্তাশীল দেখি অনুক্ষণ
যেন বিদরিছে হিয়া অকথ্য যাতনা
কালিমা ঢেলেছে গায় বিরস বদন
শীর্ণ দেহ কর্ম্মে ভ্রান্তি সদা আনমনা। ৯৬

"চাহিতে না পারি আর ও বদন পানে
নিরখিয়া দশা তব বিগলিত মন
কি যেন আকর্ষ, তাই বাজিতেছে প্রাণে
কহ বৎস! পরে ব্যক্ত করিব আপন"। ৯৭

শুনিয়া বাৎসল্যপূর্ণ বৃদ্ধের বচন
হইল শিবের মনে আশার সঞ্চার
কাতরে বিপ্রের দু'টী ধরিয়া চরণ
জ্ঞাপিলা প্রাণের গাথা তাঁ'রে এপ্রকার। ৯৮

"তব আশীর্ব্বাদে তাত! নিরাময় কায়া
ভ্রমেও কখনো নহে কুকর্ম্মেতে রতি
যথেষ্ট বিভব মম প্রেমময়ী জায়া
নহে কিছু অপ্রতুল মাত্র নিঃসন্ততি। ৯৯

"এ পরিবর্ত্তনশীল বিশ্ব চরাচরে
দেখি না এমন বস্তু ধ্বংস নাই যা'র
তবে দেহে এত মোহ কেন জীব করে
ভাবে না অনিত্য কভু একি চমৎকার। ১০০

"যেই শক্তিবলে দেব! অন্ধ বিশ্বজন
জানিতে নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাকুলিত প্রাণ
করিলাম ধর্ম্মগ্রন্থ কতই মন্থন
কোথাও হ'ল না কিন্তু চিত্তপ্রণিধান। ১০১

"শুনিয়াছি তন্ত্রমতে প্রশস্ত সাধনা
অচিরে অদ্ভুত সিদ্ধি লভে যোগীনর
গুরু অন্বেষণ করি' বিফল কামনা
মিলিল না কর্ম্মনিষ্ঠ সাধকপ্রবর। ১০২

"সে কারণে স্বতঃ মম মনে উচ্চাটন
কোথায় সদ্গুরু পা'ব চিন্তা অবিরাম
বহুদর্শী করিয়াছ বহু পর্য্যটন
কহ দেব! কোথা গেলে পূরে মনস্কাম"। ১০৩

স্তম্ভিত হইল বিপ্র শিবের বচনে
বুঝিলা উন্মাদ ভাব অনুলোম গতি
মূলীভূত ব্রহ্মবীজ অঙ্কুরিত মনে
প্রাক্তন সংস্কারেতে তুঙ্গপ্রাপ্ত মতি। ১০৪

ভাবিতে ভাবিতে, বৃদ্ধ আনন্দে বিহ্বল
তন্ময় হইল চিত্ত মহামায়া ধ্যানে
প্রেমাশ্রু বহিল প্লাবি' গণ্ড বক্ষঃস্থল
রোমাঞ্চিত হ'ল তনু দৃষ্টি শূন্য পানে। ১০৫

কতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া ব্রাহ্মণ
করেছিলা ধারণা যা' সত্য নিরখিয়া
আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে স্বগত তখন
ভাবিতে লাগিলা হেন শিবে আশীসিয়া। ১০৬

"যোগ্য পাত্রে ন্যস্ত বিদ্যা মায়ের আদেশ
পরম ধার্ম্মিক শিব পণ্ডিত সুজন
প্রবুদ্ধ সুধীর, নাহি গরিমার লেশ
ইহারেই দিব আমি শ্রমলব্ধ ধন। ১০৭

"ভেবে'ছিনু অবশিষ্ট আছে যে ক'দিন
কালীঘাট পুণ্যক্ষেত্রে করিব যাপন
কেবা নহে বিশ্ব মাঝে নিয়তি অধীন
ভাবে যাহা সদা কি তা' হয় সম্পাদন। ১০৮

"মহামায়া বিশ্বম্ভরী জগৎব্যাপিকা
পীঠ মহাপীঠ তীর্থ সুস্থান কুস্থান
সকলি মনের ভ্রম ঘূর্ণি প্রহেলিকা
ভাবিয়া দেখিলে নাহি ব্যতীত শ্মশান। ১০৯

"পরান্নগ্রহণ যাহে লুপ্ত হয় মান
দেখি মাত্র অন্তরায় করিতে বসতি
তবে শিক্ষাদানে বিধি দক্ষিণা আদান
সেহেতু খণ্ডিছে দোষ বিক্রয় যেমতি। ১১০

"সমস্ত মায়ের চক্র এখন বুঝিনু
নতুবা আচার্য্যে কেন দেখিয়া তন্ময়
সহসা আকৃষ্ট হ'য়ে অতিথি হইনু
জন্মাবধি কা'র কভু লইনি' আশ্রয়। ১১১

"হইয়াছি বৃদ্ধ এবে সামর্থ্যবিহীন
কি জানি বার্দ্ধক্য হেতু পড়ি কোন ঘোরে
তাই বুঝি দয়াময়ী হ'য়ে স্নেহাধীন
সুখ শান্তি নিকেতন দিতেছেন মোরে"। ১১২

এতেক চিন্তিয়া বিপ্র করিলেন স্থির
যাপিবেন শিবগৃহে অবশিষ্ট দিন
সাময়িক ব্যবস্থায় পুলকশরীর
কহিলা আচার্য্যে তবে দেখিয়া মলিন। ১১৩

"ব্রহ্মতত্ত্বে নিয়োজিত হৃদয় তোমার
করালী মানসপটে হ'য়েছে অঙ্কিত
অপনীত অহমিকা চিত্ত নির্ব্বিকার
চরম ঐকান্তিকতা আসঙ্গ বর্জ্জিত। ১১৪

"হ'য়েছে সময় এবে জানহ নিশ্চিত
আপনি হইবে বৎস! সকল যোজনা
পাইবে সাধক গুরু হইবে দীক্ষিত
কর্ম্মকাণ্ড হ'বে শেষ পূরিবে কামনা। ১১৫

"মহাজ্ঞানী বৎস! তুমি পে'য়েছি প্রমাণ
বহুদূরগামী তব সাধনা প্রাক্তন
অচিরে লভিবে সিদ্ধি নাহি ইথে আন
ফুল্ল প্রাণে মহামায়ে চিন্ত অনুক্ষণ। ১১৬

"বামাচারী আমি সত্য অনুমান তব
ত্যজিয়া জনমভূমি নবীন বয়সে
দেশে দেশে চক্রে চক্রে কত আর ক'ব
ভ্রমি'ছি উদ্ভ্রান্ত হ'য়ে সাধন মানসে। ১১৭

"জটিল তন্ত্রের মত গ্রন্থ অগণন
তাহা হ'তে সার অংশ করিতে সংগ্রহ
বিশেষ অনধিগত করিয়া সাধন
পে'য়েছি কতই কষ্ট স'য়েছি নিগ্রহ। ১১৮

"দারপরিগ্রহ ভাগ্যে ঘটে নাই মম
কিন্তু শক্তি ছিল যোগ্যা অতি বুদ্ধিমতী
যাহার সহায়ে বৎস! ক্রিয়া সাঙ্গ মম
অল্পদিন হ'ল তাঁ'র হ'য়েছে সদ্‌গতি। ১১৯

"অনুজে সম্পদ যাহা করে'ছি অর্পণ
বিনিময়ে ভ্রাতা মোরে করে বৃত্তি দান
ক্রিয়ানুষঙ্গিক ব্যয় ভরণপোষণ
যোগেযাগে হয় তাহে সর্ব্ব সঙ্কুলান। ১২০

"ক্রম-দীক্ষা হেতু হেথা গুরু নাহি পে'য়ে
আচার্য্যের তরে অতি হইনু উতলা
ফিরি' মহাপীঠে কত আশাপথ চে'য়ে
উত্তরিনু কুরুক্ষেত্রে যথায় বিমলা। ১২১

"প্রসন্না হইয়া মাতা উদিলা স্বপনে
আদেশিলা যাও বাছা ত্বরা ক্ষীরগ্রামে
যোগাদ্যা সেবক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সদনে
হইয়া দীক্ষিত থেক গিয়া পুণ্যধামে। ১২২

"ইহজন্মে সাঙ্গ ক্রিয়া নিয়োগ যেমতি
হ'বেনাক শবসিদ্ধি দৃঢ় কর হিয়া
বহু যত্নে সঙ্কলিত সাধন পদ্ধতি
লভিও পরমাগতি যোগ্যপাত্রে দিয়া। ১২৩

"অতি বৃদ্ধ যোগীবর করুণা আধারি
বহু সমাদরে মোরে করিলা দীক্ষিত
অর্পিয়া কপাল পাত্র মহাশঙ্খ আর
করিলেন ব্রহ্মানন্দ নামে অভিহিত। ১২৪

"বিধাতার নিরূপণ কে বুঝিতে পারে
যেন আমা' লাগি' বৃদ্ধ ছিলেন জীবিত
না হ'তে সপ্তাহ শেষ ধ্যায়ি' অম্বিকারে
রাখিলেন দেহভার দেবী সন্নিহিত। ১২৫

"যথাবিধি সাধকের করিয়া সৎকার
তথা হ'তে আগুড়িনু জন্মভূমি পানে
পথিমধ্যে শক্তিদেবী ত্যজিলা সংসার
উত্তরিনু এসে ত্বরা স্বদেশ যেখানে। ১২৬

"ভাগীরথী পদ্মা হ'তে নিঃসৃতা যথায়
তাহার অনতিদূরে জাহ্নবী উপরি
বহুজনাকীর্ণা পল্লী বসতি তথায়
স্বর্ণভাগা অভিধেয়া সুভগা নগরী। ১২৭

"বহুদিনে জন্মভূমি করিয়া দর্শন
মেলিয়া আত্মীয় বন্ধু সোদরের সনে
কালীঘাটে গিয়া বাস করে'ছি মনন
সে উদ্দেশে বৎস! আমি পথিক এক্ষণে"। ১২৮

যেরূপ আনন্দে শিব হইলা মগন
শুনিয়া বচন তাহা কেমনে বাখানি
কণ্টকিত হ'ল তনু বহিল নয়ন
আবেগে বদনে আর সরিল না বাণী। ১২৯

অকস্মাৎ দিন-দৈন্য পে'য়ে ধনরাশি
কিম্বা নিরুদ্দেশ পুত্রে বহুদিন পরে
দেখিয়া যেমতি মাতা হয়েন উল্লাসী
তেমতি আ-ার্য্য ফুল্ল পে'য়ে যোগীবরে। ১৩০

নীরবিলা বৃদ্ধ যবে কথা সমাপিয়া
ধরিয়া চরণ তাঁ'র ব্যাকুল অন্তরে
কি জানি প্রসঙ্গে রুষ্ট দুরদুর হিয়া
নিবেদিলা ভক্তিভাবে গদগদ স্বরে। ১৩১

"শ্রীচরণে শিষ্যভাবে লইনু শরণ
দেহ শিক্ষা গুরুদেব ঘুচাও দুর্দ্দিন
বুঝিয়াছ দয়াময় মনের বেদন
বিতর করুণা দীনে হ'য়ো না কঠিন। ১৩২

"পরিহর ইচ্ছা দেব কালীঘাটে বাস
সিঞ্চ স্নেহবারি থাক অধীন সদনে
বেষ্টিত উদ্বাস্ত সহ নির্জ্জন আবাস
নহিবে ব্যাঘাত কভু সাধন ভজনে। ১৩৩

"পিতৃতুল্য পূজ্য তুমি ভক্তির আধার
নিমেষে অনুজ্ঞা তব হইবে পালন
থাকিবে নিযুক্ত সদা সেবায় তোমার
শিষ্যবধূ তব, ত্রুটি নহিবে কিঞ্চন। ১৩৪

"বহু পুণ্যফলে দেব! পেয়ে'ছি তোমায়
ছাড়িব না ও রাজীব চরণ দু'খানি
গুণনিধি কৃপাদৃষ্টি কর অভাগায়
দেহ পথ বলে' যা'য় নিকষা ভবানী।" ১৩৫

শিববাক্য শুনি' বৃদ্ধ অমৃত সমান
বুঝিলেন প্রেমাধারে জ্ঞানের বিকাশ
যথার্থই মহামূল্য অসি খরশান
শূর বীর বিনা গুণ নাহিক প্রকাশ। ১৩৬

কহিলা, "বাসনা পূর্ণ হউক তোমার
থাকিব আবাসে তব যাবৎ বাঁচিব
বহু ক্লেশে উপলব্ধ তন্ত্র ধর্ম্ম সার
অকপট চিত্তে তোমা' যত্নে শিখাইব"। ১৩৭

যদ্রূপ উৎফুল্ল শিব শুনি' বিপ্রকথা
করিতে বর্ণনা শক্তি নাহি লেখনীর
ল'য়ে পদধূলি গেলা অন্তঃপুরে যথা
কমলা মলিনা সদা ঔদাস্যে পতির। ১৩৮

জ্ঞাপিলা আনন্দবার্ত্তা সহধর্ম্মিণীরে
শুনি' সমধিক হর্ষ হ'ল প্রমদার
উদ্দেশে নমিয়া প্রেমে পরমা শক্তিরে
প্রকাশিলা ধন্য মাতা করুণা তোমার। ১৩৯

ফুল্লপ্রাণে ব্রহ্মানন্দ করিলা বসতি
শিবের আলয়ে স্বতঃ হ'য়ে সমাদৃত
সস্ত্রিক আচার্য্যে ক'রি' সম্যক যুকতি
শুভদিনে তারামন্ত্রে করিলা দীক্ষিত। ১৪০

দম্পতির শ্রদ্ধা ভক্তি সেবা শুশ্রূষায়
ব্রহ্মানন্দ যোগীবর হইলা মোহিত
ক্রমশঃ হৃদয়পূর্ণ হইল মায়ায়
বধূ পুত্রে যথা চিত্ত হ'ল আকর্ষিত। ১৪১

একে একে শিখাইলা যত্নে অধ্যাপক
মাতৃজারোপমা বিদ্যা গোপনীয়া অতি
দিন দিন অগ্রসর হইল সাধক
শক্তিরূপে ছায়াসম সহগামী সতী। ১৪২

সদানন্দ শিব এবে সদ্গুরু পাইয়া
দূরীভূত হ'ল তাঁ'র চিন্তা ঘোরতর
অবিলম্বে পুনর্প্রাপ্ত কান্তি কমনীয়া
রাহু মুক্তে কলাপূর্ণ যথা শশধর। ১৪৩

পুনরায় বৈষয়িক কর্ম্মে দিলা মন
কর্ত্তব্য পালনহেতু অনাসক্ত হ'য়ে
বুঝিলা গ্রামণী সবে করিলা ব্রাহ্মণ
রোগমুক্ত, তাই সাধ্বী রাখিলা আলয়ে। ১৪৫

দিবসে বৈষ্ণব বেশ কৌলিক আচার
নিশাযোগে কৌলধর্ম্ম নিভৃতে পালন
অতি সংগোপনে জ্ঞাত নহিত কাহার
দিবাভাগে নিদ্রাতুর রাত্রে জাগরণ। ১৪৫

ক্রমিক সাধনমার্গে হইলা উত্থিত
যতই অভ্যস্ত তত হ'ল সুখোদয়
এইরূপে পঞ্চ বর্ষ হইল অতীত
একে একে সাঙ্গ হ'ল ক্রিয়া সমুদয়। ১৪৬

আজীবন খেটে যাহা অর্জ্জিলা ব্রাহ্মণ
অল্পায়াসে আচার্য্যের আয়ত্ত দেখিয়া
পুলকিত ব্রহ্মানন্দ, মঙ্গল কারণ
কহিলা সম্বোধি' তাঁ'রে বহু আশীসিয়া। ১৪৭

"মায়ের কৃপায় হ'ল ক্রিয়া সমাপন
অতঃপর ক্রম-দীক্ষা মাত্র অবশেষ
কঠোর নিয়ম যাহে দুরূহ সাধন
পরিণত বয়ঃ ভিন্ন আশঙ্কা অশেষ। ১৪৮

"দীক্ষা হ'লে রক্তবস্ত্র বিধি পরিধানে
ত্রিশূল ধারণে যথা হ'বে অধিকার
স্ত্রীসঙ্গ করিবে ত্যাগ মাতৃবৎ জ্ঞানে
আপনি আপন গুরু পূর্ণ নির্ব্বিকার। ১৪৯

"এখনো যুবক তুমি দয়িতা যুবতী
কি জানি স্খলিত পদ অনঙ্গপীড়নে
যোগভ্রষ্ট অনুতাপ হ'বে অধোগতি
রহিবে না খঞ্জ সম শক্তি আরোহণে। ১৫০

"ইচ্ছা ছিল কিয়দ্দিন আর পরখিয়া
করিব দীক্ষিত পরে বুঝিয়া লক্ষণ
কিন্তু নাহি লয় মনে রহিব বাঁচিয়া
বাসর অধিক তাই বিচলিত মন। ১৫১

"হইয়াছি অতি বৃদ্ধ শিথিল শরীর
অন্তিক অন্তিমকাল সন্ধ্যাত দিবস
ভাবি তাই কার্য্যশেষ চিত্ত হয় স্থির
দীক্ষা যদি হয় আমি থাকিতে স্ববশ। ১৫২

"আমার অবর্ত্তমানে কি জানি সঙ্কটে
পড় গুরু লাগি', বলি সেহেতু তোমায়
বুঝহ সামর্থ্য তব কহ অকপটে
বিষম সমস্যা এই দোঁহে সম দায়।" ১৫৩

কহিলা, শুনিয়া শিব আচার্য্য বচন
"সত্য বটে মনসিজ প্রবল দুর্জ্জয়
কিন্তু প্রজাহেতু ন্যায্য দ্বিতীয়া গ্রহণ
নহে সম্ভোগের তরে স্বয়ম্ভু নির্ণয়। ১৫৪

"সন্তান অদৃষ্টে মম নাহিক লিখন
জানি না উদ্দেশ্য কিবা আছে বিধাতার
তবে পরিচর্য্যা তা'র কিসের কারণ
যাহা হ'তে নাহি মম কোন উপকার। ১৫৫

"তব আশীর্ব্বাদে প্রভু! কিবা আছে ভয়
নহে অগোচর তব জানহ সকল
অপার করুণা তব তুমি প্রেমময়
করহ পবিত্র মোরে দিয়া শান্তিজল।" ১৫৬

দেখিয়া অচলা ভক্তি ব্রহ্মানন্দ স্বামী
করিলা আশীস বহু হ'য়ে পুলকিত
নহিবে উত্তুঙ্গ ভাব কভু নিম্নগামী
বুঝি' শুভ ক্ষণে শিবে করিলা দীক্ষিত। ১৫৭

"এত দিনে মাতৃ-আজ্ঞা হইল পালন
হ'লে সমকক্ষ এবে সাঙ্গ মম পালা
লহ বৎস! ত্রিশূল ঐ ভীতি বিনাশন
পবিত্র কপাল পাত্র মহাশঙ্খমালা। ১৫৮

"এই লহ পুথি মম সাধকের নিধি
বহু ক্লেশ শ্রম লব্ধ অতুল্য রতন
বিস্তারিত যাহে শব সাধনের বিধি
নহিবে নিরোধ যদি অদৃষ্টে লিখন। ১৫৯

"সার্থক জনম মম সফল সাধনা
তোমা হেন শিষ্য পে'য়ে ধন্য পরিণাম
কায়মনোবাক্যে করি নিয়ত প্রার্থনা
লভহ অক্ষয় কীর্ত্তি হ'য়ে সিদ্ধকাম।" ১৬০

এইরূপে বৃদ্ধ কত উৎসাহ-বচনে
উত্তেজিলা শিবে দিয়া নানা উপদেশ
লইয়া বিদায় শেষে প্রফুল্লিত মনে
উমাপাদপদ্মে চিত্ত করিলা নিবেশ। ১৬১

অহর্নিশি ধ্যানে মগ্ন ব্রাহ্মণপ্রবর
রাজরাজেশ্বরী ইষ্ট দেবতা চরণ
বিগলিত প্রেমধারা নির্ব্বাক নিথর
সহস্রার সুধাপানে বিভোর মগন। ১৬২

এতাদৃশ অবস্থায় সপ্তাহ থাকিয়া
চিরসমাধিস্থ হ'লা সাধকপুঙ্গব
স্থিরমতি শিবাচার্য্য করি' প্রেতক্রিয়া
যথাবিধি সম্পাদিলা শৌচ কর্ম্ম সব। ১৬৩

কমলার (ও) কার্য্যশেষ ত্যজিলা জীবন
গ্রহণী রোগেতে সতী ক্রমিক ভুগিয়া
মহাগুরু জ্ঞানে পূজি' ভর্ত্তার চরণ
তাঁহার মঙ্গল তরে কামনা করিয়া। ১৬৪

কান্তার বিয়োগে, শিব নহিল চঞ্চল
বরং বীরভাবাপন্ন হ'ল মহামতি
বৃথা শোক বোঝেনাক মনুষ্য দুর্ব্বল
জীব আসে যায় এই কালের নিয়তি। ১৬৫

কর্ম্মভূমি মাত্র এই ব্রহ্মাণ্ড নিখিল
কর্ম্মান্তে সাকার জীব লীন নিরাকারে
যেমতি অর্ণবোত্থিত জীমূত-সলিল
সিঞ্চিয়া অবনিতল ফেরে বহাকারে। ১৬৬

আচার্য্য লভিবে সিদ্ধি বিধি নিরূপণ
বুঝি বা সন্তান তাই হ'ল না তাঁহার
একে একে এড়াইলা সংসার বন্ধন
উপেক্ষিলা নিন্দা ভয় এবে লোকাচার। ১৬৭

"ঘোর বীরাচারী আমি ছদ্মবেশে থাকি
পরম বৈষ্ণব বলে' জানে সর্ব্বজন
জঘন্য এ দ্বৈত ভাব হইব একাকী
কি হেতু সমাজভয়ে কপটাচরণ।" ১৬৮

বিন্ধুর সহিত শিব করিয়া যুকতি
ঔচিত্য বিধায় এবে করিলেন স্থির
লোকালয় দূরদেশে নির্জ্জনে বসতি
নির্ম্মাইয়া অভিমত সাধন মন্দির। ১৬৯

এ হেন বিচার করি' আচার্য্য তখন
বিন্ধুরে করিলা দান ভদ্রাসন তাঁ'র
সংলগ্ন পল্বল আর নিষ্কুট শোভন
অর্পিলা সমস্ত তা'রে বিষয়ের ভার। ১৭০

সঙ্কুলান হ'য়ে তাঁ'র ব্যয় সমুদায়
উপস্বত্ব আদায়ের যাহা অবশেষ
বিষয় তত্ত্বাবধান কারণ তাহায়
বিন্ধুরে লইতে শিব করিলা আদেশ। ১৭১

বিনিময়ে নাতিপ্রস্থ উর্ব্বর জমীর
অপ্রহত দীর্ঘখণ্ড করিয়া আদান
শ্মশান সন্নিধভূমে তীরে জাহ্নবীর
মনোমত যোগোত্থান করিলা নির্ম্মাণ। ১৭২

পশ্চিমে বিধূলি গ্রাম মধ্যে ব্যবহিত
কতিপয় কৃষ্ট ভূমি দক্ষিণে প্রান্তর
উত্তরে পবিত্রতোয়া গঙ্গা প্রবাহিত
পূর্ব্ব দিকে প্রসারিত বন্ধুর গোচর। ১৭৩

দুই বিঘা পরিসর সমগ্র নিলয়
চৌদিক বেড়িয়া উচ্চ ইষ্টক প্রাচীর
বিভক্ত অংশেতে চারি যথা জনাশ্রয়
গোহাইল গর্ভাগার ভজন মন্দির। ১৭৪

অগ্নিকোণে জনাশ্রয় তাহে মুখ্য দ্বার
গোগৃহ পশ্চিমে তা'র সহ উদপান
গোশালার উত্তরেতে ছিল গর্ভাগার
বাটীত্রয়ে দশ কাঠা জমী পরিমাণ। ১৭৫

সমগ্র গৃহের ভিত্তি ইষ্টকে নির্ম্মিত
তাহে সাধারণ লেপ ভিতর বাহির
ছিল কাষ্ঠময় চাল তৃণে আচ্ছাদিত
পাকা মেজ্যা, মহানস কেবল মাটির। ১৭৬

অবশিষ্ট ভূমি ব্যাপ্ত ছিল গোগোষ্ঠানে
নানাবিধ ফল পুষ্প তরু সমন্বিত
বিকীর্ণ মঞ্জুল ছবি চারি দিক পানে
অতীব পবিত্র স্থান সাধক বাঞ্ছিত। ১৭৭

গর্ভাগার পশ্চাদ্দিকে অখণ্ড ভূমিতে
ঈশানের কিয়দংশে যতনে রোপিত
বাছা বাছা ফলবৃক্ষ সুষম আলিতে
সম জাতি মহিরুহ করে' একত্রিত। ১৭৮

প্রান্তভাগে দুই সারি কলমের আম
ব্যাপিয়া পশ্চিম পূর্ব্ব, তলে আনারস
তৎপরে কাঁটাল বেল আতা কালজাম
পেয়ারা রম্ভাদি পেঁপে দাড়িম সুরস। ১৭৯

বক্রীভূমে পাঁচ কাঠা পরিসর প্রায়
কুসুম উদ্যান, মধ্যে সাধন মন্দির
হইয়া বেষ্টিত পুষ্প বিটপী মালায়
দর্শিত সুবর্ণে যথা হীরক রুচির। ১৮০

ছিল নানাজাতি ফুল রক্ত শ্বেত বক
জবা জুঁই গন্ধরাজ চামেলী মল্লিকা
করবী রজনীগন্ধ গোলাপ চম্পক
টগর বকুল আদি বেল শেফালিকা। ১৮১

আছিল বৃহৎ কূপ ফলোদ্যান মাঝে
জল সিঞ্চনের তরে তরু আলবালে
হরিৎ পাদপচয় ফল ফুল সাজে
তুষার বর্ষায় তথা নিদাঘের কালে। ১৮২

বাসগৃহ পূর্ব্বোত্তর দেশে অবস্থিত
নাতিদীর্ঘ সুধাধৌত ভজন প্রাসাদ
অলিন্দ চত্বর সহ ছিল সুশোভিত
বিল্বমূল হেতু তাহে সমতল ছাদ। ১৮৩

মধ্যস্থলে পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রোথিত
সম্মুখেতে বেদী, তাহে সুধাপূর্ণ ঘট
প্রাচীরের উচ্চদেশে যতনে স্থাপিত
সাধনের ধন তারা মহাবিদ্যা পট। ১৮৪

আছিল বেদিকা বামে দিব্য শোভমান
বহুশ্রমে প্রাপ্ত ঋজু দীর্ঘ বিল্বমূল
যাহার আবাল ভূমি ব্যাস পরিমাণ
সার্দ্ধ হস্ত, বিদ্ধ তাহে ভৈরব ত্রিশূল। ১৮৫

ন্যস্ত গৃহ বামদেশে বেত্রের মঞ্জুষা
চর্ম্মেতে আবৃত তাহে ছিল সমুদয়
সাধনোপযোগী নানা দ্রব্য বেশ ভূষা
পুঁথি মালা পাত্র যন্ত্র তাম্রক বলয়। ১৮৬

সুনিক্কণ তানপূরা ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন
থাকিত সজ্জিত তথা দক্ষিণাংশে তা'র
জ্বালানী সৌগন্ধ্য ধূম্রপানোপকরণ
পূজার সামগ্রী যত ধূপদীপাধার। ১৮৭

গর্ভাগার হ'তে ছিল অন্তঃপুরে পথ
মণ্ডপের বায়ুকোণে জনাশ্রয় দ্বার
প্রাচীরে দক্ষিণ দিকে গোশালার পথ
যোগোদ্যানে যে'তে পূর্ব্ব প্রাচীর মাঝার। ১৮৮

এবম্বিধ আচার্য্যের পুরী মনোরমা
লোক কোলাহল শূন্য নির্জ্জন আবাস
পুরী মধ্যে পশি' ছবি দেখিলে সুষমা
পবিত্র ভাবের সদ্যঃ হইত বিভাস। ১৮৯

নিম্নে প্রবাহিতা গঙ্গা কল্লোলনাদিনী
সঞ্চারিত যাহে স্নিগ্ধ বিশুদ্ধ অনিল
বহু জনপদ তীরে সৈকতমালিনী
যোগীজন প্রীত যা'র পবিত্র সলিল। ১৯০

নিমজ্জন করি' পুণ্য স্রোত নীরে যা'র
কতই যে পরিতৃপ্ত হয় প্রাণীগণ
নিয়ত করিয়া পান লঘু বারি আর
সুস্থ কমনীয় দেহ করয়ে ধারণ। ১৯১

নানাবিধ খনি ধৌত পদার্থ মিশ্রণে
চর্ম্মরোগ বিনাশক মৃৎ মহৌষধি
হরে মহাব্যাধি যদি লেপে ক্লিষ্টজনে
সহিষ্ণুতা সহ তা'য় পীড়া যদবধি। ১৯২

ব্যবসায়ী তরি বাহি' ভ্রমি' নানা দেশ
করি' পণ্য বিনিময় লভে বহু ধন
কর্ণধার ধীবরের নাহি কোন ক্লেশ
গঙ্গাবাসী যা'রা সুখে যাপয়ে জীবন।১৯৩

অদূরেতে বিরাজিত পবিত্র শ্মশান
বীতিহোত্র অধিষ্ঠাতা যথা অহরহ
সাধকজনের পুণ্য ক্ষেমঙ্কর স্থান
সংসারীর হৃৎকম্প অতি ভয়াবহ। ১৯৪

নাহি হেথা ভেদাভেদ জাতির বিচার
ইতর বিশেষ নাহি সম্যক সম্মান
নাহি কা'র গতিরোধ অবারিত দ্বার
অধিকার উচ্চ নীচ সবার সমান। ১৯৫

রাজা প্রজা ধনী দুঃখী মূর্খ ও বিদ্বান
ধর্ম্মবীর মহাপাপী সংসারী সন্ন্যাসী
বিকলাঙ্গ সৌম্যদেহ কুৎসিত শ্রীমান
স্থূলবুদ্ধি মহাজ্ঞানী স্বাধীন প্রত্যাশী;

জিতেন্দ্রিয় ব্যভিচারী স্বৈরিণী ও সতী
সাভিজন আঁটকুড়া ক্ষুণ্ণ ভাগ্যবান
সধবা বিধবা কিম্বা বন্ধ্যা পুত্রবতী
ব্যাধিগ্রস্ত সুস্থকায় ক্ষীণ বলবান;

স্বার্থপর সদাশয় বন্ধু আততায়ী
সাধু চোর সত্যবাদী অনৃততৎপর
বীর ভীরু নেশাশূন্য ঘোরমদ্যপায়ী
ভক্ত প্রজা রাজদ্রোহী সুশভ্য বর্ব্বর;

ব্যবসায়ী হীনকর্ম্মা উচ্চকর্ম্মচারী
কৃষি শিল্পী সুগায়ক কবি বৈজ্ঞানিক
স্বদেশবৎসল যোদ্ধা পরহিতকারী
বাগ্মিক তদগত যোগী প্রেমিক নাস্তিক ;

গণ্য মান্য পূজ্যপাদ ঘৃণ্য স্বেচ্ছাচার
দয়াশীল ক্রূরমতি বদান্য কৃপণ
বিভিন্ন প্রকৃতিগত যত সবাকার
একমাত্র নিদানের শান্তি নিকেতন। ১৯৬-২০০

ভাবুকের শিক্ষাভূমি এহেন শ্মশানে
স্বার্থ হেতু দ্বন্দ্বে রত অন্তেবাসীগণ
মাগো কি যে মায়া তব কেহ নাহি জানে
মোহান্ধ নয়ন স্বপ্নে যাহে জগজন। ২০১

এইরূপে শিবাচার্য্য পরিবৃত হ'য়ে
করিলেন বসবাস নূতন ভবনে
লোকনিন্দা পরিহাস সমুদয় স'য়ে
প্রাণপণে রত সদা শব অন্বেষণে। ২০২

পোষ্যবর্গ মধ্যে তথা ছিল আচার্য্যের
প্রভুভক্ত বয়োধিক ভৃত্য পুরাতন
নিহিত তাহার প্রতি কার্য্য সংসারের
ছিল সে স্বগ্রামবাসী বিশ্বাসভাজন। ২০৩

আছিল সমাংসমীনা গাভী সুলক্ষণা
ঘটোধ্নী সুরভী সম সবৎসা পীবরা
স্থূলোদরী দ্বয় ঘোর শ্যামল বরণা
পর্য্যায়ে নবসূতিকা প্রাপ্তবৎসতরা। ২০৪

ছিল সারমেয় এক ভীষণ আকার
কৃষ্ণলোম পরাক্রান্ত কেশরী সমান
দিবায় থাকিত সদা আগলিয়া দ্বার
ত্রিযামায় পাছু পাছু প্রভু সন্নিধান। ২০৫

হ'ত না শিবের গৃহে লোক সমবায়
কেবল দিনান্তে বিপ্র আসিতেন তথা
থাকিয়া কিয়ৎক্ষণ ফিরিতেন প্রায়
যাপিতেন নিশি যদি হ'ত সৎ কথা। ২০৬

প্রাতঃকালে বাহ্যক্রিয়া আদি সমাপিয়া
করিয়া অবগাহন মহাভদ্রা নীরে
কিঞ্চিৎ আহার করি' উদ্যানে পশিয়া
করিতেন মালীকার্য্য স্থানে স্থানে ফিরে'। ২০৭

কভু বা ভ্রমিয়া কত এ গ্রাম সে গ্রাম
গোপনেতে করিতেন শবের সন্ধান
হেরি' কভু প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ললাম
করিতেন পর্য্যটন ফিরে' নানা স্থান। ২০৮

আহারান্তে কথঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া
করিতেন সুললিত সঙ্গীত রঁচনা
রাগ মান তাল লয় সহ মিলাইয়া
আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ স্মরি' শবাসনা। ২০৯

সন্ধ্যা হলে প্রবেশিয়া ভজন আলয়ে
পাতিয়া শার্দ্দূলছাল পঞ্চমুণ্ডোপরি
আসন করিয়া তাহে তানপূরা ল'য়ে
করিতেন নাম গান ধ্যায়ি' লম্বোদরী। ২১০

সুধা পানে মত্ত হ'য়ে ধ্রুবপদ গান
গাইতে গাইতে শিব হ'তেন মগন
কণ্টকিত হ'ত তনু শূন্য বাহ্যজ্ঞান
অবিশ্রান্ত দুই ধারে বহিত নয়ন। ২১১

গান যোগে বহুক্ষণ আরাধিয়া মায়ে
বসিতেন শিবাচার্য্য জপে নিয়মিত
গুরু দত্ত বীজমন্ত্র সোঁপি' রাঙ্গা পায়ে
প্রহরেক ধরি' চিত্ত করে' সমাহিত। ২১২

জপ সাঙ্গ হ'লে শিব দ্বিতীয় প্রহরে
কভু নিদ্রাগত, কভু শ্মশানে মশানে
ভৈরব কুক্কুর সহ বীর বেশ ধরে'
ভ্রমিতেন মত্ত প্রায় শবের সন্ধানে। ২১৩

ছিল ঠাট বাট নানা ভোগীর লক্ষণ
দোকান সাজান মাত্র শুভ দৃশ্য অতি
কিন্তু অনাসক্ত শিব যোগপরায়ণ
অহর্নিশি দুরারাধ্য ইষ্ট পদে মতি। ২১৪

এইরূপে যোগোত্থানে সঙ্গ পরিহরি'
আচার্য্যের অতিক্রান্ত হ'ল পঞ্চবর্ষ
শবের উপায় আজ নানা চেষ্টা করি'
হ'ল না দেখিয়া শিব হ'লেন বিমর্ষ। ২১৫

একদিন সায়ংকালে আচার্য্য আসীন
দেউল অলিন্দে রাখা যন্ত্র সন্নিধানে
গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন উদাস মলিন
মুহুর্মুহু অল্পে অল্পে রত সুধাপানে। ২১৬

হেনকালে বিরূপাক্ষ হ'লা উপনীত
দেখিয়া সুহৃদ শিষ্যে প্রীতি সহকারে
বসিতে আসন ল'য়ে করিয়া ইঙ্গিত
অর্পিলা প্রসাদ পাত্র পূরিয়া তাহারে। ২১৭

ত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃ বিরূর এখন
উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ প্রমাণ শরীর
যৌবনের পূর্ণ ছটা প্রফুল্ল আনন
সুন্দর নধর দেহ স্বভাব গম্ভীর। ২১৮

মনোজ্ঞ কুঞ্চিত কেশ ললাট মধ্যম
যুগ্ম ভুরু নাতিদীর্ঘ নয়ন উজ্জ্বল
পত্রে ঘনলোম হেতু অতি মনোরম
দর্শিত সদাই যেন রঞ্জিত কজ্জল। ২১৯

মাঝারি টিকল নাসা সুষম দশন
চিবুক অধর দ্বয় অতি মনোহর
আছিল মুণ্ডিত শ্মশ্রু কপোল চিকণ
শ্রুতি কণ্ঠ আস্য গুম্ফ সকলি সুন্দর। ২২০

হস্ত পদ প্রত্যঙ্গাদি দেহ পরিমিত
অল্প অল্প লোমরাজি তাহে শোভমান
তাহাতে অঙ্গের কান্তি আরও বর্দ্ধিত
সুন্দর পুরুষ বিরূ কন্দর্প সমান। ২২১

দেখে' তাঁ'র মনোহর উজ্জ্বল নয়ন
প্রশান্ত মূরতি চারু অঙ্গের সৌষ্ঠব
প্রাকৃতিক ভাবাপন্ন কর্ম্মপরায়ণ
জ্ঞানী বীরগৃহী ব'লে হ'ত অনুভব। ২২২

প্রোঢ়াবস্থা আচার্য্যের হ'ল বয়ঃক্রম
অনধিক তেতাল্লিশ বৎসর এখন
গৌর বর্ণ দীর্ঘাকৃতি কান্তি অনুপম
চঞ্চুনাসা ভাল উচ্চ দীঘল নয়ন। ২২৩

দীর্ঘ শ্মশ্রু, শিরোপরি গ্রন্থিত কুন্তল
মাঝে মাঝে পক্ক কেশ তাহে সুরাজিত
অমাবস্যা প্রদোষেতে তারকা উজ্জ্বল
নির্ম্মল গগনে যেন হ'য়েছে উদিত। ২২৪

প্রসারিত বক্ষঃস্থল সুগঠ শরীর
লোহিত ত্রিপুণ্ড্র, গলে স্ফটিকের মালা
উত্তরীয় বাসে রক্ত দুকূল রুচির
মণিবন্ধে সরুদ্রাক্ষ তাম্রকের বালা। ২২৫

চিন্তায় বিঘোর শিব নাহি কোন কথা
ক্ষণে ক্ষণে বিপরিত মুখের ভঙ্গিমা
গভীর নিশ্বাস কভু কত যেন ব্যথা
বিষাদে সোণার অঙ্গে পড়ে'ছে কালিমা। ২২৬

কভু দন্ত কড়মড়ি দৃষ্টি খরতর
আক্রোশে উন্মাদপ্রায় উত্তেজিত মন
কভু দরদর ধারে নয়নে নির্ঝর
অনিমেষ শূন্য আঁখি যোগের লক্ষণ। ২২৭

স্তম্ভিত হইল বিল্ব সশঙ্কিত প্রাণ
অকস্মাৎ গুরুদেবে দেখিয়া বিবশ
কতক্ষণে ইন্না যোগে হ'য়ে স্ফূর্ত্তিমান
সম্ভাবিলা তাঁ'রে, যবে শান্তির পরশ। ২২৮

"কিবা হেতু আজি প্রভু আলোড়িত মন
গত নিশি জপে বুঝি হ'য়েছে ব্যাঘাৎ
কিম্বা ঘোর শিরঃপীড়া দিতেছে বেদন
লহরিত স্থির বারি কেন অকস্মাৎ।" ২২৯

এতেক শুনিয়া শিব শিষ্যের বচন
কহিলেন স্নেহভরে করে' আশীর্ব্বাদ
"নাহি কোন দেহকষ্ট দৈব দুর্ঘটন
তোমা হেন শিষ্য যা'র কিসের প্রমাদ। ২৩০

"কিন্তু যা'র লাগি' চিত্ত ব্যাকুল আমার
হইয়াছি দৃষ্টিহারা উন্মত্ত সমান
জানি না তাহার কোন হ'বে প্রতিকার
হ'য়ে ভগ্নমনা বুঝি বাহিরবে প্রাণ। ২৩১

"গুরুর কৃপায় উপক্রমণিক ক্রিয়া
খণ্ড, বীর, মহা আদি পুরশ্চরণ
নানাসনে শক্তি ক্রিয়া অতি গোপনীয়া
একে একে বৎস মম হ'ল সমাপন। ২৩২

"উল্লঙ্ঘি স্ফটিক শঙ্খে হ'ল অধিকার
ক্রম-দীক্ষা হ'য়ে ক্রিয়া সমাপ্ত সকল
ধরে'ছি ত্রিশূল নিত্য পালি' বীরাচার
অবশেষ এবে শবসাধন কেবল। ২৩৩

"অপঘাতে মৃত শিশু চণ্ডাল তনয়
পঞ্চ হ'তে সপ্ত মধ্যে বয়স যাহার
নহিবেক বিকলাঙ্গ হ'বে নিরাময়
সুলক্ষণ যুত শব সুন্দর আকার। ২৩৪

"সাধনোপযোগী হেন শবের সন্ধানে
একে একে পঞ্চবর্ষ হইল অতীত
করিলাম চেষ্টা কত ফিরি' স্থানে স্থানে
কিন্তু আজ হ'লনাক কোনও বিহিত। ২৩৫

"তবে বুঝি সিদ্ধিলাভ ভাগ্যে নাই মম
ভস্মে ঘৃত ঢালিলাম করে' আরাধনা
রহিলাম মধ্য পথে হরিশ্চন্দ্র সম
বিফল জনম মম বিফল কামনা। ২৩৬

"হ'য়েছিনু গুরু লাগি' উতলা যখন
কত দিনে জননীর হ'য়েছিল দয়া
বৎস কতই যে ডাকি ধ্যায়ি অনুক্ষণ
চক্ষু কর্ণ খে'য়ে এবে রহিল অভয়া।" ২৩৭

অভিমানে আচার্য্যের বহিল নয়ন
সরিল না বাক্য আর হইলা নীরব
একদৃষ্টে পটপানে চে'য়ে বহুক্ষণ
ব্যথিত অন্তরে শিব আরম্ভিলা স্তব। ২৩৮

"উর উর গো মা শ্যামা অনন্তের রাণী
অক্ষুণ্ণ প্রভাব তব গুনীগণ কয়
প্রপন্নপালিনী তুমি বরদা কল্যাণী
অলঙ্ঘ্য তোমার আজ্ঞা নিয়ম দুর্জ্জয়। ২৩৯

"আখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল
অম্বর জুড়িয়া সূর্য্যমণ্ডল বিস্তর
পরিব্যাপ্ত আদি অন্ত মধ্য কেন্দ্র স্থল
সকলি তোমার রাজ্য বিশ্বচরাচর। ২৪০

"অব্জযোনি পদ্মনাভ দেব পঞ্চানন
গুণত্রয়ে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ
অংশুমালী সুধানিধি দিক্‌পালগণ
তটস্থ হইয়া করে আদেশ পালন। ২৪১

"ক্ষিতি আদি পঞ্চভূত যাহাতে আকার
রূপ রস পঞ্চ, কর্ম্ম জ্ঞানেন্দ্রিয় আর
মন বুদ্ধি বিবেকাদি তত্ত্ব অহঙ্কার
বিকাশে তোমার কীর্ত্তি মহিমা অপার। ২৪২

"চক্রনেমি মহাকাল নিরূপে সময়
ওঁকার প্রণব করে নাদশিক্ষা দান
সুখ দুঃখ নিদেশয়ে সৌরি গ্রহচয়
তব অনুজ্ঞায় তুমি শকতি মহান। ২৪৩

"মহাশূন্যে নিরালম্ব অসংখ্য সৃজন
প্রভূত আলোক সহ নিত্য ভাসমান
পরস্পর আকর্ষিত হ'য়ে বিচরণ
করিতেছে শক্তি বলে তব গরীয়ান। ২৪৪

"অতীব বৃহৎ বস্তু হ'তে সূক্ষ্মতম
জ্ঞানেন্দ্রিয় অগোচর কিম্বা স্পষ্টাকার
সংযোজিত হ'য়ে তা'রা মহাকাশ সম
বিচরিছে সমস্তাৎ মায়াতে তোমার। ২৪৫

"প্রকৃতি প্রধানা তুমি কৈবল্যদায়িনী
মহামায়া পরমাত্মা শক্তি পরাৎপরা
অনাদি অনন্ত তুমি অখণ্ডব্যাপিনী
অচ্যুত অব্যয় কিম্বা অজরা অমরা। ২৪৬

"এই পরিদৃশ্যমান জগতীর তলে
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কিম্বা অসীম অপার
যাহা কিছু বিরাজিছে তব শক্তি বলে
সকলি তোমার জ্যোতিঃ তুমি মাত্র সার। ২৪৭

"আকার রহিত তুমি অনন্তরূপিনী
তোমাতে উৎপত্তি পুনঃ নিবৃত্তি তোমাতে
আগম নিগম তুমি জ্ঞান প্রদায়িনী
সম্ভবাসম্ভব সব তোমারি মায়াতে। ২৪৮

"সগুণ নির্গুণ তুমি, তুমি নির্ব্বিকার
তোমারই অহংভাবে জগৎ প্রচার
আধেয় আধার মাগো তুমি মূলাধার
কারণশরীর কিম্বা স্থূল সূক্ষ্মাকার। ২৪৯

"তুমি অণু পরমাণু প্রকাণ্ড ভীষণ
অধম মধ্যম কিম্বা পরম সুন্দর
আঁধার আলোক তুমি নাম অগণন
নির্ব্বাণেতে একমেব নিত্য নিরন্তর। ২৫০

"রবি শশী গ্রহ আদি তারা অগণন
ব্যোমবর্ত্তী যত, ক্ষিতি হুতাশন বারি
অসীম আকাশ আর ব্যাপ্ত সমীরণ
তা'রা সকলেই মাগো স্বরূপ তোমারি। ২৫১

"তুমি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম মতি গতি রতি
অষ্ট শৃঙ্গারাদি, শান্তি, শোক হর্ষ আর
কাম ক্রোধ ষট্, ত্রপা, অসূয়া নিকৃতি
ঈর্ষা দ্বেষ চিন্তা ক্ষমা অসঙ্খ্য বিকার। ২৫২

"তুমি ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যাধি তুমিই অগদ
জাগর্ত্তি সুষুপ্তি স্বপ্ন মাধুরী কল্পনা
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদ
জন্ম মৃত্যু বাক্ বিদ্যা বুদ্ধি বিবেচনা। ২৫৩

"তুমি গো মা অচেতন উদ্ভিদ চেতন
যোনিজ শরীর কিম্বা অযোনিসম্ভব
রূপ রস গন্ধ আদি বিষয় কারণ
অমৃত গরল আর পবিত্র আসব। ২৫৪

"তুমি স্রোতস্বতি খাত ভূভৃৎ কন্দর
লবণসমুদ্র মুক্তা হীরকাদি মণি
গন্ধক উল্মুক-শিলা বিবিধ প্রস্তর
হিরণ্য রজত লৌহ নানাধাতু খনি। ২৫৫

"মহাকাণ্ড তরু ভূমি ছায়া সমাবৃত
ফলবান বানস্পত্য আর বনস্পতি
নানাজাতি পুষ্পদ্রুম প্রসূনে শোভিত
ওষধি তৃণাদি বেণু ইন্ধন ব্রততি। ২৫৬

"তুমি সুরাসুর যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর
দেবযোনি যত ভূত রাক্ষস অপ্সর
নানাবর্ণ পশু পক্ষী মনুষ্য বানর
সরীসৃপ পতঙ্গাদি কীট জলচর। ২৫৭

"জন্মদাতা পিতা তুমি নিমিত্ত কারণ
জননী হইয়া কর শিশুর পালন
সন্তান রূপেতে পুনঃ কর গো তোষণ
ধন্য লীলা তব যাহে মুগ্ধ বিশ্বজন। ২৫৮

"এই দেহ মাঝে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ
বিরাজ জননী তুমি ধরি' অগণন
সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতম রূপ, তুমি বিশ্বরূপ
পুনঃ অধিষ্ঠাত্রী রূপে কর বিচরণ। ২৫৯

"মূলাধার চতুর্দ্দলে কুলকুণ্ডলিনী
স্বাধিষ্ঠান মণিপুর ক্রমে ভেদ করি'
আজ্ঞাচক্র দ্বিদলেতে বিরাজ হাকিনী
ব্রহ্মরন্ধ্র সহস্রারে পরমা ঈশ্বরী। ২৬০

"যাহা কিছু দৃশ্যমান এই ভূমণ্ডলে
সকলেতে তুমি মাগো তোমাতে সকলি
প্রকট তোমার রূপ, কল্পনার বলে
সাধক ভাবয়ে ভিন্ন হ'য়ে কুতূহলী। ২৬১

"কিন্তু নাহি কিছু মাগো অদেয় তোমার
তুমি কল্পতরু দাও যেবা যাহা চায়
একান্ত বাসনা মাগো হ'য়েছে আমার
গুরুর নির্দ্দিষ্ট রূপে দেখিব তোমায়। ২৬২

"আয় গো মা ভবেন্দ্রাণী হও মা উদয়
চিরস্থ বাঞ্ছিত মম সাধনের ধন
পবিত্র হউক দেহ পাপরাশি ক্ষয়
জনম সার্থক দেখে' ও রাঙ্গা চরণ। ২৬৩

"হও মা উদয় ওগো অজ্ঞাননাশিনী
তারা লম্বোদরী ঘোরা করালবদনা
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরা থর্ব্বা কপালমালিনী
নবীনা নীলবরণা বামা ত্রিনয়না। ২৬৪

"খড়্গ করবাল আর খর্পর নলিনী
সুশোভিত চতুর্হস্তে লম্বিত রসনা
প্রগণ্ড ও জটা কণ্ঠে জড়িত নাগিনী
রক্ত আঁখি অট্ট হাসি ভীমা শবাসনা। ২৬৫

"মহাযোগী কৃত্তিবাস নারদাদি ঋষি
জটিল মায়ার তব যুগ যুগান্তর
করিয়া কঠোর তপঃ চিন্তি দিবানিশি
পাইল না অন্ত মাগো কিবা ছার নর। ২৬৬

"তাহা ত পা'বার নয় কভু কি সম্ভবে
যদি বোধগম্য কিবা মহিমা তোমার
তবে মা জ্ঞানের কণা দিয়াছ মানবে
তাইতে কল্পনা শক্তি বিকশিত তা'র। ২৬৭

"যাহা কিছু উপলব্ধ হয় জ্ঞান বলে
প্রভূত আনন্দ তাহে পায় যোগীগণ
ওগো সেই লালসায় ধাবিত সকলে
বারেক পাইলে স্বাদ ছাড়েনা কখন। ২৬৮

"উদ্ভাবিত নানা পথ পাইতে তোমারে
ধরিয়াছি পন্থা যাহা আগমে কথিত
হেঁটে বহু পথ এবে এসে'ছি দুয়ারে
দেখা দাও ডাকি গো মা হ'য়ে কাতরিত। ২৬৯

"তন্ত্র'মতে শবোপরি চরম সাধনা
হ'য়েছে সকলি কিন্তু পাইনা যে শব
কর গো উপায় আর সহেনা যাতনা
হইলে তোমার দয়া কিবা অসম্ভব? ২৭০

"শয়নে স্বপনে মাগো কিম্বা জাগরণে
চরণপঙ্কজ বিনা নাহি কোন ধ্যান
কিন্তু মা এখনো দয়া হ'লনাক মনে
জানিনা কি হেতু তুমি নিদয়া সন্তানে। ২৭১

"মাগো করে' থাকি যদি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে
অপরাধ কোন ক্ষম ওগো ক্ষেমঙ্করী
অপাঙ্গে করুণা কর চাহ সুত পানে
হয়ো না কঠিন আর লহ দুঃখ হরি'। ২৭২

"সদানন্দময়ী তুমি আনন্দদায়িনী
তবে নিরানন্দে কেন রেখে'ছ জননী
তুমি যে মা দুঃখহরা প্রপন্নপালিনী
কলুষনাশিনী তারা পতিতপাবনী। ২৭৩

"প্রোঢ় এবে গোঁয়াইনু শৈশব যৌবন
তোমার সেবায় মাগো নাহি চিন্তা আর
অন্তর্যামী তুমি জান মনের বেদন
তথাপি কি দয়া ওগো হয় না তোমার। ২৭৪

"শবের সন্ধানে মাগো ঘুরিতেছি কত
আজিও হ'লনা কিন্তু কোনও উপায়
দেখিতে দেখিতে পঞ্চ বর্ষ হ'ল গত
কর মা উদ্ধার বড় ঠেকিয়াছি দায়॥ ২৭৫

"দাও মা উপায় বলে করি আরাধনা
দেখিয়া শ্রীপাদপদ্ম জুড়াই গো প্রাণ
জীবন সার্থক করি ওগো শবাসনা
আর ত সহেনা মাতা কর শান্তি দান। ২৭৬

"দয়াময়ী নাম তব জগতে প্রচার
জগজন কহে তুমি বরদা অভয়া
সে নামে কলঙ্ক বুঝি হইল তোমার
আমি কি আটাসে ছেলে তাই নাহি দয়া। ২৭৭

"অতিকৃচ্ছ্র আঁটকুড়া ঘৃণ্য হেয় অতি
টিটকারে কহে সবে সমাজের কালি
মাতাল বলিয়া ডাকে যত মূঢ়মতি
পশ্চাতে বালকবৃন্দ দেয় করতালী। ২৭৮

"কাতরে ডাকি মা তোরে হও গো উদয়
তোমার সেবক হ'য়ে এ দশা আমার
ওগো বিদরয়ে হিয়া মনে যদি হয়
কিঞ্চিৎ নাহি কি দয়া হৃদয়ে তোমার। ২৭৯

"তোমা বই কেহ নাহি বলিতে আপন
ডাকি তাই এত, কিন্তু দেখিলি না চে'য়ে
ওগো বুক ফেটে' যায় অসহ্য বেদন
বুঝিনু যথার্থ তুই পাষাণের মেয়ে"। ২৮০

এইরূপে শিবাচার্য্য বিলাপিয়া কত
ধরিলেন তুষ্ণীভাব ব্যথিত হৃদয়ে
শোকের আবেগে তাঁ'র অশ্রু অবিরত
ঝরিতে লাগিল গণ্ড শ্মশ্রুরাজি ব'য়ে। ২৮১

নিস্পন্দ নিথর শিব এলো থেলো বাস
করিলেন চিন্তা কত মর্ম্মে ব্যথা পে'য়ে
হতাশে ত্যজিয়া শেষে গভীর নিশ্বাস
একদৃষ্টে অভ্রপানে রহিলেন চে'য়ে। ২৮২

কতক্ষণে আচার্য্যের হইল চেতনা
কে যেন অম্বর পথে এসে' দেখা দিল
দেখিয়া সে মূর্ত্তি দীপ্ত হ'ল উত্তেজনা
তাড়িতের বিভা যেন দেহে প্রবেশিল। ২৮৩

দেখিতে দেখিতে ছায়া শূন্যে মিশাইল
ঢালিয়া শিবের কাণে সুধা সঞ্জীবনী
শুনিয়া সে বাক্য শিব মাতিয়া উঠিল
উৎসাহে হইল স্ফীত যতেক ধমনী। ২৮৪

হইল বিকট মূর্ত্তি নেত্র আরক্তিম
এলাইল কেশ পাশ গায়ে কাঁটা দিল
শিহরিল সর্ব্ব অঙ্গ দাপেতে অসীম
জয় গুরু বলে শিব গর্জ্জিয়া উঠিল। ২৮৫

গর্জ্জিল ভৈরব নাদে ভীষণ কুক্কুর
কাঁপাইয়া সমুদয় পুরী মধ্যস্থল
হোক্কা রবে ফেরুপাল গর্জ্জিল অদূর
টলিল শ্মশানভূমি ভাগীরথী জল। ২৮৬

আতঙ্কেতে শিহরিল গাভী গোশালায়
ডাকিল শাবকদ্বয় ভয়ে হম্বা রবে
লুকাল বিহঙ্গকুল আপন কুলায়
চমকিল পৌরজন স্তব্ধ হ'ল সবে। ২৮৭

শঙ্কিত হইল বিপ্র চমকিল হিয়া
নিরখিয়া আচার্য্যের মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর
বিস্ফারিত নেত্র আস্যে স্তম্ভিত হইয়া
কাঁপিতে লাগিল ভৃত্য ভয়ে থর থর। ২৮৮

ধরিয়া অশনি সম ত্রিশূল ভীষণ
ক্ষিপ্তপ্রায় দাঁড়াইয়া দেউল প্রাঙ্গণে
বীরদাপে শিবাচার্য্য করিল গর্জ্জন
কাঁপাইয়া চতুর্দ্দিক ভৈরব নিস্বনে। ২৮৯

"রে পাষাণী! চণ্ডালিকে কেলে বেটী ওরে
বুঝিব রাক্ষসী তোর কত অহঙ্কার
দেখিব রাখিতে পারে কোন বাপে তোরে
ঘাঁটা'য়েছ দুষ্ট ছেলে নাহিক নিস্তার। ২৯০

"অঙ্কুশে আনিব টেনে' দেখে' নেব বল
সোহাগের মুণ্ডমালা ফেলিব ছিঁড়িয়া
ঠেলিয়া শবেরে কাড়ি' ল'ব পদতল
ঘুরাইব বিশ্বমাঝে পায়ে বেড়ী দিয়া। ২৯১

"যেরূপে সর্ব্বার্থসিদ্ধ খ্রীষ্ট মহাধীর
প্রচারিল ভিন্ন মত জগৎ মাঝার
মহম্মদ নানকাদি গৌর ধর্ম্মবীর
সেইরূপে কৌলধর্ম্ম করিব প্রচার"। ২৯২

"লভিব লভিব সিদ্ধি করিব প্রচার"
স্থির হও প্রভু বলে' বিরূপাক্ষ যত
ডাকিতে লাগিল, শিব তত বারম্বার
গর্জ্জিতে লাগিল সম বাতুলের মত। ২৯৩

ধীরবুদ্ধি বিরূপাক্ষ অতিরিক্ত পানে
গুরু জ্ঞানহারা বুঝি' সাহসের ভরে
নিক্ষেপিলা শূল কেড়ে' দূরে এক টানে
সাপটিয়া ধরে' তাঁ'রে তুলিলা চত্বরে। ২৯৪

বসাইয়া স্নিগ্ধ বারি ঢালিলা মাথায়
পরাইয়া শুষ্ক বস্ত্র করিলা ব্যজন
রহিল নিস্পন্দ শিব জড়ীভূত প্রায়
কতক্ষণ পরে তাঁ'র হইল চেতন। ২৯৫

আবার উঠিল শোক বেগে উথলিয়ে
কহিতে লাগিলা তবে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে অতি
"কি কাজ জীবনে বিরূ কি ফল রাখিয়ে
দেবীর নাহিক যদি দয়া মম প্রতি। ২৯৬

"অনাহারে থেকে' এবে ত্যজিব জীবন
জানিলাম সিদ্ধিলাভ ভাগ্যে লেখা নাই
নতুবা মায়ের দয়া হ'ত এতক্ষণ
ছিলাম আশার আশে আর আশা নাই"। ২৯৭

শুনিয়া নৈরাশ্যপূর্ণ আচার্য্য বচন
পরম সেবক বিরূ হইলা দুঃখিত
বুঝিলা দর্শন লাগি' উচ্চাটিত মন
বাসনা প্রবল তাই নহে নিবারিত। ২৯৮

স্থিরমতি বিরূপাক্ষ পুটাঞ্জলি সনে
শোকাকুল আচার্য্যেরে তুষ্ণীভাব হ'লে
কহিতে লাগিলা মৃদু মধুর বচনে
ভক্তিভাবে এইরূপে উপদেশ ছলে। ২৯৯

"ঠাকুর! বাসনা পূর্ণ হ'ল না বলিয়া
রাখিবে না দেহ আর এ কি ভ্রম তব
হেন বাক্য তব মুখে, অবাক শুনিয়া
মহাজ্ঞানী তুমি, তবে অন্যে কিবা ক'ব। ৩০০

"বাসনায় মহামায়া করিলা সৃজন
বাসনা হইতে আশা আশাই জীবন
আশাতেই মোহ আর মোহে প্রলোভন
প্রলুব্ধ হইয়া জীব কর্ম্মে দেয় মন। ৩০১

"বাসনাবর্জ্জিত মাত্র পরমপুরুষ
যা'র সনে মহামায়া করি'ছেন খেলা
শান্তি পায় জীব যবে লভে জ্ঞানাঙ্কুশ
পাইয়া সে অস্ত্র কেন ব্যবহারে হেলা। ৩০২

"কাপুরুষ আত্মঘাতী পায় অধোগতি
ঘুরিয়া বেড়ায় সেই যোনি অগণন
জেনে' শুনে' প্রভু কেন তব হেন মতি
আশ্চর্য্য বিকার করে' সাধন ভজন। ৩০৩

"বাসনা কদাচ পূর্ণ হইবার নয়
এক হয় অন্য আসে নব অহরহ
করিয়া অর্পণ তাঁ'রে কাঙ্ক্ষা সমুদয়
ভক্তি ভরে ডাক, কভু নিরানন্দ নহ। ৩০৪

"করে'ছিলে গুরু লাগি' যবে আরাধনা
আপনি আচার্য্য এনে' যোগা'লেন মাতা
তেমতি অবশ্য হ'বে শবের যোজনা
সিদ্ধিলাভ ভাগ্যে যদি লিখে' থাকে ধাতা। ৩০৫

"অদৃষ্টে না থাকে যদি কিবা দুঃখ তা'য়
নহিবে অন্যথা যাহা নিরূপিত তাঁ'র
ইচ্ছা তব পূর্ণ হ'ক বলে' রাঙ্গা পায়
রাখ ভক্তি শান্তি লভ ত্যজহ বিকার"। ৩০৬

শিষ্য মুখে জ্ঞানগর্ভ বচন শুনিয়া
প্রেমভরে যোগীবর দুই বাহু তুলে'
করিলা আশিস তা'রে, হ'ল শান্ত হিয়া
পশিল সে বাক্য যথা মন্ত্র কর্ণমূলে। ৩০৭

কহিলেন "ধন্য বিরু ধন্য তোর জ্ঞান
আজি হ'তে গুরু তুই নস্ শিষ্য মম
শুনিয়া বচন তোর জুড়া'ল রে প্রাণ
কল্যাণ করুন মাতা হও বৃদ্ধ সম।" ৩০৮

ইতি শিবাচার্য্যঠাকুরকাব্যে গুরুশিষ্যসংবাদ নাম
প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

একে ত্রয়োদশী গাঢ় তামসী রজনী
তাহে ঘোর ঘনঘটা বিদ্যুতের তীব্র ছটা
উপকণ্ঠ দ্রব্যচয় কিছু নাহি দৃষ্ট হয়
ভীষণ কালিমা জালে বেষ্টিত অবনি। ১

পড়িতেছে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি ঘোরতর
গৃহাঙ্গিনা উথলিয়া মাঠ বাট ভাসাইয়া
নালা ডোবা পূর্ণ করি' নিনাদে দিগন্ত ভরি'
নির্গম বহিয়া বেগে ছুটি'ছে শম্বর। ২

প্রবল ঝটিকা বহে স্বন্ স্বন্ হ্রাদে
উড়ি'ছে চালের খড় ডাল ভাঙ্গে মড় মড়
থেকে' থেকে' চমকিয়া চারি দিক কাঁপাইয়া
কুলিশ ডাকি'ছে ভীম কড় কড় নাদে। ৩

একে জল ঝড় তাহে ত্রস্ত ইরম্মদ
শীতে চঞ্চু বুকে দিয়ে লোমরাজি ফুলাইয়ে
ভয়ে জড়সড় হ'য়ে ছানা গুলি কোলে ল'য়ে
কুলায় বসিয়া পাখী গণি'ছে বিপদ। ৪

জনশূন্য পথ ঘাট নিবৃত্ত সবাই
বাহিরয়ে সাধ্য কা'র রুদ্ধ করি' গৃহদ্বার
কর্ম্ম কাজ পরিহরি' প্রয়োজন তুচ্ছ করি'
যে যথা পাইল স্থান রহে সেই ঠাঁই। ৫

এমন সময়ে শিব বিল্বমূলে বসি'
পঞ্চমুণ্ডী যোগাসনে দেখি'ছেন এক মনে
বীভৎস প্রকৃতি গতি চণ্ড ভয়াবহ অতি
ধারাপাত ঝঞ্ঝাবাত দিগব্যাপী মসী। ৬

নিরখিয়া প্রকৃতির বৈষম্য অদ্ভুত
বুঝি' জগতের হিত কত শিব আনন্দিত
অল্পে অল্পে সুধাপান মুখে গুণ গুণ গান
আহ্লাদে করিলা তাঁ'র কীর্ত্তন প্রভূত। ৭

অহো! আজি কৃষিদের আনন্দ অপার
পড়িয়াছে জ্যৈষ্ঠ মাস ঘোর গ্রীষ্ম হ'বে নাশ
ভূমিতে হইবে চাষ সকলেরি সম আশ
সুফল ফলিবে ক্লেশ হ'বেনাক কা'র। ৮

নাচি'ছে তাদের চিত্ত উল্লাসেতে কত
কেহ নহে মনমরা হৃদয়ে আনন্দ ভরা
প্রভাত হইলে সবে কৃষি কাজে রত হ'বে
তাহারি প্রসঙ্গ মাত্র এবে অবিরত। ৯

বিচিত্র মনের গতি ভিন্ন ক্ষণে ক্ষণে
যে ভাবে বিভোর শিব সুখে মত্ত ঊর্দ্ধগ্রীব
হঠাৎ নৈরাশ্য এসে' পশিল অন্তর দেশে
নিবিল সে হর্ষভাব দীপ্ত শোক মনে। ১০

আবার শবের চিন্তা জাগিয়া উঠিল
যদ্রূপ বারিদ আসি' নাশে ভানুকর রাশি
কিম্বা হ'লে হংসোদয় চন্দ্রালোক হয় ক্ষয়
সেইরূপ আচার্য্যের প্রমোদ ঘুচল। ১১

"প্রফুল্লহৃদয় আজি যত পৌরজন
সুখে নিদ্রা যা'বে তা'রা আমি মাত্র ভেবে' সারা
চক্ষে ঘুম নাহি মম নিশি যাপি প্রেত সম
কোথা শব কোথা শব চিন্তা অনুক্ষণ॥ ১২

"কি করি কোথায় যাই কি আছে উপায়
কিছু নাহি ভাল লাগে শব চিন্তা সদা জাগে
কি যে দুঃখ কা'রে কই কত আর বল সই
বুঝিবা উন্মাদ হ'য়ে শেষে প্রাণ যায়। ১৩

"জানি না কি অপরাধে বিরূপা জননী
যথার্থ কি তিনি বাম পূরিল না মনস্কাম
হইতেছে তনু ক্ষীণ বলক্ষয় দিন দিন
পারি না সহিতে আর দারুণ জ্বলনি"। ১৪

এইরূপে শিবাচার্য্য হতাশ হইয়া
শোকে ছল ছল আঁখি গণ্ডোপরি কর রাখি'
আকুল হৃদয়ে কত নিস্পন্দ পুত্তলী মত
ভাবিলেন দুরদৃষ্ট একাকী বসিয়া। ১৫

অকস্মাৎ বিজ্ঞ বাক্য হইল স্মরণ
"একি অজ্ঞানতা মোর ঘোচেনাক মায়া ঘোর
বৃথা কেন ভেবে' মরি সদা হা হুতাশ করি
নহিবে অন্যথা যদি অদৃষ্টে লিখন"। ১৬

বাজিল তা' তন্ত্রী সম জুড়াইল প্রাণ
তবে শান্ত হ'লে হিয়া তানপূরা মিলাইয়া
ধরি' সুর লয় তান পাদাম্বুজ করি' ধ্যান
পুলক-অন্তরে শিব আরম্ভিলা গান। ১৭

আসার পতন হ্রাস হ'ল কতক্ষণে
ঝিমি ঝিমি বৃষ্টিপাত নীরবিল ঝঞ্ঝাবাত
ত্বরায় তখন সাজে সবাই আপন কাজে
পুনঃ গম্‌গমা পুরী বিবিধ নিস্বনে। ১৮

সবে মাত্র সন্ধ্যা গত প্রদোষ এখন
প্রবল বাতাস বৃষ্টি মেঘাচ্ছন্নে নাহি দৃষ্টি
ত্বরা তাই জ্বালে বাতী মনে হ'ল কত রাতি
থামিলে দুর্যোগ সবে বুঝিল তখন। ১৯

এক মাত্র বিরূপাক্ষ আচার্য্য সহায়
বিরূ তাই নিত্য আসে সন্ধ্যা হ'লে শিব বাসে
দর্শন করিতে প্রভু লঙ্ঘন করে না কভু
আবশ্যক যবে যাহা আনিয়া যোগায়। ২০

নয়নের মণি বিরূ শিব মহাধন
দিনান্তে আচার্য্য তা'রে না দেখে' থাকিতে নারে
প্রিয় শিষ্য এলে তথা তা'র সনে যত কথা
আসিতে বিলম্ব হ'লে চিন্তান্বিত মন। ২১

"দুর্যোগ থামিল এবে বিরূ অবশ্যই
আসিবেক মঠাগারে আর কি থাকিতে পারে
দেখিলে তাহার মুখ রহেনাক কোন দুঃখ
যতক্ষণ থাকে বিরূ পূর্ণানন্দে রই। ২২

"পরম ভকত বিরূ দয়ার্দ্রহৃদয়
কিসে আমি সুখ পাই প্রাণপণে চেষ্টা তাই
ধন্য তা'র গুণপনা ভাল মন্দ বিবেচনা
করেনাক বিরূ কভু সদা সদাশয়। ২৩

"ঘোর গৃহী বিরূ কিন্তু আসঙ্গ রহিত
কর্ত্তব্যপালন ধর্ম্ম বুঝিয়াছে সার মর্ম্ম
মহাজ্ঞানী বুদ্ধ সম লেশ মাত্র নাহি তম
অটল ভূধর যেন নহে বিচলিত। ২৪

"জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী যোগী সে অশেষ
নিয়ত বদনে যা'র মহিমা কীর্ত্তন তাঁ'র
বিমোহিত দেখে' শোভা প্রকৃতির মনোলোভা
সর্ব্ব জীবে সমদৃষ্টি নাহিক বিদ্বেষ। ২৫

"কি ক'ব তাহার কথা কত গুণ ধরে
সন্তান দিল না বিধি কিন্তু দিল গুণনিধি
পুত্র রূপে বিরূ-ধনে তুলনা যাহার সনে
হয় না কাহার, মোরে কত ভক্তি করে"। ২৬

এইরূপে শিবাচার্য্য গদ গদ হ'য়ে
স্নেহ ভরে অবিরত পথ পানে চে'য়ে কত
বিরূ আসে এই আসে প্রতিক্ষণ এই আশে
করিলা প্রতীক্ষা তা'র গুণ গাথা ক'য়ে। ২৭

দেখিতে দেখিতে এক প্রহর রজনী
এ ভাবে কাটিয়া গেল তখনো না বিরূ এল
বিলম্ব হইল যত ব্যস্ত শিব হ'ল তত
ত্রাসিতে লাগিল এসে' কুচিন্তা অমনি। ২৮

"শ্রীপুরে আদায় হেতু জমীর খাজনা
আজি যাইবার কথা তাই বুঝি গে'ছে তথা
তিন ক্রোশ হেথা হ'তে অন্য দিনে সন্ধ্যা গতে
ফিরিত সে, অদ্য সে কি এখনো এলনা। ২৯

"ফিরিয়া আসিতে বুঝি পে'য়েছে দুর্যোগ
আশ্রয় ল'য়েছে তাই পথ মাঝে কোন ঠাঁই
যদি তাহা দূরে হয় পথ তাহে শাদময়
কাজেই হ'তেছে গৌণ নানা কষ্টভোগ। ৩০

"প্রান্তর মাঝারে কিম্বা নিরাশ্রয় হ'য়ে
হ'য়ে সিক্তকলেবর শীতে কেঁপে' থর থর
নিবিড় আঁধারে তা'য় সঙ্গীহীন অন্ধ প্রায়
অপথে ভ্রমি'ছে বুঝি দিগভ্রম হ'য়ে। ৩১

"তদ্গত হইয়া বিরূ আমার লাগিয়ে
সহিতেছে নানা ক্লেশ নিত্য নিত্য নহে শেষ
ভার লইয়াছে যেই কর্ত্তব্য হ'য়েছে তেঁই
নিত্য ধর্ম্ম পালিতেছে মন প্রাণ দিয়ে"। ৩২

"ধন্য বিরূ ধন্য ধন্য" এতেক কহিয়া
নীরবিল বিপ্রবর হইয়া ব্যথিতান্তর
স্নেহ ভরে অবিরল বহিল নয়ন জল
উৎকণ্ঠ হইল চিত্ত দুর্ দুর্ হিয়া। ৩৩

বিলম্ব হইল যত উদ্বেগ বাড়িল
সদর দুয়ারে গিয়া রহে শিব প্রতীক্ষিয়া
ফিরে' আসে পুনঃ যায় পুনঃ পথ পানে চায়
মণিহারা ফণী সম অধীর হইল। ৩৪

দাঁড়াইয়া প্রাঙ্গণেতে কি যেন ভাবিয়া
অবিলম্বে বিল্বমূলে পশিয়া পেটিকা খুলে
বাহির করিয়া যত বেশ ভূষা অভিমত
বীর বেশে সাজে শিব তৎপর হইয়া। ৩৫

পরিধানে পট্টবস্ত্র লোহিত বরণ
রক্ত ক্ষৌম উত্তরীয় শোভে অঙ্গে কমনীয়
সুদৃঢ় খড়ম পায়ে কালীনাম লেখা গায়ে
শিখরে মণ্ডিত খোপা মুনির যেমন। ৩৬

গলেতে রুদ্রাক্ষ সহ স্ফটিকের হার
কপালে ত্রিপুণ্ড্র রেখা রক্ত চন্দনেতে লেখা
মহাশঙ্খ মণিবন্ধে ক্ষুদ্র বগ্নী বাম স্কন্ধে
পূর্ণ যন্ত্র পাত্র তাহে মুখশুদ্ধি আর। ৩৭

বাম করে ছত্রদণ্ড দক্ষিণে ত্রিশূল
ফলকে সিন্দূর তা'য় ভয়ঙ্কর দৃশ্য যা'য়
ইষ্ট নাম জপি' মনে ভৈরব কুক্কুর সনে
বাহিরিল শিবাচার্য্য হইয়া ব্যাকুল। ৩৮

শিষ্যভবনাভিমুখে ছুটিল ব্রাহ্মণ
ত্যজিয়া অবধি বাস কেটে' গে'ছে ষাটি মাস
কভু পুরী অভ্যন্তরে যায় নাই ইচ্ছা করে'
সঙ্কটে পড়িয়া আজি পশিলা এখন। ৩৯

চলিলা গন্তব্য পথে গ্রামে প্রবেশিয়া
যায় শিব ঝট্ পট্ ত্বর ত্বরি খট্ মট্
কোন দিকে নাহি চায় সমানে ছুটিয়া যায়
মায়ায় শিষ্যের লাগি' বিবশ হইয়া। ৪০

বিন্দুর আলয় যত সন্নিধ হইল
তত দুর্ দুর্ হিয়া কে জানে সেখানে গিয়া
যদি দেখা নাহি পায় মর্ম্মান্তিক হ'বে তা'য়
পথে যে'তে তাই শিব ভাবিতে লাগিল। ৪১

সত্বরই গৃহদ্বারে হ'লা উপনীত
বহির্বাটী প্রবেশিয়া কা'র দেখা না পাইয়া
ডাকে শিব উচ্চৈঃস্বরে কোথা বিন্দু আছ ঘরে
বারম্বার ঘন ঘন হ'য়ে ব্যাকুলিত। ৪২

উত্তর না পে'য়ে বুঝি' গৃহস্থ নিদ্রিত
তাঁ'দের জাগান তরে নানান উপায় করে
ডাকে পুনঃ উভরায় তবু সাড়া নাহি পায়
নিষ্ফল যতন দেখি' হইলা চিন্তিত। ৪৩

নিরস্ত হইয়া তবে মণ্ডপে বসিয়া
কোন কি উপায় নাই ভাবিতে লাগিলা তাই
"অন্তঃপুর নাছদ্বারে আঘাতিনু বারে বারে
শয়ন আগার পাশে ডাকিলাম গিয়া"। ৪৪

"তথাপি উত্তর নাহি অদ্ভুত ব্যাপার"
কাতর হইল প্রাণ হইলেন সন্দিহান
বিরূ তবে নাই ঘরে থাকিলে সে অভ্যন্তরে
দিত সাড়া, নিদ্রাবেশ সজাগ তাহার। ৪৫

যুবতী দ্বিতীয়া আর প্রাচীনা জননী
বিরূপাক্ষ পরিজন গৃহে মাত্র দুই জন
পে'য়ে স্নিগ্ধ সমীরণ ঘুমে দোঁহে অচেতন
যোগোদ্যানে বিরূ আছে মনে স্থির গণি'। ৪৬

এইরূপে জনাশ্রয়ে একান্তে বসিয়া
নাহি পে'য়ে কা'র সাড়া করে মনে তোলাপাড়া
ডাকে কভু উচ্চ রাবে নিরুত্তরে পুনঃ ভাবে
পদ সঞ্চারয়ে কভু অধীর হইয়া। ৪৭

দ্বার-উদ্ঘাটন শব্দ হ'ল কতক্ষণে
যোগী শুনিয়া সে ধ্বনি গৃহস্থ জাগৎ গণি'
উঠে'ছ কি বিরূ বলে' সাড়া দিয়ে বাক্য ছলে
ধাইল দুয়ার পানে আশ্বাসিত মনে। ৪৮

চিনিতে নারিল বৃদ্ধা আগন্তুক ডাকে
কিন্তু হ'লনাক সন্দ অভ্যাগত লোক মন্দ
কহে বুড়ী "কেগো তুমি এত রেতে ঝুমঝুমি
বিন্ধ বিন্ধ বলে ডাক কেন খোঁজ তা'কে"। ৪৯

"আমি শিবাচার্য্য" বলে' যোগী সাড়া দিল
শিব নাম শুনে' কর্ণে বিন্ধ মাতা হৃষ্ট মনে
"কি ভাগ্য এসে'ছ তুমি পবিত্র হইল ভূমি"
"এস এস" বলে' ছুটে' অর্গল খুলিল। ৫০

জরতী শুনে'ছে মাত্র বামাচারী বেশ
চক্ষে কভু দেখে নাই এবে নিরখিয়া তাই
কহে বুড়ী ন্যায্য সাজ শ্মশানে যা'দের কাজ
ভীষ্ম রূপ বটে কিন্তু ভক্তি সমাবেশ। ৫১

কহিতে লাগিলা তবে বিন্ধর জননী
"গ্রাম ছেড়ে' গেলে পরে এলে না দিনের তরে
করি নাই অনুরোধ কি জানি অনিচ্ছা বোধ
ধন্য হইলাম যেই এসে'ছ আপনি। ৫২

"পরম সৌভাগ্য মম বহু দিন পরে
পড়িয়াছে মনে যাই আজি দেখা হ'ল তাই
নিরখিয়া চাঁদ মুখ কতই যে হ'ল সুখ
একান্ত বাসনা ছিল দেখিবার তরে। ৫৩

"কি আর আশিস শিবু করিব তোমায়
প্রীতি যথা হ'ল বাছা চিরাগত মনোবাঞ্ছা
তেমতি তোমার তূর্ণ ঈশ্বরী করুন পূর্ণ
সদানন্দ লভ বৎস ভবানী কৃপায়। ৫৪

"শুনে'ছি বিরূর মুখে সকল বারতা
হইয়াছে লোল চিত্ত শব লাগি চিন্তা নিত্য
ভাবনায় তনু ক্ষীণ বৎসর হ'য়েছে দিন
তিলার্দ্ধ নাহিক সুখ সদা ব্যাকুলতা। ৫৫

"অচলা ভকতি তব তুমি মহাজন
যথেষ্ট পরীক্ষা দান সেই মন সেই ধ্যান
নৈরাশ্য-রজনী ঘোর এবে হইতেছে ভোর
উঠিতেছে শুকতারা ভাতিয়া গগন। ৫৬

"বিধির নিয়োগ তুমি জগৎ মাঝারে
স্থাপিবে তান্ত্রিক ধর্ম্ম ভাবে সেই যা'র কর্ম্ম
যোগাযোগ হ'বে সব আপনি যুটিবে শব
পূরিবে বাসনা, ডাক ভক্তিভরে তাঁ'রে"। ৫৭

এইরূপে বিরূপাক্ষ মাতা স্নেহ ভরে
আচার্য্যেরে আশ্বাসিয়া বসিতে আসন দিয়া
করিলেন আহরণ ধূম্রপানোপকরণ
পরিশেষে জিজ্ঞাসিলা মৃদুমন্দ স্বরে। ৫৮

"গতপ্রায় দ্বিপ্রহর যামিনী এখন
তাহে ধ্বান্ত বৃষ্টিপাত এত রাত্রে অকস্মাৎ
কিবা হেতু আগমন কহ বৎস প্রয়োজন
কুশল ত যোগোত্থানে মঙ্গল আপন। ৫৯

"হ'তেছে কৌতুক মম কহ প্রকাশিয়ে
হেন ভয়ঙ্কর বেশে কোথা গতি কিবোদ্দেশে
বিরূপাক্ষে তব সনে নাহি দেখি কি কারণে
ক্লান্ত হ'য়ে তেঁহ বুঝি আছে ঘুমাইয়ে।" ৬০

বৃদ্ধার বচনে শিব বুঝিলা তখনি
নহে বিরূ প্রত্যাগত মরমে বাজিল কত
চঞ্চল হইল প্রাণ ব্যস্ত হ'ল মতিমান
প্রিয় শিষ্য তরে ঘোর অমঙ্গল গণি'। ৬১

মনের চাঞ্চল্য যোগী করিয়া গোপন
প্রাণপণে ধৈর্য্য ধরি' ভাবনারে দূর করি'
পাছে বুড়ী টের পায় সাবধান হ'য়ে তা'য়
কহিতে লাগিলা তাঁ'রে এরূপ বচন। ৬২

"তব আশীর্ব্বাদে মাগো সমস্ত মঙ্গল
সতত নীরোগ দেহ অন্ন বস্ত্রে পূর্ণ গেহ
অনটন যবে যাহা বিরূ এনে' রাখে তাহা
যোগোত্থানে আছে যা'রা কুশলে সকল। ৬৩

"নাহি মাতঃ সবিশেষ মম প্রয়োজন
যদবধি ত্যজি' বাস শ্মশানে করে'ছি বাস
লইতে আমার তত্ত্ব সন্ধ্যা হ'লে বিরূ নিত্য
যায় সেথা, কখনো সে করে না লঙ্ঘন। ৬৪

"বিরূই কেবল মম সহায় সম্বল
সে যে মম ধ্রুবতারা না দেখিলে হই সারা
স্নেহ পরবশ হ'য়ে সারা দিন থাকি স'য়ে
সায়াহ্নে না এলে চিত্ত হয় গো চঞ্চল। ৬৫

"আজি যবে সন্ধ্যা গতে প্রদোষ উদয়
থামিল বাদল ঝড় বৃষ্টির ভাঙ্গিল গড়
সমাশ্রিত পান্থ যা'রা স্ব স্ব স্থানে গেল তা'রা
মনে হ'ল বিরূ তবে আসিবে নিশ্চয়। ৬৬

"হইল প্রহর নিশি ক্রমে দ্বিপ্রহর
তথাপি না বিরূ-ধন আইল, দেখিয়া মন
চঞ্চল হইল অতি তাই সুধাইতে সতী
আইলাম ধে'য়ে হেথা ব্যথিত অন্তর। ৬৭

"বুঝিলাম বিরূপাক্ষ আসে নাই ফিরে'
পাইয়া দুর্যোগাভাস শ্রীপুরে করে'ছে বাস
কিম্বা পথে বাহিরিয়া ঝঞ্ঝা পে'য়ে আগুড়িয়া
ল'য়েছে আশ্রয় কোথা বয়স্য মন্দিরে। ৬৮

"সুহৃদের অনুরোধে কর্দ্দম বহিয়া
আঁধারে আসিতে তা'র হয় নাই ইচ্ছা আর
নিশ্চিন্ত হইয়া থাক তা'র জন্য ভেবনাক
নিদ্রা যাও বৃথা মাতঃ থেক না বসিয়া"। ৬৯

শিবের বচনে বৃদ্ধা কহে দম্ভ-ভাবে
"চিন্তা কিবা, বিরু মম পরাক্রমী সিংহ সম
শিবু বলিতেছে যাহা মনে নাহি লয় তাহা
এত কি দুর্য্যোগ যাহে র'বে পরবাসে। ৭০

"দূর দেশে নাহি গেলে রজনী যাপন
কদাপি করে না বিরু সে কি এমনই ভীরু
সামান্য বাদল ভয়ে থাকিবেক পরাশ্রয়ে
নিকটে যখন তা'র পুণ্য নিকেতন। ৭১

"বিলম্ব হইলে মোরা হইব চিন্তিত
জেনে' শুনে' সে কি হ্যাঁরে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে
বলে' গে'ছে বউমারে নিজ তরে রাঁধিবারে
কহে না সে মিথ্যা বাণী আসিবে নিশ্চিত। ৭২

"গুরুতর কার্য্যে কোন ঠেকিয়াছে দায়ে
হ'লে তাহা সমাধান ফিরিবেক নাহি আন
গৃহে বধূ উপবাসী প্রসাদের অভিলাষী
বসে' বসে' এই বাছা পড়ে'ছে ঘুমায়ে"। ৭৩

স্তম্ভিত হইল শিব শুনিয়া বচন
প্রশংসিয়া মনে মনে কহে ভক্তি প্রীতি সনে
এমন না হ'লে ধরে গর্ভে হেন পুত্রবরে
যথার্থই মাতৃগুণে পুত্র মহাজন। ৭৪

প্রকাশ্যে বৃদ্ধারে তবে কহে মহামতি
"বিরূপাক্ষ অবশ্যই আসিবেক হ'য়ে জয়ী
সত্য তব অনুমান আশ্বস্ত হইল প্রাণ
পাইলাম প্রীতি তব শুনিয়া ভারতী। ৭৫

"যাই তবে মাতঃ এবে নিজ নিকেতনে
হেরে' তব শ্রীচরণ পবিত্র হইল মন
ফিরিয়া আসিলে তা'রে পাঠাইও মঠাগারে
উৎসুক যাবৎ দেখা নাহি তা'র সনে"। ৭৬

এতেক কহিয়া শিব বিরূপাক্ষ মায়ে
ভক্তি ভাবে প্রণমিয়া পদরেণু পরশিয়া
বিষাদ হরষ মনে ভক্ত কৌলেয়ক সনে
বাহিরিলা পুরী হ'তে স্মরি' মহামায়ে। ৭৭

অচিরে সরণি কেন্দ্রে হ'লা উপনীত
পথ মাঝে দাঁড়াইয়া চারি দিক নিরখিয়া
যায় শিব গৃহ পানে ধীরি ধীরি ক্ষুব্ধ প্রাণে
প্রাণাধিক শিষ্য তরে হ'য়ে আকুলিত। ৭৮

"পঞ্চ বর্ষ মাঝে কভু ঘটে নাহি হেন
এখনো যে নাহি দেখা জানি না কি আছে লেখা
ভেবে' ঠিক নাহি পাই কি করি কোথায় যাই
এরূপ অশান্তি মম হ'ল আজি কেন। ৭৯

"ধন্য বিরূপাক্ষ মাতা কিবা পুণ্যবতী
বিরূ এক মাত্র সুত সৌম্যকান্তি গুণযুত
দ্বিপ্রহর বিভাবরী তিমিরাভ্রে ভয়ঙ্করী
এখনো ফেরেনি পুত্র তবু স্থির সতী। ৮০

"জানি না কি স্নেহ পাশে বাঁধিল সে মোরে
কত যে কাতর আমি জানে মাত্র অন্তর্যামী
সে বিনে যে অন্ধকার চতুর্দ্দিক শূন্যাকার
ক্ষণ মাত্র স্বস্তি নাহি পড়িলাম ঘোরে। ৮১

"বিরূপাক্ষ জননীর অনুমান যাহা
সত্য বলে মনে হয় সতী বাক্য মিথ্যা নয়
গুরুতর কার্য্য তরে পড়ে'ছিল আতান্তরে
এতক্ষণে ফিরিয়াছে সমাধিয়া তাহা। ৮২

"আগুড়ি দেখি না কেন আসে কি না সেই
সারা দিন খেটে' খুটে' এখানে সেখানে ছুটে'
হ'য়েছে অলস গতি তাহাতে ক্ষুধার্ত্ত অতি
উদ্যানে আসিতে গৌণ হইবে কাজেই"। ৮৩

নিবৃত্ত হইল শিব এতেক ভাবিয়া
দক্ষিণ পথাভিমুখে যায় ফিরে' মনোদুঃখে
আশান্বিত নিরাশায় যদিস্যাৎ দেখা পায়
উপনীত গ্রামপ্রান্তে ত্বরিত আসিয়া। ৮৪

পদ্মাকর রোধঃশৃঙ্গে করি' আরোহণ
ত্রিশূলেতে ভর করি' দাঁড়াইয়া তুঙ্গোপরি
ক্ষণপ্রভা আলোকেতে অনিমেষ নয়নেতে
স্মৃতি পানে চে'য়ে শিব করে নিরীক্ষণ। ৮৫

বুঝিয়া মৃগদংশক প্রভু অভিপ্রায়
বিধূনিয়া চারি দিক ধূম্রযোনি মন্দ্রাধিক
ডাকিতে লাগিল ঘন ভীম নাদে বহুক্ষণ
অভিভূত হ'য়ে যেন সমবেদনায়। ৮৬

নাহি কোন সাড়া শব্দ জনশূন্য পথ
নিষুতি বিধূলি গ্রাম নিস্তব্ধ সমগ্র ধাম
কা'র দেখা নাহি পে'য়ে পুনঃপুনঃ পথ চে'য়ে
আবাসে ফিরিল শিব ভগ্নমনোরথ। ৮৭

গভীর নিশীথ এবে স্তব্ধ ভূমণ্ডল
ঝিমি ঝিমি পড়ে জল শীতল ধরণিতল
বহে বায়ু ঝুর ঝুর গ্রাম সুদ্ধ নিদ্রাতুর
চিন্তাকুল দুটী প্রাণী জাগ্রৎ কেবল। ৮৮

সেথা পল্লী অভ্যন্তরে বসে' একাকিনী
গৃহদ্বারে বিরূ মাতা চক্ষে নাহি পড়ে পাতা
প্রিয় পুত্র আগমন প্রতীক্ষয়ে অনুক্ষণ
ব্যাকুলা ক্রমশঃ যত গভীরা রজনী। ৮৯

হেথা যোগোত্থানে শিব প্রত্যাগত হ'য়ে
বসে' একা বিল্বমূলে যোগ যাগ সব ভুলে
বিঘোর চিন্তায় মগ্ন বিচ্ছেদে হৃদয় ভগ্ন
কেবল ভাবি'ছে আহা! বিরূর বিষয়ে।৯০

নিশীথিনী! বহুরূপা তুমি গো জগতে
তুমি আনন্দদায়িনী কা'র শান্তিপ্রদায়িনী
দুঃখময়ী ভয়ঙ্করী ভাবময়ী সহচরী
যে ভাবে থাকে যে তোমা দেখে সেই মতে। ৯১

তব অন্তরালে বসি' নৈশ যোগীগণ
আরাধ্য দেবতা পদ চিন্তে শুভ কোকনদ
আনন্দে বিভোর হ'য়ে থাকে সমাধিস্থ হ'য়ে
অপসৃত তুমি তবু হয় না চেতন। ৯২

যতেক ব্যসনপ্রিয় দায়িত্ববিহীন
মাদকশালায় কেহ কেহ বারাঙ্গনা গেহ
পশিয়া আমোদে রত হ'য়ে তব অনুগত
দ্যূতক্রীড়াসক্ত কেহ হ'য়ে সজ্ঞাহীন। ৯৩

সংসারতাড়িত গৃহী খেটে’ প্রাণপণ
করে যাহা উপার্জ্জন তাহে সব অনটন
পূরণে অক্ষম হ’য়ে গিন্নীমুখনাড়া স’য়ে
শান্তি পায় ল’য়ে ওগো তোমার শরণ। ৯৪

উদরান্নলালায়িত ভিক্ষাজীবী হায়
বিতাড়িত দ্বারে দ্বারে বিক্কারিয়া আপনারে
সারা দিনে লভে যাহা দিনান্তে ভুঞ্জিয়া তাহা
সর্ব্বদুঃখ ভুলে’ তব আশ্রয়ে জুড়ায়। ৯৫

বিরহবিধুরা কোথা বিরলে বসিয়া
প্রবাসে গিয়াছে পতি ভাবয়ে কুশল সতী
ক্ষণদা মৃদুল বহে বামা হৃদি খর দহে
ঘুমায় সে নিশি শেষে অবশ হইয়া। ৯৬

ভাবিতেছে একমনে বিষয়ী কোথায়
পড়িয়াছে গুরু ভার অবিরত চিন্তা তা’র
বুদ্ধিভ্রংশ চিন্তাবেশে পার নাহি পে’য়ে শেষে
তন্দ্রা ঘোরে হেরে কত বিভীষিকা হায়। ৯৭

কোথা বা অস্থির রুগ্ন পড়িয়া শয্যায়
ব্যাধির পীড়ন যত ছট্‌ফট্ করে তত
কণ্টক হ’য়েছে শয্যা চিকিৎসাদি পরিচর্য্যা
সকল আভোগ তবু স্বস্তি নাহি পায়। ৯৮

যামিনী! তুমি গো বুদ্ধি বল ভাবুকের
তোমার আশ্রয় ল'য়ে ভাবেতে বিভোর হ'য়ে
মানস যখন ফুটে আনন্দ লহরী ছুটে
উল্লাসে রোমাঞ্চ কত হয় গো তাদের। ৯৯

লম্পট চোরের তুমি প্রিয় সহচরী
বাধা বিঘ্ন নাহি মানে ভয় ডর শূন্য প্রাণে
সাধিতে আপন কাজ করেনাক কালব্যাজ
মহাক্ষুণ্ণ নিশাচর পোহালে শর্ব্বরী। ১০০

নিশা! দুঃখময়ী তুমি আজি আচার্য্যের
বিরুর বিহনে হায় হ'য়েছে সে ক্ষিপ্তপ্রায়
মায়াতে হইয়া মুগ্ধ ব্যাকুল চিন্তিত ক্ষুব্ধ
কোন মতে নহে দূর অশান্তি মনের। ১০১

আবেগ লাঘব হেতু রত সুধাপানে
ভাবনা বাড়য়ে যত ঢালে শিব সুধা তত
পূর্ণ যন্ত্র শেষ প্রায় তবু স্ফূর্ত্তি নাহি পায়
থেকে' থেকে' চায় আহা! তমিস্রার পানে। ১০২

স্নেহে অভিভূত হ'য়ে নীত কুচিন্তায়
"দ্বিপ্রহর নিশাতীত তাহে ধ্বান্তমেঘাবৃত
এখনো এল না কেন গুরু কার্য্য কিবা হেন
এতেক হইল রাতি তবু না ফুরায়। ১০৩

"অবশ্য বিপদ কোন ঘটে'ছে তাহার
তা' না হ'লে এতক্ষণ হ'ত তা'র আগমন
ক্ষণকাল দেখি আর নতুবা সন্ধানে তা'র
যাইব শ্রীপুর গ্রামে সদনে প্রজার"। ১০৪

এতেক চিন্তিয়া শিব শোকাকুল হ'য়ে
বিন্নুর মঙ্গল তরে করযোড়ে ভক্তিভরে
তিতিয়া নয়ন নীরে ডাকে অম্বা শিবানীরে
কহে মাতঃ "রক্ষ তা'রে রক্ষ বরাভয়ে"। ১০৫

"সে মম অন্ধের নড়ী নয়নের মণি
সে যে ভিক্ষারীর ঝুলি হেরে' সর্ব্বদুঃখ ভুলি
সে সহায় ও সম্বল বুদ্ধি ঋদ্ধি বাহুবল
রক্ষ মা তাহারে ওগো জগৎ জননী। ১০৬

"বৃদ্ধার অঞ্চল নিধি একমাত্র ধন
হেরিয়া তাহার মুখ সংসারে যতেক সুখ
ঝটিতি আনিয়া তা'রে শমহ ব্যাকুলা মারে
কতই না স্নেহবশে ভাবি'ছে এখন। ১০৭

"আছে পড়ে' বিন্নুজায়া বিঘোর নিদ্রায়
এখনো জানে না সতী আসে নাই প্রাণপতি
শুনিয়া জাগ্রৎ যবে কতই ব্যাকুলা হ'বে
দিও না বেদনা তা'রে ভিক্ষা মাগি পায়। ১০৮

"হর মা মনের গ্লানি শান্ত কর হিয়া
দুঃসহ বিচ্ছেদ তা'র সহিতে না পারি আর
কাতরে মিনতি করি কৃপা কর ক্ষেমঙ্করী
ত্বরায় আন গো তা'রে কোকনদপ্রিয়া"। ১০৯

এইরূপে শিবাচার্য্য আকুল হৃদয়ে
বিরূর কুশল তরে ডাকিলেন প্রাণ ভরে'
সিদ্ধেশ্বরী মঙ্গলারে প্রেমবারি দুই ধারে
বহিতে লাগিল গণ্ড বক্ষঃস্থল ব'য়ে। ১১০

এদিকে মধ্যাহ্নে বিরূ ভোজন করিয়া
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি' বসিয়া মণ্ডপোপরি
রৌদ্র পানে একদৃষ্টে দেখি'ছেন মনাবিষ্টে
ধূম্রপান সহযোগে সংযত হইয়া। ১১১

জ্যৈষ্ঠের নিদাঘ তাহে বেলা দ্বিপ্রহর
প্রচণ্ড আদিত্য কর উদ্ভাবিছে চরাচর
দরদর ঘর্ম্ম বহে অঙ্গে বস্ত্র নাহি সহে
ঝলসয়ে আঁখি দেখে' আতপ প্রখর। ১১২

ধূ ধূ মাঠ বিভাবসু জ্বলন্ত কিরণে
চারি দিকে লুহ লহ মাটি তপ্ত দুর্ব্বিসহ
বাতাসে স্ফুলিঙ্গ ছুটে কাঁটা সম গায়ে ফুটে
দুর্ঘট প্রান্তর পথে চলা এইক্ষণে। ১১৩

"দেখিতেছি আচার্য্যের অর্থ অনটন
শ্রীপুরেতে প্রজাগণ দিবে কর সর্ব্বজন
আজি যাইবার কথা নাহি গেলে দুরবস্থা
হইবে দেবের তাই ব্যস্ত মম মন। ১১৪

"নিরীহ ঠাকুর শিব মুখে নাহি কথা
বিভোর আপন ভাবে কিসে তা'র দিন যা'বে
ভাবে না সে, কষ্ট হ'লে স্পষ্ট কভু নাহি বলে
মনে জানে বিরূ আছে দেখিবে সর্ব্বথা। ১১৫

"নির্ভর আমার প্রতি সমর্পিয়া ভার
যায় না সে কোন খানে আমা বই নাহি জানে
দেহ দ্বারা হ'বে যাহা অবশ্য করিব তাহা
দুঃখ দিলে নিঃসংশয় নিরয় আমার। ১১৬

"সময় ক্ষেপণ তবে কেন অবহেলে
এখনই যাই চলে' বেলাবেলি তাহা হ'লে
ফিরিতে পারিব ঘরে যাই যদি অতঃপরে
জল ঝড় হ'লে কষ্ট হ'বে বেলা গেলে"। ১১৭

এতেক চিন্তিয়া বিরূ তৎপর হইয়া
জননী জায়ারে ক'য়ে লগুড় ছত্রাদি ল'য়ে
ঈশ্বর স্মরণ করি' শ্রীপুরের পথ ধরি'
চলিল ভীষণ রৌদ্রে প্রান্তর বহিয়া। ১১৮

কতক্ষণে উপনীত শ্রীপুর সীমায়
দূর হ'তে চমকিয়া দেখে বিরূ, দাঁড়াইয়া
প্রান্ত সরসীর ধারে বহু লোক সারে সারে
ব্যাপার কি ভেবে' কোন ঠিক নাহি পায়। ১১৯

"হ'ত না জনতা এত মৎস্যধরা হ'লে
হ'বে কিছু অন্য আর লই গিয়া সমাচার
কেন নাহি কোলাহল হইতেছে কৌতূহল
কি হেন ব্যাপার যা'য় নীরব সকলে"। ১২০

ধায়িল সে দিকে বিরূ লইতে সংবাদ
দেখে গিয়া ধীবরেরা বুড়জাল খাতঘেরা
ফেলিয়া দিতেছে টান সবাই হইয়া ম্লান
একদৃষ্টে চে'য়ে তা'য় গণি'ছে প্রমাদ। ১২১

সুধায় বারতা বিরূ জনৈক স্থবিরে
কহে শুনে' বয়োধিক ঘটিল যা' মর্ম্মান্তিক
"নিধিরাম চাঁড়ালের শিশু সপ্ত বৎসরের
সাঁতারিতে গিয়া মগ্ন হ'ল সরনীরে। ১২২

"তাইতে হ'তেছে দেখা মহাজাল ফেলে'
কখন কি করে ধাতা ওই দেখ পিতা মাতা
দাঁড়াইয়া অবিরল মুচি'ছে নয়ন জল
কে জানে জীয়ন্তে তা'রে মেলে কি না মেলে। ১২৩

"অনুমান বহির্গত হয় নাই প্রাণ
এই মাত্র ডুবিয়াছে মনে হয় বেঁচে' আছে
ঈশ্বর করুন তাই দাঁড়াইয়া ওই ঠাঁই
ভিষক ঔষধ সহ ল'য়ে অনুপান। ১২৪

"ফুট্‌ফুটে ছাবাল সে সুন্দর গঠন
কিঞ্চিৎ চঞ্চল মতি যেখানে সেখানে গতি
প্রিয় সখা সবাকার সুধামাখা বাক্য তা'র
অভিধান নটবর কাজেও তেমন। ১২৫

"স্বভাবতঃ বালকের প্রকৃতি চপল
তাহে ঘোর গ্রীষ্মকাল জলে থেকে' বহুকাল
তারা সঙ্গীগণ যুটি' নিত্য করে হুটপুটি
সাঁতারে সবাই মিলে' আলোড়িয়া জল। ১২৬

"স্নান কালে আজি তা'রা ছিল তিন জন
সন্তরণ-কার্য্যে নটু সর্ব্বাপেক্ষা ছিল পটু
অন্য দিনে সাধ্যমত জলে গিয়া প্রত্যাগত
করিত না গর্ব্ব কভু শক্তির আপন। ১২৭

"দৈবের বিপাকে আজি পড়িল সে ফেরে
যেমন সে গেল চলে' দর্প করে' দূর জলে
মাঝে এসে' ক্লান্ত দেহ অসামাল হ'য়ে তেঁহ
ডুবিল গভীর অর্ণে ফিরিতে না পেরে'। ১২৮

"ছুটিয়া বালকদ্বয় জ্ঞাপিল ঘটনা
শুনে' পিতা ধায় দ্রুত হ'য়ে শোকে অভিভূত
বৈদ্যরাজে অনুনিয়া জেলে বাড়ী কহে গিয়া
মুহূর্ত্তের মধ্যে হ'ল সকল যোজনা"। ১২৯

সমাপ্ত হ'তে না হ'তে বৃদ্ধের বচন
ঘূরিল পুকুর জাল সসব্যস্তে লোকপাল
শিশুরে তুলিল যবে অমনি বেষ্টিয়া সবে
জলমগ্ন দেহাবস্থা করে নিরীক্ষণ। ১৩০

বৈদ্যাদেশে শীঘ্র বহ্নি প্রস্তুত করিয়া
আত্মীয় স্বজন যত মিলিয়া অনবরত
সর্ব্ব দেহে শেক করে বৈদ্য রৈ'ল নাড়ী ধরে'
নিরখে অপর সবে সমুৎসুক হিয়া। ১৩১

উত্তাপ পাইয়া শিরা বহে কতক্ষণে
পাঙ্গাশ আছিল বর্ণ তূর্ণ হ'ল জাতবর্ণ
অমনই চিকিৎসক দিল জায়ু উদ্গারক
শিহরিয়া উঠে শিশু ঔষধ সেবনে। ১৩২

অবিলম্বে রুগ্ন তবে করিল বমন
গর্ভস্থিত জল যত হ'ল সব বহির্গত
চক্ষু মেলি' আর্ত্ত চায় পিতা মাতা দেখে' তা'য়
আনন্দেতে আটখানা সুখী সর্ব্বজন। ১৩৩

"বাঁচিবে আত্মজ নিধি! থাকহ নির্ভয়ে
গ্লানি নিবারণ জন্য লহ এ ঔষধ অন্য
উপসর্গ হ'লে পরে ডেক মোরে ত্বরা করে'"
এতেক কহিয়া বৈদ্য গেল নিজালয়ে। ১৩৪

আত্মীয়েরা বালকেরে কোলাকুলি করি'
অবিলম্বে হৃষ্ট মনে ল'য়ে গেল নিকেতনে
সমাগত লোক যত একে একে গৃহে গত
বিরু যায় প্রজাবাসে স্মরিয়া শঙ্করী। ১৩৫

"উর গো! মঙ্গলা দুর্গে দুঃখহরা শিবে
জীবে সম দয়া তব নহে মাতঃ অনুভব
বিপদ গণয়ে যা'য় কল্যাণ নিহিত তা'য়
কেমনে বুঝিবে তাহা ভ্রমাত্মক জীবে। ১৩৬

"এ যাত্রায় বাঁচে যদি নিষাদ তনয়
ভবিষ্যত উপকার তরে শিক্ষা হ'ল তা'র
কিম্বা যদি হয় মৃত সাধিবে মহৎ হিত
উভয়তঃ শুভ মাতঃ নাহিক সংশয়। ১৩৭

"যদিস্যাৎ বাঁচে শিশু বিপদবারিণী
পিতা মাতা আর্ত্ত তা'র দিও না বেদনা আর
বিরাজ মা সর্ব্বভূতে রক্ষ ওগো প্লব সুতে
ত্বরা সুস্থ কর তা'রে সন্তাপহারিণী। ১৩৮

"জগৎ নিয়ন্ত্রী তুমি পরমা ঈশ্বরী
তুমি যাহা কর ধার্য্য সেই মত হয় কার্য্য
স্বরূপ, কথনো ভ্রম হয়নাক ব্যতিক্রম
ইচ্ছা তব পূর্ণ হ'ক ওগো শুভঙ্করী"। ১৩৯

এ ভাবে জনৈক ভদ্র প্রজার আগারে
হ'ল বিপ্র উপনীত দেখে তা'রা আনন্দিত
ভক্তি ভাবে প্রণমিয়া বসিতে আসন দিয়া
সৎকার করিল তাঁ'র বিবিধ প্রকারে। ১৪০

বিপ্র-আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপিলা ত্বরায়
অন্য যত প্রজাগণে সান্ন তা'রা সর্ব্বজনে
এসে' কর মিটাইল যা'র যাহা দেয় ছিল
হালি বাকী একে একে কড়ায় গণ্ডায়। ১৪১

অচিরে রাজস্বগুলি হইলে আদায়
কৈ'লা বিপ্র হৃষ্ট মনে আশীর্ব্বাদ প্রজাগণে
প্রণমিয়া বিপ্রবরে যৎকালে ফিরে' ঘরে
গেল তা'রা, অপরাহ্ণ অর্দ্ধাধিক প্রায়। ১৪২

শ্রীপুরেতে যাতায়াত হেতু বারম্বার
ছিল বিপ্র পরিচিত সবাকার যথোচিত
আবাল বনিতা বৃদ্ধ মধ্যবিত দীন ঋদ্ধ
সবাই করিত ভক্তি গুণেতে তাহার। ১৪৩

করাদায় সাঙ্গ হ'লে শিশুর লাগিয়া
অত্যন্ত হইয়া ব্যস্ত লইতে তাহার তত্ত্ব
বিশ্বস্ত গৃহকর্ত্তারে কৈ'লা যে'তে প্লবাগারে
অমনি ধায়িল তেঁহ আদেশ পাইয়া। ১৪৪

ফিরে' এসে' বার্ত্তাবহ দিল সমাচার
সম্পূর্ণ বিকার প্রাপ্ত এবে সেই শিশু আর্ত্ত
বৈদ্য কহে বারি ঢুকে' জুড়িয়া বসে'ছে বুকে
দারুণ শ্লেষ্মায় ব্যাপ্ত সর্ব্বাঙ্গ তাহার। ১৪৫

আতুর প্রলাপ বকে করে ছট্‌ফট্
দিতেছে অগদ নানা আময় না মানে মানা
দেখিয়া ঔষধ ব্যাজ চিন্তান্বিত কবিরাজ
কঠিন ব্যামোহ এবে বাঁচন সঙ্কট। ১৪৬

এতেক শুনিয়া বিরূ বুঝিলা নিশ্চয়
বাঁচিবে না শিশু আর কাল পূর্ণ হ'ল তা'র
ধাতার এ অভিপ্রায় এখন কি সদুপায়
দাহাগ্রে যাহাতে শব হস্তগত হয়। ১৪৭

"চণ্ডাল ইতর জাতি ধনের প্রয়াসী
পাই যদি কড়ী দিয়া দেখিব কি প্রলোভিয়া
যদ্যপি সম্বরে লোভ হইবে বিষম ক্ষোভ
জানাজানি হ'লে রুষ্ট হ'বে দেশবাসী। ১৪৮

"চেষ্টাপর হই যদি ধরে' ছদ্মবেশ
বলপ্রয়োগের দ্বারা শববাহী বহু তা'রা
কি জানি আঁটিতে নারি মনস্তাপ হ'বে ভারী
অল্পায়াসে লব্ধ হেন কি পন্থা বিশেষ। ১৪৯

"হ'য়েছে সুযোগ ইহা ত্যজিব কেমনে
হ'ব কি পাপের ভাগী আচার্য্য যাহার লাগি'
বিকলিত ভাবনায় রেতে নিদ্রা নাহি যায়
দৈবে যদি মিলাইল দেখি প্রাণপণে"। ১৫০

দেখিতে দেখিতে ঝড় উঠিল গগনে
আকাশে ছাইল ঘন আরম্ভিল বরিষণ
আগারে পশিয়া তবে লইল আশ্রয় সবে
সবার নাচিল হিয়া আসার পতনে। ১৫১

পড়ি'ছে মুসল ধারে বৃষ্টি ঘোর রাবে
বোঁ বোঁ শব্দে বহে ঝড় ডাকে বজ্র কড় কড়
চমকি চিকুর হানে দেখে না শুনে না কাণে
কি উপায়ে পাবে শব বিরূ তাই ভাবে। ১৫২

কতক্ষণে নীরবিল বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত
গৃহস্বামী দেখে তা'য় বাহিরিল গোসেবায়
বিরূপাক্ষ একা তথা ভাবে বসি' শব কথা
কিসে তাহা অবিবাদে হয় আত্মসাৎ। ১৫৩

কর্ম্ম কাজ সাঙ্গ হ'লে হইয়া তৎপর
গৃহস্বামী দেখে এসে' দ্বিজবর চিন্তাবেশে
বুঝিল ব্রাহ্মণ ভাবে থাকিবে কি ফিরে' যা'বে
করপুটে কহে তবে পে'য়ে অবসর। ১৫৪

"ল'য়োনাক অপরাধ নাহি বোধাবোধ
ভয়ঙ্কর অন্ধকার পথে কাদা দুর্নিবার
নিশি তাহে যামগত সে কারণে অনুগত
থাকিতে হেথায় আজি করে অনুরোধ"। ১৫৫

প্রজার মিনতি শুনি' চকিত হইয়া
মনোভাব সম্বরিয়া কহে বিপ্র সম্বোধিয়া
"দেখে' তব আকিঞ্চন সাতিশয় তৃপ্ত মন
অসঙ্গত নহে কিন্তু থাকি কি করিয়া। ১৫৬

"দুটী প্রাণী মাত্র গৃহে জননী বনিতা
নহে অবিদিত তব অধিক কি আর ক'ব
আসি যবে ফিরে' যাই থাকিনাক কোন ঠাঁই
না গেলে কতই তাঁ'রা হ'বেন ভাবিতা। ১৫৭

"এতক্ষণ প্রতীক্ষায় ছিনু ধৈর্য্য ধরি'
এবে শান্ত হ'ল ধরা পুনঃ বৃষ্টি হ'বে ত্বরা
দেখিনা লক্ষণ হেন তবে আর বসে' কেন
ক্রমশঃ ভীষণাকারে বাড়ি'ছে শর্ব্বরী"। ১৫৮

এতেক কহিয়া বিল্প উঠিল তখন
নিষাদভবন পানে যায় বিকলিত প্রাণে
উঠিল ক্রন্দনরোল শুনে' চিত্ত হ'ল লোল
বুঝিল বালক এবে ত্যজিল জীবন। ১৫৯

এখন কর্ত্তব্য কিবা ভাবিতে লাগিল
সন্নিহিত পল্লবালয় ছিল ভগ্ন দেবালয়
লুক্কায়িত থেকে' তথা শুনিবে সকল কথা
এতেক ভাবিয়া বিল্প তথা প্রবেশিল। ১৬০

ঘটিল যা' একে একে শুনিলা তথায়
কাঁদে মাতা বিনাইয়া পুত্র শোকে আছাড়িয়া
প্রতিবেশী অঙ্গনারা কতই বোঝায় তা'রা
শুনে না বারণ কা'র কাঁদে উভরায়। ১৬১

পরিশ্রান্ত হ'য়ে বামা ক্রমে নীরবিল
নীরব যতেক জন নিঝুম কিয়ৎক্ষণ
লোক অন্বেষণে গেল এখনো না ফিরে' এল
থেকে' থেকে' এই তা'রা কহিতে লাগিল। ১৬২

কতক্ষণে প্রত্যাগত হইল নিষাদ
সমভিব্যাহারে তা'র পঞ্চ জন এল আর
হ'লে লোক সমবায় বসে' তা'রা আঙ্গিনায়
করিতে লাগিল হেন বাদ অনুবাদ। ১৬৩

প্রথমে নিষাদ কহে ব্যথিত হইয়া
"অপঘাতে মৃত পুত্র কে খণ্ডায় কর্ম্মসূত্র
কিন্তু কিবা দোষ তাহে লোকে না ছুঁইতে চাহে
নমে শবে কেন তবে পবিত্র ভাবিয়া। ১৬৪

"অবাক হইনু আজি দেখে' ব্যবহার
কতই সাধিনু কাণ দিল না, করিল ভাণ
পত্নী কা'র গর্ভবতী কা'র বা অসুখ অ ত
তোমাদের দয়া বেঁই পাইলাম পার। ১৬৫

"করিলে যা' উপকার কভু না ভুলিব
গঙ্গা পায় ইচ্ছা যার হ'বেনাক বহু ভার
শিশু সপ্ত বৎসরের ইচ্ছা এবে তোমাদের
বলিবে তোমরা যাহা তাহাই করিব"। ১৬৬

এতেক বচন শুনি' কহে অন্য জন
"মোটে ছয় জন মোরা মেঘাচ্ছন্নে রাত্রি ঘোরা
মেটো পথ অন্ধকার কাদা ব'য়ে চলা ভার
ন্যূন পক্ষে আবশ্যক আর দুই জন। ১৬৭

"এখানে কি গঙ্গাতীর বুঝহ সবাই
অতিরিক্ত তিন ক্রোশ লোকের কি দিব দোষ
অপঘাতে মৃত শবে ছুঁ'তে ত্রস্ত হয় সবে
সংস্কার যেমন, মোরা আটপিটে তাই। ১৬৮

আছিল তা'দের মধ্যে বৃদ্ধ একজন
শুনে' বাক্য দোঁহাকার কহে তেঁহ এ প্রকার
"দুঃখী মোরা খেটে' খাই অর্জ্জন যা' ব্যয় তাই
সকলেই খেটে' খুটে' অবশ এখন। ১৬৯

"রুগ্ন শুক হ'লে বরং হইত সম্ভব
গঙ্গা তীরে দাহ আগে নিরূপিত কড়ী লাগে
বৃথা কেন অপব্যয় থাকিলে সে ধন তা'য়
খে'য়ে পরে' বাঁচিবেক পরিজন সব। ১৭০

"পবিত্র কলুষহারী ভাগীরথী জল
নিক্ষেপিলে অস্থি জলে সুরধুনী প্রভা বলে
মুক্ত দেহী, শাস্ত্র কথা তাই সেথা দাহ প্রথা
কুড়াইয়া অস্থি দিলে হয় সম ফল। ১৭১

"কিবা হেতু ব'য়ে মরি ভেবে' দেখ মনে
নিকটে শ্মশান হেথা চল গিয়া দাহি সেথা
অস্থি গুলি দাহ হ'লে দিও কালি গঙ্গা জলে
আজিকার মত তাহা রাখিয়া যতনে।" ১৭২

বৃদ্ধের বচন মতে হ'ল এই স্থির
বিরিঞ্চি শ্মশানে গিয়া সাধিবে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া
ত্বরান্বিত হ'য়ে তবে আহরিতে দ্রব্য সবে
কাষ্ঠ কুম্ভ মশালাদি হইলা বাহির। ১৭৩

অন্তরাল হ'তে বিন্ধ শুনিল সকল
কি উপায়ে হস্তগত হ'বে শব, অবিরত
ভাবিতে লাগিল তাই লেশ মাত্র শান্তি নাই
চিন্তায় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইল বিকল। ১৭৪

ভাবিতে ভাবিতে হ'ল যুকতি উদ্ভব
তখন আনন্দ নীরে হ'য়ে সিক্ত, ভবানীরে
ডাকে বিন্ধ বদ্ধ করে কহে "মাতঃ কৃপা করে'
হ'ও গো সহায়, দেখ পাই যেন শব"। ১৭৫

একক হ'বেনা কার্য্য না হ'লে দোসর
আচার্য্য জননী দারা চিন্তাকুল আছে তা'রা
যাই ধে'য়ে গৃহে গিয়া তাহাদের দেখা দিয়া
দিই গে' সংবাদ দেবে হইয়া তৎপর। ১৭৬

"দণ্ড ত্রয় ঊন এবে নিশি দ্বিপ্রহর
আহরিতে দ্রব্য যত কাষ্ঠভার বিশেষতঃ
শ্মশানে লইতে শবে প্রহর অধিক হ'বে
যথেষ্ট সময় গিয়া ফিরিতে সত্বর"। ১৭৭

এতেক চিন্তিয়া বিন্ধ শ্রীপুর ত্যজিয়া
গৃহ অভিমুখে ধায় বেগবান অশ্বপ্রায়
উৎসাহ উঠিল জেগে' ছুটিল নক্ষত্র বেগে
মুহূর্ত্তে আবাসে স্বীয় উত্তরিল গিয়া। ১৭৮

দ্বারে বসি' বিরূ মাতা ছিলেন ভাবিতা
পুত্র ফিরে' এল পুরে দেখে' চিন্তা গেল দূরে
কহে বিরূ ব্যস্ত মনে "যাব গুরু নিকেতনে
কি আছে আহার্য্য আন হ'য়ে ত্বরান্বিতা"। ১৭৯

সঙ্ক্ষেপে মায়েরে বিরূ জ্ঞাপিলা বারতা
শুনিয়া জননী কয় হ'য়ে ফুল্ল সাতিশয়
"অবশ্য পাইবে শব ব্যর্থকাম অসম্ভব
নিশ্চয় জানিহ ইহা দৈব যোটকতা"। ১৮০

"বহু দিন পরে অদ্য" কহিল জরতী
"এসে'ছিল শিব হেথা নিত্য তুমি যাও সেথা
আজি গৌণ কি কারণ করিবারে নিরূপণ
আহা! বাছা ফিরে' গেল ক্ষুণ্ণ হ'য়ে অতি"। ১৮১

বাড়িল ব্যগ্রতা শুনে' মায়ের বচন
ঝটিতি আহার করে' প্রবেশিয়া নিজ ঘরে
প্রয়োজন দ্রব্য যাহা নিমেষে লইয়া তাহা
যোগোদ্যান অভিমুখে ধাইল ব্রাহ্মণ। ১৮২

এদিকে যৎকালে শিব অধীর হইয়া
প্রিয় শিষ্য অদর্শনে ভক্ত কৌলেয়ক সনে
শ্রীপুরে উদ্যত যে'তে হেন কালে উদ্যানেতে
অলক্ষিতে বিরূপাক্ষ পশিল আসিয়া। ১৮৩

আহ্লাদে ডাকিল শুন বিল্বরে দেখিয়া
অমনই বাহিরিয়া প্রিয় শিষ্যে নিরখিয়া
আগুড়ি' আনন্দ ভরে সস্নেহে চিবুক ধরে'
কহিতে লাগিল শিব উৎফুল্ল হইয়া। ১৮৪

"কোথা ছিলি এতক্ষণ ওরে বাপধন
অন্য দিনে গেলে পরে বেলাবেলি এস ঘরে
আজি এত গৌণ কেন ছিল কিবা কার্য্য হেন
কহ বৎস বিস্তারিয়ে শান্ত হ'ক মন। ১৮৫

"অত্যন্ত বাড়িল যবে উদ্বেগ মনেতে
গিয়াছিনু তবাগারে পল্লীপ্রান্তে পথ ধারে
ফিরিয়া অশান্তি চিতে কোন মতে নিবারিতে
নাহি পেরে' ভেবে'ছিনু যা'ব শ্রীপুরেতে। ১৮৬

"এলি তুই হ'ল ভাল শান্ত হ'ল হিয়া
ঘুচিল মনের ঘোর হেরিয়া বদন তোর
সুধাংশু অনন্তে ভাসি নাশিল আঁধার রাশি
শীতল হইল বহ্নি বারি পরশিয়া। ১৮৭

"দেখিতেছি সাজ গোচ আজি অন্যরূপ
কতই ব্যস্ততা যেন কিবা কার্য্য আছে হেন
সম্পন্ন করিতে তা'য় যে'তে হ'বে ত্রিযামায়
যা'ব কি রে সঙ্গে তোর বল্ রে স্বরূপ"। ১৮৮

এতেক শুনিয়া বিরু আচার্য্য বচন
শবের সূচনা যাহা আদ্যোপান্ত কহে তাহা
শুনিয়া শিবের নৃত্য আনন্দে আপ্লুত চিত্ত
কি বলে' তুষিবে ভেবে' না পায় তখন। ১৮৯

কতক্ষণে কহে, শিব করে' আলিঙ্গন
"যা' শুনালি বাপধন দিব আছে কিবা ধন
ধন্য বিরু ধন্য তোরে উদ্ধার করিলি মোরে
সুধা দানে বাঁচাইলি মুমূর্ষু জীবন"। ১৯০

"বৃথা আর কালক্ষয় কি হেতু হেথায়
এস ত্বরা যাই চলে' বহু বিঘ্ন গৌণ হ'লে
যে কোন উপায়ে শবে অবশ্য লভিতে হ'বে
পণ্ডশ্রম হ'বে বৎস উঠিলে চিতায়"। ১৯১

বীর বেশে শিবাচার্য্য আছিল সজ্জিত
সুধা দুটা যন্ত্র ভরা মন্ত্রপূত করে' ত্বরা
ধ্যায়ি' শিবা লম্বোদরী গুরুরে স্মরণ করি'
বাহিরিলা শিষ্য সনে হ'য়ে উৎসাহিত। ১৯২

সানন্দে চলিল শুন পশ্চাতে দোঁহার
আচার্য্য তা' নিরখিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া
কহে "বৎস গৃহে থাক, ক্ষান্ত হও যেওনাক
করনাক কোটি রাখ বচন আমার।" ১৯৩

প্রভু বাক্যে নীরবিল শান্ত সারমেয়
বিরিঞ্চি শ্মশান পানে ধায় দোঁহে ফুল্ল প্রাণে
কিসে শব আহরণ করে নানা আন্দোলন
হ'লনাক পথযাত্রা তেঁই অনুমেয়। ১৯৪

এইরূপে অতিক্রান্ত হ'ল দুই ক্রোশ
দেখিতে দেখিতে তূর্ণ মেঘে অভ্র হ'ল পূর্ণ
তুমুল বহিল বাত আরম্ভিল বৃষ্টিপাত
দৈব আনুকূল্য দেখে', দোঁহার সন্তোষ। ১৯৫

অবিশ্রান্ত পড়ে জল নির্ঝরের প্রায়
ঘুট ঘুট অন্ধকার চলেনাক দৃষ্টি আর
কর্দ্দমে পূরিল পথ হ'ল তাহে গতি শ্লথ
বহু কষ্টে এল তা'রা বিরিঞ্চি যথায়। ১৯৬

তাহারা উত্তর দিকে হ'য়ে উপনীত
চমকিল শম্পা যবে দেখে আগলিয়া শবে
দীঘীর দক্ষিণ কুলে বসে' বটবৃক্ষমূলে
ছ'জন কুণপবাহী হ'য়ে একত্রিত। ১৯৭

হেরিয়া ব্যাপার থেকে' গুল্ম অন্তরালে
বিরূপাক্ষে সম্বোধিয়া কহে শিব শিহরিয়া
"ভাগ্যে দৈব অনুকুল নৈ'লে স্বার্থ নিরমূল
অর্দ্ধ দগ্ধ হ'ত শব এতাবৎ কালে।" ১৯৮

"আসার পতন পূর্ব্বে এসে'ছে উহারা
রহিয়াছে প্রতীক্ষায় কতক্ষণে বৃষ্টি যায়
ঠাহরে'ছ যুক্তি যাহা অবিলম্বে কর তাহা
অশান্তি যাবৎ নহে বিতাড়িত তা'রা"। ১৯৯

বিস্তীর্ণ প্রান্তর মাঝে বিরিঞ্চি নামক
প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা তীরে সমগ্র চৌদিক ঘিরে'
ভীষণ শ্মশান এই ভীত লোকে বাসরেই
দেখিয়া বীভৎস দৃশ্য অতি ভয়ানক। ২০০

বেষ্টিয়া পাহাড় উচ্চ ঘনবনাবৃত
ছোট বড় বৃক্ষচয় গুল্মাদি কণ্টকময়
চারি দিকে নানা জাতি বিরাজিছে পাঁতি পাঁতি
পিতৃবনে ব্যাপ্ত ভূমি তীরে প্রসারিত। ২০১

শবভোজী জন্তুদের অতি হৃষ্ট স্থান
পালে পালে ভীমকায় সারমেয় ভূরিমায়
শকুনি গৃধ্রের দল তাহাদের অবিরল
বিকট আরাবে ধৃত অখণ্ড শ্মশান। ২০২

একাকী যাইতে গাত্র করে ছম্ ছম্
এই পথে সন্ধ্যা হ'লে ভুলে' কেহ নাহি চলে
প্রয়োজনে যদি যায় চায়নাক দ্রুত ধায়
মনে হয় পৃষ্ঠদেশে প্রেত সমাগম। ২০৩

চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত অসঙ্খ্য পল্লীর
এই মাত্র পিতৃবন দুঃখীলোক অগণন
নির্হরণ সমাপিয়া কেহ অস্থি আহরিয়া
নিক্ষেপে লইয়া তাহা জলে জাহ্নবীর। ২০৪

অল্প কাষ্ঠ নিবন্ধন অর্দ্ধ দগ্ধ করি'
কেহ বা ক্ষুভিত মনে ফিরে' যায় নিকেতনে
তাহাও না পেরে' কেহ ফেলে' যায় মৃতদেহ
অমনি গৃধ্রাদি ভেঙ্গে' পড়ে তদোপরি। ২০৫

বিক্ষিপ্ত শ্মশানময় অস্থি অগণন
ভস্মরাশি বংশদণ্ড অলাত কলশ খণ্ড
নয়ন ফিরাও যথা এই মাত্র দৃশ্য তথা
স্থানে স্থানে লোমহর্ষ অতীব ভীষণ। ২০৬

কোথায় কঙ্কাল পড়ে ঘোর মূর্ত্তিমান
হস্ত পদ প্রসারিত দন্তপাঁতি বিকশিত
নয়ন কোটরদ্বয় দেখে' প্রাণে হয় ভয়
দেহের পঞ্জরমালা গর্ত্তের ব্যাদান। ২০৭

অর্দ্ধ দগ্ধ শব ল'য়ে শুনকের দল
কোথা বা বিকট রবে রণরণি করে সবে
টানে তা'রা হুড়হুড়ি ছেঁড়ে খায় কড়মড়ি
হুড়াহুড়ি যতক্ষণ অস্থিতে পলল। ২০৮

সদ্যঃ আবেশিত শব পড়ে' কোন খানে
দন্তগুলি বিকাশিয়া আছে নেত্র বিস্ফারিয়া
পড়িয়া শকুনি পাখী ঠুকরিয়া তোলে আঁখি
জঠর চিরিয়া কেহ অন্ত্র ধরি' টানে। ২০৯

খণ্ড খণ্ড করে দেহ চঞ্চুর আঘাতে
আনন্দে অশনে রত খাইছে কুক্কুর যত
উদর পূরিয়া তাহা অবশিষ্ট র'বে যাহা
ভুঞ্জিবে জম্বুক দল আসিয়া নিশাতে। ২১০

কোথা পড়ে' দীঘীকূলে শব ভীমকায়
জল মধ্যে মৃতদেহ গিয়াছিল ফেলে' কেহ
ভাসিয়া উঠিলে নীরে ঠেলিয়া তুলে'ছে তীরে
মিলিয়া শুনকবৃন্দ কিম্বা ভূরিমায়। ২১১

স্ফীত হ'য়ে ভীম্ম রূপ করে'ছে ধারণ
কুট মূর্দ্ধা ভয়ঙ্কর তুন্দ যেন অলিঞ্জর
ব্যোমদৃষ্টি মুখ বন্ধ জঙ্ঘাদ্বয় তরু স্কন্ধ
শিহরয়ে অঙ্গ দেখে' মূরতি ভীষণ। ২১২

এ হেন বীভৎস দৃশ্য দিবসে যথায়
নিশার কি ক'ব কথা কা'র সাধ্য যায় তথা
যায় যদি নির্হরণে মিলিয়া অনেক জনে
একা যে'তে কা'র নাহি সাহসে কুলায়। ২১৩

তমাচ্ছন্ন রাত্রি তাহে বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত
চমকে চপলা যবে শিহরে দেখিয়া সবে
লোমহর্ষ দৃশ্য তথা মুখে নাহি সরে কথা
অধিকন্তু দুরধর্ষ জম্বুক উৎপাত। ২১৪

আছে ঘিরে' ফেরুপাল মণ্ডলী করিয়া
লোলজিহ্বা ভীমকায় অনিমেষ নেত্রে চায়
কেহ ক্রব্য অভিলাষে শব পানে ধে'য়ে আসে
নিবারে লগুড় শব্দে সবাই মিলিয়া। ২১৫

বৃষ্টি পড়ে বহে ঝড় নিনাদে অশনি
বিকট শৃগাল রব নিকটে পড়িয়া শব
শ্মশানের ভয়ঙ্কর দৃশ্য আর ঝিল্লী স্বর
গাঢ় নিশি ঘোর ধ্বান্ত তীব্র ভেকধ্বনি। ২১৬

চারি দিকে ভয়াবহ দেখিয়া ব্যাপার
বসিয়া শাখীর তলে সিক্ত হ'য়ে বর্ষাজলে
হ'য়ে সবে আতঙ্কিত ভাবে হিতে বিপরীত
কতক্ষণে যা'বে ফিরে' করিয়া সৎকার। ২১৭

ভিজে'ছে মশাল নাহি জ্বলে কোন মতে
থামেনাক ধারাপাত তাহে শিবা মহোৎপাত
বিষম হইল দায় ভেবে' কূল নাহি পায়
বাঁচে প্রাণ থাকে মান গেলে হেথা হ'তে। ২১৮

এ দিকেতে বিরূপাক্ষ গুল্ম অন্তরালে
বসে' গাঢ় মনাবেশে সাজিল পিশাচ বেশে
যথাসাধ্য ত্বরা করি' ধরে মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী
সঙ্কেত না পায় কেহ তমিস্রের জালে। ২১৯

এনে' ছিল ভুস তৈল করে' আহরণ
হ'য়ে বিরূ নগ্নকায় সর্ব্বাঙ্গে লেপিলা তা'য়
বাছিয়া খদ্যোত ধরে' কপালেতে টিপ পরে
জ্বলিতে লাগিল উল্কা সম কীটগণ। ২২০

কুড়াইয়া অস্থিগুলি নির্ম্মাইলা হার
পরিলা মস্তকে তা'য় কটিদেশ কণ্ঠে পায়
কফোণি ও মণিবন্ধে তৃণধ্বজ ডান স্কন্ধে
প্রশংসে আচার্য্য দেখে' ভৈরব আকার। ২২১

চিন্তাকুল যৎকালে শববাহীগণ
হাসিল বিকট হাসি শুনে' তরুতলবাসী
চমকি' চৌদিকে চায় কিছু না দেখিতে পায়
আতঙ্কে শিহরে তা'রা উচ্চাটিত মন। ২২২

জনৈক তা'দের মধ্যে কহে ভীত হ'য়ে
"আর থেকে' কাজ নাই শব ল'য়ে ফিরে' যাই
শ্রেয়ঃ ত্যাগ এই স্থান হ'লে নিশি অবসান
সবে মিলি' যা'ব মোরা গঙ্গা তীরে ল'য়ে"। ২২৩

আবার নিকটে হাসি শুনিল সকলে
অমনি বিদ্যুৎ হানে দেখে তা'রা সন্নিধানে
নেচে' নেচে' বিকটাস্য পিশাচ করি'ছে হাস্য
পলায় ফেলিয়া শবে ভূত ভূত বলে'। ২২৪

ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় সবে ত্রাহি ত্রাহি ডাকে
ধরিল রে ওই এল এবে বুঝি প্রাণ গেল
প্রাণেপণে ছুটে' যায় কেহ ফিরে' নাহি চায়
ব্যতিব্যস্ত এলো থেলো কে দেখে কাহাকে। ২২৫

আছিল গোমায়ু যত ভয়ে পলাইল
দেখিয়া অদ্ভুত মূর্ত্তি ঘুচিল সকল স্ফূর্ত্তি
কথঞ্চিৎ দূরে গিয়া প্রেতভূমি বিধূনিয়া
ভীম রবে সমস্বরে ডাকিয়া উঠিল। ২২৬

শবের সন্নিধ বিরূ হইয়া ত্বরায়
পলাইল সর্ব্ব জন দূরে গেল শিবাগণ
আনন্দে মগন হ'য়ে মৃত শিশু কোলে ল'য়ে
অবিলম্বে গুরু যথা দ্রুত ধে'য়ে যায়। ২২৭

সিদ্ধকাম বিরূ এবে প্রফুল্লহৃদয়
শবপানে মনাবিষ্টে চে'য়ে রৈ'ল একদৃষ্টে
যে'তে যে'তে অনুমিত মুচকি' হাসি'ছে মৃত
চমকে চপলা যবে দেখিয়া প্রত্যয়। ২২৮

উৎফুল্ল আচার্য্য দেখে' মন্ত্রণা সফল
বিরূপাক্ষ ল'য়ে শবে সন্নিকটে এল যবে
নয়নে ছুটিল ধারা আনন্দে আপন হারা
কহে বিরূ ধন্য তব অদ্ভুত কৌশল। ২২৯

একে ত বিভোর শিব সুধার পরশে
বাঞ্ছিত রতন পে'য়ে ক্ষণিক রহিল চে'য়ে
ধন লব্ধে আশাতীত কতই যে আনন্দিত
থেই থেই নাচে যোগী চিত্ত নাই বশে। ২৩০

স্বদেশ রক্ষায় যথা রণোন্মত্ত বীর
শত্রু জয় হ'লে পরে আনন্দে উৎসব করে
কিম্বা হ'লে উদ্ভাবিত তত্ত্ব যাহে নিয়োজিত
বৈজ্ঞানিক হয় যথা পুলকে অধীর। ২৩১

অথবা অপত্যহীন প্রাচীন বয়সে
ধনাঢ্যের পুত্রমুখ দেখে' যথা মহাসুখ
তেমতি অপার মূল্য সাধনার আনুকূল্য
শব পে'য়ে শিবাচার্য্য আপ্লুত হরষে। ২৩২

"হেরিলাম কিবা আজি অদ্ভুত ব্যাপার
ইহা কভু কি সম্ভবে মর্ত্ত্য সম হাসে শবে
কথনো শুনিনি কাণে দেখিয়া বাজি'ছে প্রাণে
এ কিবা রহস্য" বিরূ ভাবে অনিবার। ২৩৩

অর্পিলা আসব শিব প্রেমের উচ্ছ্বাসে
প্রিয় শিষ্যে পাত্র ভরি' বিরূ তাহা পান করি'
পাইয়া প্রভূত স্ফূর্ত্তি বুঝিল কল্পিত মূর্ত্তি
ভাবিল দৃষ্টির ভ্রম মৃত কভু হাসে। ২৩৪

নিক্ষেপিয়া অস্থিমালা পরিয়া বসন
শবে তুলি' স্কন্ধোপরি কহে বিরূ "ত্বরা করি'
কেন হেথা কালব্যাজ এখনো অনেক কাজ
চল যাই, তমস্বিনী অল্পই এখন।" ২৩৫

আগু আগু যায় শিব পশ্চাতে সাধক
বিভীষিকা অগণন করে দোঁহে সন্দর্শন
পথে যে'তে হেথা হোথা পূতি গন্ধ পায় কোথা
তীব্রালোক কোন খানে দৃষ্টির বাধক। ২৩৬

কভু বা বিকট হাসি কখনো ক্রন্দন
শবেরে ফিরিয়া চায় কাতরে কতই হায়
কোথা পথ রোধ করি' সারি দিয়া হস্ত ধরি'
দাঁড়াইয়া দীর্ঘাকৃতি ভৈরব দর্শন। ২৩৭

দেখে কোথা দুই জনে নহে কিন্তু নর
আসিতেছে পথ ব'য়ে পশ্চাতে যে শব ল'য়ে
অগ্রে যেই কাছে তা'র দেউটী ও কাষ্ঠভার
পঞ্চবর্ষ শিশুদেহ অতীব সুন্দর। ২৩৮

হুঙ্কারি' আচার্য্য ডাকে মা ভৈঃ মা ভৈঃ
এক যায় অন্য আসে নানা রূপ পরকাশে
বীরদাপে দোঁহে যায় কোন দিকে নাহি চায়
থেকে' থেকে' ঢালে সুধা চলে মত্ত হই। ২৩৯

এইরূপে এড়াইয়া বিভীষিকা কত
যোগোস্থানে এল তা'রা পথশ্রান্তে হ'য়ে সারা
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি' বেশভূষা পরিহরি'
শবের সংস্কার দোঁহে করে অভিমত। ২৪০

সাবধানে অন্ত্রগুলি করিয়া বাহির
সীবিয়া ছেদিত স্থান শবে করাইলা স্নান
লবণ ও হরিদ্রায় চর্চ্চিত করিয়া তা'য়
সর্ষপ তৈলেতে সিক্ত করিলা শরীর। ২৪১

যতনে রাখিলা ল'য়ে বিল্বমূলে তা'য়
কপাটেতে চাবী দিয়া মঠদ্বার আগলিয়া
গুরু শিষ্যে অলিন্দেতে মনানন্দে শয্যা পেতে'
অভিভূত হ'ল ত্বরা গভীর নিদ্রায়। ২৪২

থেমে'ছে বাদল এবে সুনীল গগন
বহে বায়ু পরিমল প্রভাতীয় সুশীতল
পথক্লান্তে অতিশয় রাত্রি জেগে' সমুদয়
গাঢ় নিদ্রা যায় দোঁহে হ'য়ে অচেতন। ২৪৩

প্রহরান্ত দিবা যবে চণ্ড বিবস্বান
কৈ'লা দোঁহে গাত্রোত্থান সমাধিয়া গঙ্গাস্নান
বসে শিব দেবী ধ্যানে পূত দেহ শুদ্ধ জ্ঞানে
যাচে, শবসিদ্ধ যেন হয় গো সন্তান। ২৪৪

বিরূপাক্ষ নিবেদিলা গিয়া জননীরে
আশিসিয়া বৃদ্ধা কহে শিবসিদ্ধি ব্যর্থ নহে
দিবস যামিনী তরে আজি আসিবে না ঘরে
জ্ঞাপিয়া মায়েরে বিরূ আইল মন্দিরে। ২৪৫

সাধনা সমাপ্ত আজি দেবী অভ্যুদয়
আনন্দে আচার্য্য ভাসে বিরূপাক্ষ সমোল্লাসে
রাত্রে যাহা প্রয়োজন করিতে তা' আহরণ
সারা দিন লিপ্ত দোঁহে হইয়া তন্ময়। ২৪৬

ইতি শিবাচার্য্যঠাকুরকাব্যে উদ্যোগ নাম
দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।



আজি শুভ তিথি কৃষ্ণচতুর্দ্দশী
সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিল্বমূলে বসি'
শনিবার তা'য় অভীষ্ট বাসর
হইয়া আচার্য্য পুলক-অন্তর
বিরূপাক্ষ শিষ্য সনে বিচারিছে ব্যগ্র মনে
কোন্ শ্মশানেতে গিয়া করিবে সাধন
নিকটে সজ্জিত যাহা প্রয়োজন
অষ্ট যন্ত্র সুধা বিবিধ চর্ব্বণ
চন্দনে চর্চ্চিত পূত শবাসন
কুঙ্কুম ও চুয়া অলক্ত চন্দন
জবাপুষ্প বিল্বদলে সাজী পূর্ণ নীলোৎপলে
পূজিতে মায়ের রাঙ্গা রাজীব চরণ। ১

সমিধ ও হবিঃ হোম করিবারে
কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য নানাধারে
ভৈরব ত্রিশূল তীক্ষ্ণ করবাল
ভাণ্ডপূর্ণ তৈল বৃহৎ মশাল
লাঙ্গলী কপাল পাত্র রজ্জু ও কীলক দাত্র
কোষা কোষী অন্য আর রক্ষিত সকল
উত্তরসাধক বিরূপাক্ষ আজি
উপবিষ্ট তাই বীর বেশে সাজি'
উত্তরীয় বাস লোহিত তসর
ভালে দীর্ঘ ফোঁটা শোভি'ছে সুন্দর
সুবাসিত চন্দনেতে নামাঙ্কিত সর্ব্বাঙ্গেতে
গলেতে রুদ্রাক্ষ মালা করে দলমল। ২

গঙ্গা জলে ধৌত করি' কলেবর
সেজে'ছে আচার্য্য কিবা মনোহর
পরিধানে রক্ত কৌশেয় বসন
ক্ষৌম উত্তরীয় লোহিত বরণ
গায়ে কালী নামাঙ্কিত শোভে চারু উপবীত
কপালে ত্রিপুণ্ড্র রেখা সিন্দুর লেখন
দুলিতেছে গলে স্ফটিকের হার
গৌরকান্তি দেহে কিবা শোভা তা'র
গ্রন্থিত রুদ্রাক্ষ তাম্র তারে করি'
পরে'ছে কূর্পর মণিবন্ধোপরি
প্রকোষ্ঠেতে বিজড়িত মহাশঙ্খ সুমার্জ্জিত
ব্রহ্মতলে বদ্ধ চূড়া ঋষির যেমন। ৩

গুরু শিষ্য দোঁহে আজি অনশনে
কমনীয় দ্যুতি তথাপি বদনে
এতক্ষণে পঞ্চ পাত্র সুধা পানে
আনন্দ লহরী উথলিল প্রাণে
বিকাশিলে পূর্ণ জ্ঞান কহে বিরূ মতিমান
যুক্তিগর্ভ আচার্য্যেরে এরূপ বচন
"অদূর শ্মশান নহে ত বিজন
লোক সমাগম হেথা অনুক্ষণ
দেখিলাম ভেবে অন্য আছে যাহা
সাধনোপযোগী নহে কোন তাহা
পিতৃবন ভয়াবহ বিরিঞ্চির মাত্র রহ
কোথাও দেখি না স্থান অভীষ্ট এমন"। ৪

শুনিয়া এতেক শিষ্যের বচন
ভাবিতে লাগিলা আচার্য্য তখন
"যথার্থ বিরিঞ্চি নির্জ্জন শ্মশান
সাধনোপযোগী মনোনীত স্থান
কিন্তু মন শঙ্কা পায় কল্যকার ঘটনায়
কি জানি ব্যাঘাত কোন হয় বা তথায়"
গুরু মনোভাব বুঝিয়া আকারে
সম্ভাষিলা বিরূ যুক্তি সহকারে
"কালি ছিল যারা পিশাচ বিশ্বাসে
পলাইল যদি ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে
দৈবের যোজনা প্রভু নতুবা সম্ভবে কভু
কদাচ ওমুখ তা'রা হ'বে না নিশায়"। ৫

শুনিয়া আচার্য্য বিরূপাক্ষ বাণী
বুঝিলা সঠিক মনে অনুমানি'
কহিতে লাগিলা বিরূরে তখন
"দ্বিধা মোর দূর হ'ল এতক্ষণ
চল তবে যাই সেথা আর কেন গৌণ হেথা
হ'য়েছে সময় এবে দিবা অবসান"
দেখিতে দেখিতে ভীষণ আকারে
ব্যাপিল অবনি নিবিড় আঁধারে
ঝিকি ঝিকি ক্রমে তারকা নিচয়
নীল নভঃ প্রান্তে হইল উদয়
জনশূন্য নদীঘাট পান্থশূন্য হ'ল বাট
একে একে শ্রমজীবী এল নিজ স্থান। ৬

আছিল আচার্য্য মত্ত শিষ্য সনে
আনন্দদায়িনী মদিরা সেবনে
লইয়া সপ্তম পাত্র এতক্ষণে
উঠিল সমাপ্ত করি' দুই জনে
পূর্ণানন্দে সিক্ত প্রাণ বিকশিত পূর্ণ জ্ঞান
দোঁহেই আপন ভাবে হইল বিভোর
একে বিরিঞ্চির দৃশ্য ভয়ঙ্কর
অধিকন্তু শবসাধন দুষ্কর
বিভীষিকা নানা মায়ার ছলনা
কত অন্তরায় কে করে গণনা
কিছু নাহি মনে লয় লেশ মাত্র নাহি ভয়
বীরমদে মত্ত দোঁহে নেশায় বিঘোর। ৭

কাদম্বরী, কে গো! তুমি মনোহরা
সুরাসুর নর লোক প্রীতিকরা
বারেক যাহার করে'ছ সেবন
কখনো ভুলিতে পারে না সে জন
কি মোহিনী শক্তি ধর কত রূপে খেলা কর
বিমোহিত জগজ্জন তোমার লীলায়
দীন হীন হ'তে রাজচক্রবর্ত্তী
সকলেই ওগো তব বশবর্ত্তী
কিন্তু তোষ তা'রে অল্পে তৃপ্তি যা'র
লোলুপ যে জন দুর্ভাগ্য তাহার
কতই অবস্থা কর ধন মান যশঃ হর
তথাপি পারে না ওগো ছাড়িতে তোমায়। ৮

তুমি গো মদিরা সন্তাপহারিণী
দুর্ব্বলের মনে বলসঞ্চারিণী
সংসারতাড়িত শান্তি পায় মনে
অবসাদ বোধ নহে ক্লিষ্ট জনে
তব সঙ্গ হ'লে লোক ভুলে' যায় সর্ব্ব শোক
মধুময়ী তুমি তব গুণ অগণন
পুনঃ ইরা তুমি অতি ভয়ঙ্করী
তোমার পরশে লোকে পরিহরি'
লজ্জা ভয় ঘৃণা নৃশংস ব্যাপারে
কতই জঘন্য অন্যে নাহি পারে
অনায়াসে হ'য়ে লিপ্ত নহে কভু সঙ্কুচিত
পিশাচ ও পশুভাবে করে বিচরণ। ৯

তথাপি মদিরা বর্ণন না যায়
কত সৎগুণ নিহিত তোমায়
বাঁধিয়াছ যা'রে প্রেমের আলানে
কিবা সুখময়ী সেই মাত্র জানে
কর্ম্মে বাড়ে আনুরক্তি জন্মে প্রাণে ঘোরাসক্তি
সাধিতে মহৎ কার্য্য করে, প্রাণপণ
যে করে পরশ সেই স্ফূর্ত্তি পায়
তাইতে প্রসন্না বলে গো তোমায়
প্রাক্কালে যে ভাব মনেতে উদয়
তুঙ্গ স্থানে তাহা উত্তোলিত হয়
কিন্তু ধন্য সেই জন ঈশ পদে সোঁপে মন
তাহারি প্রকৃত সঙ্গ যথার্থ সেবন। ১০

সুধাপানে মত্ত হ'য়ে দুই জন
শ্মশান উদ্দেশে সাজিলা তখন
আচার্য্যের স্কন্ধে শব লম্বমান
দক্ষিণ করেতে অসি খরশান
আনন্দে বিভোর হ'য়ে নাচে শিব মৃত ল'য়ে
কত আশা পা'বে আজি দেবী দরশন
দ্রব্যাদি যতেক করণ্ডে পূরিয়া
শিরোপরি বিরূ লইল তুলিয়া
স্থাপিত মশাল বাম স্কন্ধোপরে
ভীষণ ত্রিশূল দোলে ডানি করে
আনন্দে মগন প্রাণ শিব ইষ্ট মাত্র ধ্যান
গুরু যাহে সিদ্ধকাম চেষ্টা প্রাণপণ। ১১

আচার্য্যেরে শিব করিয়া স্মরণ
ধ্যায়ি' মহামায়া অভয় চরণ
পরখিয়া চারি দিক বিধিমতে
নিষ্ক্রান্ত হইলা যোগোত্থান হ'তে
বিরূপাক্ষ মহামতি অনুগামী, দ্রুতগতি
চলিতে লাগিলা দোঁহে শ্মশানের পানে
মহোল্লাসে চলে তিমির বহিয়া
হালার সংযোগে প্রমত্ত হইয়া
পথশ্রান্তি বোধ কিম্বা গুরু ভার
হ'লনাক তা'য় অনুভব কা'র
চলে দোঁহে অবিরাম নিস্তব্ধ সমগ্র ধাম
নহে দৃষ্ট অমঙ্গল লক্ষ্য কোন খানে। ১২

মুহূর্ত্তেই তা'রা আঁধার ভেদিয়া
উপনীত হ'ল বিরিঞ্চিতে গিয়া
দেখিয়া বিজন পবিত্র শ্মশান
নাচিয়া উঠিল সাধকের প্রাণ
স্থির আজি দীঘী জল ডাকেনাক ফেরুদল
চারিদিকে শান্ত মূর্ত্তি সবাই নীরব
নামাইয়া ভার ঈশান কোণেতে
পুঁতিলা মশাল জ্বেলে' অদূরেতে
পরিষ্কার করি' সমতল স্থান
চতুর্দ্দশ হস্ত ব্যাস পরিমাণ
কীলক ও রজ্জু দিয়া পরিধি পরিবেষ্টিয়া
মন্ত্রপূত কৈ'লা বৃত্ত সিঞ্চিয়া আসব। ১৩

কেন্দ্রস্থলে হস্ত পদ গুটাইয়া
স্থাপিলা শবেরে উপুড় করিয়া
তদোপরি শিব করিয়া আসন
বসিলা ক্রিয়ায় সমাহিত মন
বাম দিকে ষট্ যন্ত্রে পূর্ণ সুধা পূত মন্ত্রে
বৃহৎ কপাল পাত্র বিবিধ চর্ব্বণ
ঘৃতপূর্ণ কোষা হোমের সমিধ
সম্মুখে স্থাপিত আসন সন্নিধ
ডাহিনেতে ন্যস্ত অসি খরশান
চন্দনাদি পুষ্পে সাজী শোভমান
সাজী অগ্রে নানাধারে গন্ধদ্রব্য সারে সারে
যেখানে যা' আবশ্যক করিয়া স্থাপন। ১৪

অদূরেতে বিরূ বটবৃক্ষ মূলে
নিক্ষেপিয়া যত আবর্জ্জনা তুলে'
সমবৃত্ত করি' পেতে' ব্যাঘ্র ছাল
করিয়া আসন স্থাপিলা মশাল
দুটী যন্ত্র সুধা ল'য়ে উত্তরসাধক হ'য়ে
দোর্দণ্ড প্রতাপ সহ বসিলা তথায়
মহাজ্ঞানী বিরূ কর্ম্মপরায়ণ
ইরার সংযোগে বিভোরিত মন
কিসে আচার্য্যের সফল সাধনা
এই মাত্র তা'র নিয়ত কামনা।
"এসে'ছি সাহায্য তরে এবে যা' কপালে করে
যত্নে যদি সিদ্ধ নহে কিবা দুঃখ তা'য়"। ১৫

শবাসনে বসি' আচার্য্য তখন
প্রজ্বলিত করি' তূর্ণ হুতাশন
নিক্ষেপিলা তা'য় সুগন্ধি সকল
অমনি ছুটিল বায়ু পরিমল
জ্বালিলা কর্পূর আর ধূপবাতী গন্ধসার
সৌরভে শ্মশানভূমি হ'ল আমোদিত
পুনঃ প্রসন্নারে স্মরণ করিলা
তেপাত্র করিয়া হোমেতে বসিলা
বিংশতি ও অষ্ট বিল্বদল ল'য়ে
ঘৃতাহুতি দিলা মহামন্ত্র ক'য়ে
ঢালে মিটাইয়া আশ ছিল যত পুরোডাশ
শিখাপুঞ্জে চারিদিক হ'ল উদ্ভাসিত। ১৬

হোম সাঙ্গ হ'লে প্রাণায়াম করি'
বসিলা ধ্যানেতে গুরুদেবে স্মরি'
কাদম্বরী যোগে সংযোজিত মন
কুলকুণ্ডলিনী হইলা চেতন
ভাবে শিব মহেশ্বরী মহাবিদ্যা লম্বোদরী
অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণরূপিণী
"এস মা শিবানী হও গো উদয়
হেরে' শুভ পদ জুড়াই হৃদয়
এসে'ছি শ্মশানে করি আরাধনা
দূর কর ভয় পূরাও কামনা
স্থান দাও পদ মূলে আর মা থেকনা ভুলে'
দেখা দাও উর ওগো বিপদবারিণী"। ১৭

"বহু কষ্টে মাগো এনে'ছি উৎপল
পূজিতে তোমার চরণ কমল
এনে'ছি অলক্ত চিত্রিতে চরণ
বিল্বদল জবা কুঙ্কুম চন্দন
এস এস পূজা লহ দেখা দাও কথা কহ
বিতর করুণা দাসে হও মা সদয়
শুভ পদ লাগি' সারাটা জীবন
গোঁয়াইনু ওগো সাধনের ধন
দেহ জ্ঞান উর অজ্ঞাননাশিনী
নীলবর্ণা তারা বেদপ্রসবিনী"
এইরূপে ঊর্দ্ধগ্রীব পুটাঞ্জলি হ'য়ে শিব
ডাকিতে লাগিলা মায়ে আকুল হৃদয়। ১৮

ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় আকাশে
কল্পনাসম্ভূত মূর্ত্তি পরকাশে
হেরিয়া সে রূপ হর্ষ উথলিল
লঘু হ'ল দেহ নয়ন বহিল
আনন্দে বিভোর হ'য়ে মহাশঙ্খ মালা ল'য়ে
জপেতে বসিলা শিব নিগৃহীত মন
বীজমন্ত্র শিব জপে একমনে
ফিরাইয়া মালা বসি' শবাসনে
কতক্ষণে শব পাইল চেতন
চিৎ হ'য়ে ত্বরা ব্যাদিল বদন
ঢালে শিব কাদম্বরী মুখশুদ্ধি গাল ভরি'
পুলকিত হ'য়ে শব করিল চর্ব্বণ। ১৯

খিল খিল শব হাসে সুধা খে'য়ে
সাধকের পানে একদৃষ্টে চে'য়ে
বুঝিল না শিব কেন শব হাসে
এই ভাব বুঝি মনে মনে ভাষে
জপে মন্ত্র শত শত মালা ফেরে অবিরত
একমনে ইষ্ট পদ ধ্যায়ে অনুক্ষণ
থেকে' থেকে' শব উঠে চমকিয়া
সুধা চায় মুখ ব্যাদান করিয়া
ঢালে শিব সুরা যত খে'তে চায়
মুখে ধরে যত খাদ্য দ্রব্য দেয়
যামাধিক নিশাতীত এইরূপে অবাধিত
সপ্তমাংশসঙ্খ্য জপ হ'ল সমাপন। ২০

ক্রমে তমস্বিনী হ'ল গাঢ়তর
বিকট আঁধারে ছাইল অম্বর
নিশাচর পশু পক্ষী আদি যত
একে একে তা'রা হ'ল বহির্গত
ডাকিল শৃগাল সব শূকর করিল রব
অহিধ্বৃত ভেক ধ্বনি হ'ল স্থানে স্থানে
হিংস্র জন্তু ভয় বর্জ্জিত এ স্থান
অদ্যাবধি কভু নহে দৃশ্যমান
কদাচ কোথাও দৃষ্টি দেখা দায়
লোকে তাহে বড় ভয় নাহি পায়
চারিদিকে সমতল কৃষ্ট ভূমি বাসস্থল
কথঞ্চিৎ বন্তরেখা বিরিঞ্চি শ্মশানে। ২১

অকস্মাৎ আজি হ'ল সিংহনাদ
শু'নে তাহা বিরূ গণিল প্রমাদ
অমনি গর্জ্জিল দ্বীপী ভয়ঙ্কর
অভ্রভেদী নাদে ডাকিল কুঞ্জর
শুনে বিরূ তীব্র স্বর, গর্জ্জে যেন অজগর
সাধক আসনে বসি' শুনিল্ল সকল
সহসা শ্মশান স্বাপদ সঙ্কুল
দেখে' বিরূপাক্ষ ভাবিয়া আকুল
পুনঃ সমস্বরে সবাই গর্জ্জিল
বজ্রধ্বনি সম কর্ণে আঘাতিল
ভৈরব নির্ঘোষে স্বন বিধূনিয়া পিতৃবন
ধ্বনিত হইল যথা আকাশমণ্ডল। ২২

একযোগে যবে গর্জ্জিল হিংস্রক
শুনিয়া বিরূর নড়িল টনক
স্থিরবুদ্ধি বিরূ বুঝিল তখন
নহে ত স্বাপদ এরা ভূতগণ
বিস্তারিয়া নিজ মায়া ধরিয়াছে পশুকায়া
করে'ছে মনন পণ্ড করিবে সাধন
এতেক ভাবিয়া বিরূ মহামতি
বীরদাপে লক্ষ্য করি' শিব প্রতি
কহিতে লাগিলা "নহ আনমনা
কা'রে ভয় ইহা ভূতের ছলনা
জপে বিঘ্ন করিবারে দেবযোনি পশ্বাকারে
ভীষণ হিংস্রক রূপ করে'ছে ধারণ"। ২৩

দেখিতে দেখিতে দিল দরশন
হর্য্যক্ষ শার্দ্দূল প্রমত্ত বারণ
আইল ভল্লুক ভীষণ গণ্ডার
প্রকাণ্ড বাহস বিকট ভূদার
থানা দিয়া সারে সারে ত্রিদিক গম্ভীর ধারে
সপ্তরথী সম শিবে করিলা বেষ্টন
জানু ভরে বসি' সিংহ ভীমকায়
ধক্ ধক্ আঁখি কটমট চায়
ব্যাদিয়া প্রকাণ্ড ভীষণ বদন
থাবা পেতে' ব্যাঘ্র করি'ছে গর্জ্জন
শুণ্ড উত্তোলন করি' তুলিতেছে মত্ত করী
অসি সম লম্বমান প্রকাণ্ড দশন। ২৪

ভীষণদশন ঋক্ষ দাঁড়াইয়া
নাচে থেই থেই বাহু প্রসারিয়া
রোষ ভরে কভু বিকট চাহিয়া
ফুৎকারে নিষ্ঠীব দারুণ গর্জ্জিয়া
বক্রশির গণ্ডশৃঙ্গ লক্ষ্য করি' খড়্গ-শৃঙ্গ
কূট নেত্রে চে'য়ে আছে ভীমকলেবর
তীক্ষ্ণদন্ত ঘোনী বিকটদর্শন
ঘোঁত ঘোঁত রবে করি'ছে গর্জ্জন
অনিমেষ আঁখি পাদ প্রসারিয়া
সাধকের পানে র'য়েছে চাহিয়া
শূর্প সম ফণা ধরে' লহ লহ জিহ্বা করে
ফোঁস ফোঁস ডাকে দীর্ঘকায় কাকোদর। ২৫

এইরূপে ছদ্ম দেবযোনি যত
আচার্য্যেরে ভীতি প্রদর্শনে রত
সমগ্র শ্মশান ভূমি কাঁপাইয়া
সমস্বরে কভু উঠে গরজিয়া
কভু তীব্র দৃষ্টি চায় গণ্ডী পানে তেড়ে' যায়
কভু বা ভঙ্গিমা কভু করে আস্ফালন
মহাযোগী শিব বসি' শবাসনে
অবিশ্রান্ত মালা ফেরে একমনে
অটল নির্ভীক সুধায় মগন
ধ্যায়ে যোগমায়া অভয় চরণ
কোন দিকে নাহি চায় সোঁপি মন রাঙ্গা পায়
গুরুদত্ত বীজমন্ত্র জপে অনুক্ষণ। ২৬

স্বীয় বৃক্ষে বসি' বিরূ মহামতি
ঘোরাবিষ্ট হ'য়ে দেখে ভূতগতি
মনের সংযমে সম্পূর্ণ বিশ্বাস
কখনো শিবের হ'বেনাক ত্রাস
করে বিরূ নিরীক্ষণ ভূতক্রিয়া অনুক্ষণ
জপে রত আচার্য্যের নাহি দৃক্‌পাত
সাধকের জপে ব্যাঘাত কারণ
যথাসাধ্য চেষ্টা করে ভূতগণ
সর্ব্বৈব বিফল হইল যখন
প্রতিঘ অন্তরে তাহারা তখন
বিরূপাক্ষ ছিল যথা সমবেত হ'য়ে তথা
করিতে লাগিল মিলি' নানান উৎপাত। ২৭

দেখে' যোগীবরে ক্রিয়ায় সংযত
ধন্যবাদ বিরূ কৈ'লা শত শত
রণে ভঙ্গ যবে দিল ভূতগণ
আনন্দ লহরী ছুটিল তখন
স্মরি' নিত্যা যোগেশ্বরী যোগপ্রিয়া কাদম্বরী
সেবনে হইল ব্রত মনের উল্লাসে
ঢালে বিরূপাক্ষ হইয়া মগন
পুনঃ পুনঃ সুধা করয়ে সেবন
দেখিতে দেখিতে প্রভূত উৎসাহ
জাগরিল প্রাণে ছুটিল প্রবাহ
জড়বৎ ভূতগণ করে সবে নিরীক্ষণ
আনন্দে উন্মত্ত বিরূ আঁখি নীরে ভাসে। ২৮

"আজি শিবাচার্য্য এসে'ছে শ্মশানে
দেখিবে শ্রীপদ কত আশা প্রাণে
আসিয়াছি আমি রক্ষিতে তাহারে
কর্ণধার হ'য়ে অকূল পাথারে
প্রবল তরঙ্গ হায় যদি হাল ছেড়ে' যায়
অসম্ভব, কখনো না থাকিতে জীবন"
ভাবিতে ভাবিতে রোমাঞ্চশরীর
কাঁপে থর থর দর্পে মহাবীর
আরক্তিম নেত্রে স্ফুলিঙ্গ ছুটিল
অলৌকিক জ্যোতিঃ অঙ্গে প্রভাতিল
ভীষণ ত্রিশূল ধরে' উগ্র মুখভঙ্গি করে'
অরিবৃন্দ পানে বিরূ ফিরায় নয়ন। ২৯

দেখিয়া বিরূর ভৈরব মূরতি
রুদ্র সম চণ্ড ভয়াবহ অতি
শিহরিল ত্রাসে যত ভূতগণ
কা'র সাধ্য বেগ করে সম্বরণ
বিকট চীৎকার করি' তূর্ণ স্থান পরিহরি'
পলায় অরাতি দল ত্যজিয়া শ্মশান
মা ভৈঃ মা ভৈঃ গর্ব্বিত বচনে
গরজিল বিরূ ভৈরব নিস্বনে
শুনিয়া সে ধ্বনি নাচে শিব মন
দ্বিগুণ উৎসাহ হইল বর্দ্ধন
ঢালে সুধা মত্ত প্রায় কপাল পূরিয়া খায়
উল্লাসে বিভোর তনু নাহি বাহ্য জ্ঞান। ৩০

কতক্ষণে পুনঃ চমকিল শব
মেলিয়া বদন চাহিল আসব
সসব্যস্তে শিব মৃতদেহ মুখে
যত চায় হালা ঢালে মনঃসুখে
হ'য়ে শান্ত মত্ত পানে সাধকের মুখ পানে
বারেক চাহিয়া শব হাসিল আবার
পুনশ্চ কুণপ হাসিল দেখিয়া
ভাবে শিবাচার্য্য বিস্মিত হইয়া
"গুরুদত্ত শবসাধন পদ্ধতি
বর্ণে বর্ণে মম কণ্ঠাগ্রে বসতি
আচরয়ে শব হেন লিপিবদ্ধ নাহি কেন
কি হেতু উল্লিখিত একি সামান্য বিকার"। ৩১

আবার সাধক রত ক্ষুণ্ণ মনে
আনন্দদায়িনী মদিরা সেবনে
তোলকে তোলকে খায় সুধা ঢালি
অসিতবরণা ধ্যায়ে নরমালী
ঘুচিল মনের গ্লানি হ'য়ে তবে বদ্ধপাণি
ডাকিতে লাগিল মায়ে ব্যাকুল অন্তর
"আসিয়াছি মাগো শুভ পদ আশে
গিয়াছে বারতা তোমার সকাশে
এসে'ছিল তাই অন্তরায় হ'য়ে
পশুরূপ ধরে' পিশাচ নিচয়ে
ভগ্নোদ্যম হ'য়ে তা'রা গে'ছে ক্রোধে দিশিহারা
জানি না কপালে কিবা আছে অতঃপর"। ৩২

"তুমি গো মা শ্যামা সর্ব্বভূতেশ্বরী
প্রকৃতি প্রধানা বিশ্বভাণ্ডোদরী
ইচ্ছাময়ী তব ইচ্ছায় সৃজন
অনন্ত জগৎ জীব অগণন
ধূলিকণা মাত্র ভবে ক্ষীরবিন্দু মহার্ণবে
বুঝিব জটিল তত্ত্ব কি সাধ্য আমার
আসি নাই মাগো বুঝিতে তোমারে
কা'র শক্তি হেন জগৎ মাঝারে
যে আশায় মাগো আসিয়াছি আমি
মনোময়ী তুমি জান অন্তর্যামী
তুমি মা অপরাজিতা জগদ্ধাত্রী জগদ্ধিতা
বিশ্বের জননী ভদ্রা প্রেমের আধার"। ৩৩

"দীন হীন মাগো দয়ার ভিখারী
এসে'ছি শরণ্যা দ্বারেতে তোমারি
রক্তাম্বুজ শুভ পদের কাঙ্গালী
মনের বাসনা পূরাও মা কালী
উর উর ভাবময়ী কৃপা কর কৃপাময়ী
দেখা দাও কর ত্রাণ ওগো দুঃখহরে
একে ত জননী ভীষণ শ্মশান
তাহে শবাধারে প্রেত বিদ্যমান
পশুরূপে এসে' গে'ছে ভূতগণ
স্বীয় রূপে এবে দিবে দরশন
বিকাশ স্বরূপ জ্ঞান কর মা অভয় দান
অসীম শক্তির কণা বিতর কিঙ্করে"। ৩৪

এইরূপে শিব গদ গদ হ'য়ে
ডাকে যোগমায়ে পড়ে অশ্রু ব'য়ে
ভাবিতে ভাবিতে দেবীর উদয়
হ'ল হৃদি পটে, দেখিয়া তন্ময়
ধ্যানেতে বিভোর হ'য়ে মহাশঙ্খ মালা ল'য়ে
সংযত হইয়া পুনঃ জপে দিলা মন
নিস্পন্দ নিথর বসি' যোগাসনে
অবিশ্রান্ত শিব জপে এক মনে
থেকে' থেকে' হর্ষে উঠে শিহরিয়া
দু'ধারে পড়ি'ছে প্রেমাশ্রু বহিয়া
মুখে মন্ত্র নাহি সরে বাহ্য জ্ঞান গে'ছে হরে'
আপনি ফিরি'ছে মালা যন্ত্রেতে যেমন। ৩৫

ক্রমে দ্বিপ্রহর গভীর যামিনী
ভীষণ তমিস্রে ব্যাপিল মেদিনী
নিঝুম শ্মশান নিষুতি ভুবন
নিস্তব্ধ পাদপ লতা গুল্ম বন
স্থির দীঘী নীল জল মন্দ বায়ু চলাচল
কেবল ঝিল্লীর রব খদ্যোত দীপন
নাসাগ্রে নয়ন করিয়া স্থাপিত
জপে মহাযোগী হ'য়ে সমাহিত
গন্ধোত্তমা পানে প্রমত্ত হইয়া
শূলী সম বিল্প র'য়েছে বসিয়া
কভু সুরবর্ত্ম পানে কভু বা সাধক পানে
চারি দিকে সমভাবে করে নিরীক্ষণ। ৩৬

এতক্ষণে যবে অর্দ্ধাধিক জপ
হ'ল সমাপন তখন কুণপ
সহসা বিকট করিল চীৎকার
অসহ্য হ'য়েছে যেন যোগীভার
ঘর্ষে দন্ত কড় মড় নিশ্বাসেতে বহে ঝড়
ক্রোধেতে বিবশ অঙ্গ চায় কটমট
ঘোর রাবে যবে শব নিনাদিল
অমনি শিবের কর্ণে প্রবেশিল
মহা কোলাহল যেন উন্মাদিনী
আসিতেছে দূরে অসঙ্খ্যবাহিনী
যত তা'রা অগ্রসর তত হ্রাদ ঘোরতর
ক্রমেই আরাব হ'ল অদ্ভুত বিকট। ৩৭

নহে ভীত বিরূ শুনিয়া সে ধ্বনি
অবশ্যসম্ভব বুঝিল সে গণি'
আসিতেছে এবে পিশাচের দল
করিয়া গগনস্পর্শী কোলাহল
আচার্য্যেরে উৎসাহিত করিবারে যথোচিত
বীরদাপে বিরূপাক্ষ করে, সম্বোধন
"আসিতেছে প্রভু বিভৎসদর্শন
নানারূপধারী ভূত অগণন
জপে বিঘ্ন হেতু যত আছে বল
করিবে সকলি নানান কৌশল
দেবযোনি মর্ত্ত্য হ'তে শক্তি ধরে বিধিমতে
বিষম সাহস প্রভু পরীক্ষা ভীষণ"। ৩৮

"কিন্তু কা'রে ভয় যে জন সাধক!
নিরখিয়া যদি মূর্ত্তি ভয়ানক
বিচলিত মন বৃথা আরাধনা
বৃথা মনোরথ দেখিতে অপর্ণা
একান্ত তদ্গত যা'রা পদলাগি' দিশিহারা
তা'রেই চিন্ময়ী শিবা দেন দরশন
বীর যোগী তা'র দেহ স্পর্শ করে
নাহি সিদ্ধ কেহ হেন শক্তি ধরে
গণ্ডী উল্লঙ্ঘিতে কা'র সাধ্য নাই
মন্ত্রপূত বৃত্ত শিবের দোহাই
চিন্ত মায়ে এক মনে নীলবর্ণা শবাসনে
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন"। ৩৯

বিন্ধুর উৎসাহ-বচন শুনিয়া
সাধকপ্রবর উঠিল মাতিয়া
পুনঃ মধুময়ী স্মরি' হৃদপ্রিয়া
ধ্যায়ে মঙ্গলারে তন্ময় হইয়া
কোন দিকে নাহি চায় এক মনে জপে যায়
অটল ভূধর সম আসনে বসিয়া
দেখিতে দেখিতে ভূত অনীকিনী
দিল দরশন সুদূরব্যাপিনী
দলে দলে তা'রা হ'ল অগ্রসর
গুহ্যকাদি রক্ষঃ ভীমকলেবর
বিধূনিয়া নভঃস্থল নিনাদে পিশাচ দল
সাধকে বেষ্টিলা এসে' শ্মশান জুড়িয়া। ৪০

প্রথমেতে এল যত ভূতগণ
নানা রূপে কত করিব বর্ণন
বিভীষণ মুখ কেহ ভীমাকার
হস্ত পরিমিত গুম্ফের বিস্তার
স্থূল ওষ্ঠ গূঢ়কেশ উরস্বান মল্লবেশ
ঘোর দন্ত নক্র সম উন্মুখ নয়ন
কেহ ক্ষীণকায় অস্থিচর্ম্মসার
জানু অতিক্রমি' বাহুর প্রসার
অন্ত্রবিরহিত গভীর জঠর
কোটরে নয়ন জ্বলি'ছে প্রখর
ক্রব্যশূন্য টোল গাল এলো থেলো কেশজাল
কুদালি দশন পাঁতি বিকট দর্শন। ৪১

কা'র ক্ষুদ্র শির কিন্তু দীর্ঘ নাসা
দন্তুর মুণ্ডিত ঘোর মন্দ্র ভাষা
ক্ষুদ্র গোল আঁখি কুট কুট চায়
প্রকাণ্ড উদর তাহে শোথ পায়
কুক্ষি ও গোদের ভারে ভূত নড়িতে না পারে
হেলে' ছুলে' থপ থপ চলে নিশাচর
পৃথুলোমা কেহ তাহে কৃষ্ণকায়
তনুরুহে চর্ম্ম দেখা নাহি যায়
দীর্ঘ জঙ্ঘা বাহু আজানুলম্বিত
দীঘল চরণ হস্ত পরিমিত
পিঙ্গল নয়ন কটা ধূসর লম্বিত জটা
পাঙ্গাশ দশনমালা দীঘল নখর। ৪২

খর্ব্বাকৃতি কা'র কেহ দীর্ঘাকার
কেহ স্থূলকায় কৃশাঙ্গ কাহার
তীব্রভাষী কেহ কা'র ঘোর নাদ
খনা স্বর কা'র কর্কশ নির্হ্রাদ
কৃষ্ণবর্ণ শুক্লদেহ পাটল ধূমল কেহ
কেহ বা ধূসর কা'র বিচিত্র বরণ
পিশাচ নিচয় এল অতঃপর
অসিতবরণ ভীমকলেবর
ঊর্দ্ধ কেশ দীর্ঘ আরক্ত নয়ন
হাতে গদা সোঁটা নানা প্রহরণ
ভালে উল্কা ভয়ঙ্করা পদ ভরে কাঁপে ধরা
কটমট উগ্রদৃষ্টি ঘরষে রদন। ৪৩

বামন আকার এল সিদ্ধগণ
হ্রস্ব পাদ পাণি ধবল বরণ
মুখে উল্কা জ্বলে ভালে ধক্ ধক্
ক্ষুদ্র চক্ষু দুটী করে ঝক্ ঝক্
দন্ত পাঁতি চিক্ চিক্ হাসে সিদ্ধ ফিক্ ফিক্
এলায়িত কেশপাশ নিটোল শরীর
এল বহুরূপী গুহ্যকের দল
শ্বেত বর্ণ কভু রোহিত শ্যামল
কভু সৌম্যমূর্ত্তি কভু বৈশ্বানর
কখনো বা হাসে গর্জ্জে ভয়ঙ্কর
কভু কা'র ব্রহ্মতলে তড়িতের শিখা জ্বলে
নিবে জ্বলে ক্ষণে ক্ষণে উল্কামুখী শির। ৪৪

আইল কর্ব্বুরবৃন্দ অবশেষে
দলে দলে ভীমকায় নানা বেশে
কেহ তালজঙ্ঘা পর্ব্বত আকার
বটজটা নিভ লোমের বিস্তার
বিপুল শরীর কা'র ভীম দৃষ্টি চক্রাকার
স্থূলোদর খর্ব্বকায় বিভৎস আকার
কা'র বা বিশাল করাল বদন
ঘৃষ্টি সম কা'র ভীষণ দশন
দীর্ঘ জিহ্বা কা'র ঠেকে'ছে উদরে
কাঁপি'ছে মেদিনী কা'র পদভরে
গজস্কন্ধ সিংহমুখ কাহার বা ভল্লমুখ
ঘোর দংষ্ট্র ব্যাঘ্র সম বদন কাহার। ৪৫

দলে দলে ক্রমে দেবযোনিগণ
নানারূপে এসে' দিল দরশন
হিহি রবে কেহ হাসি'ছে বিকট
কেহ বা গরজে হুঙ্কারে উৎকট
কেহ বা বাজায় গাল নাচে কেহ ঠোকে তাল
কটমট চায় যেন কালান্তক যম
ভ্রূকুটি করিয়া দেখায় শায়ক
কেহ শিঙ্গা ফুঁকে আঘাতে আনক
কেহ বা দুন্দুভি কেহ পেটে ঢোল
দেয় করতালী করে নানা রোল
এইরূপে নানা ভাবে, ভূতবৃন্দ ঘোর রাবে
গুরুশিষ্যবৃত্ত বেড়ি' করে পরিক্রম। ৪৬

অবিরত তা'রা দেয় ঘূরপাক
চড় চড় নাদে পেটে জয়ঢাক
বাদ্যের সংরাব গর্জ্জন নিনাদ
বিবিধ নিস্বনে অদ্ভুত নির্হ্রাদ
বিধূনিত নভঃস্থল বসুন্ধরা টলমল
যায় যেন রসাতলে থাকেনাক আর
ঘোর রাবে শিবকর্ণে লাগে তালা
অঙ্গে মিশাইল প্রাণময়ী হালা
তথাপি নির্ভীক বসি' যোগাসনে
ভূতগতি যোগী দেখে হৃষ্ট মনে
দেখিয়া সাধন ফল বাড়িল দ্বিগুণ বল
পুলকিত হেরে' মার করুণা অপার। ৪৭

সহসা হৃদয় হ'ল সশঙ্কিত
জপে বিঘ্ন দেখি' হইলা চিন্তিত
এখনো বহুল জপ অবশেষ
কোলাহলে চিত্ত হয় না নিবেশ
বৃথা নিশি ব'য়ে যায় অর্দ্ধদ্বয় যাম প্রায়
কতক্ষণ রাত্রি আর এখনি পোহা'বে
নিরূপিত জপ সাঙ্গ নাহি হ'লে
পণ্ড শ্রম যা'বে সাধনা বিফলে
হ'বে না তা' হ'লে দেবী অভ্যুদয়
তন্ত্রের বচন অব্যর্থ নিশ্চয়
ক্ষুণ্ণ হ'য়ে যোগীবর গলবস্ত্র পুটকর
এইরূপে ভূতগণে কহে দীন ভাবে। ৪৮

"ধন্য দেবযোনি তোমরা জগতে
করে'ছ সুকৃতি কিবা যাহা হ'তে
লভিয়াছ পদ মায়ের দুয়ারে
সতত নিযুক্ত আছ সেবিবারে
পাদাম্বুজ, যা'র লাগি' নরদেহী সর্ব্বত্যাগী
সাধিয়া কঠোর তপঃ না পায় দর্শন
আসি নাই আমি কাড়িতে সে পদ
কিবা তা'য় মম বাড়িবে সম্পদ
দেখিব বারেক চরণ কমল
পূজিব কুসুম দিয়া বিল্বদল
কেন তবে বিঘ্ন কর ভিক্ষা মাগি কৃপা কর
দিও না বেদনা আর লয়িনু শরণ"। ৪৯

"দারুণ নির্ঘোষে হইনু বধির
কিছুতেই চিত্ত হয়নাক স্থির
না পারি জপিতে বাজিতেছে প্রাণে
ক্ষান্ত হও সবে যাও নিজ স্থানে
দীন হীন আমা' সনে বৈরভাব কি কারণে
জন্মদুঃখী আমি মোরে হয়ো না নিদয়
যাও ফিরে' যাও জননী সকাশে
কহ গিয়া তাঁ'রে শিব বহু আশে
আসিয়াছে দ্বারে বারেক দেখিবে
শ্রীচরণ তাঁ'র যতনে পূজিবে
বল গিয়া আমা' হ'য়ে বৃথা তমা যায় ব'য়ে
তোমাদের কৃপা যদি শঙ্করী সদয়"। ৫০

শুনিয়া এতেক শিবের বচন
দ্বিগুণ ভূতেরা করিল গর্জ্জন
করে মুখভঙ্গী নানান বিদ্রূপ
হিহি রবে হাসে নাচে অপরূপ
দেখে' ভূত আচরণ হ'য়ে শিব ক্ষুণ্ণ মন
পুনঃ দেবী প্রসন্নারে করিলা স্মরণ
মর্ম্মাহত হ'য়ে ঢালে সুধা রাশি
প্রাণ ভরে' খায় বিষাদেতে ভাসি'
হইলা সহায় ত্বরা ইরা দেবী
প্রভূত উৎসাহ হ'ল তাঁ'রে সেবি'
দৃঢ় প্রতিজ্ঞার রেখা আননেতে দিল দেখা
চমকিল হেরে' তাহা প্রেত শবাসন। ৫১

"জয় পরিস্রুতা কল্যাণস্বরূপা
জয় যোগমায়া জয় বিশ্বরূপা
ইচ্ছা তব পূর্ণ হউক জননী"
এতেক কহিয়া আচার্য্য অমনি
মহাশঙ্খ মালা ল'য়ে শান্ত শুদ্ধচিত হ'য়ে
জপিতে বসিলা পুনঃ মুদিয়া নয়ন
দেখিয়া পিশাচ প্রমুখ তখন
করিল উৎপাত যত লয় মন
নিস্পন্দ নিথর হ'য়ে তদগত
জপে মহাযোগী মন্ত্র অবিরত
নাহি চায় ভূত পানে তন্ময় হইয়া ধ্যানে
ঘন ঘন ফেরে মালা জপে অনুক্ষণ। ৫২

হেথা দ্রুমতলে আসনে বসিয়া
উত্তরসাধক সংযত হইয়া
একে একে যাহা ঘটিল তথায়
নিরখিল স্থিরমতি সমুদায়
ক্ষণে ক্ষণে সুধা পান বীরমদে মত্ত প্রাণ
লেশ মাত্র নাহি ভয় বসিয়া অটল
নিরখিল বিরূ ভূত অনীকিনী
করিল উৎপাত হ'য়ে উন্মাদিনী
তথাপি সাধক দৃঢ় করি' মন
নির্ভীক নিথর জপে অনুক্ষণ
ঘোরাবেশে যোগীবর মালা ফেরে নিরন্তর
উল্লাসেতে বিরূপাক্ষ হইল বিহ্বল।৫৩

স্তম্ভিত হইল গুহ্যকাদিগণ
হেরিয়া শিবের ঐকান্তিক পণ
করিল না তা'রা আর কোলাহল
ক্ষোভিত অন্তর ব্যর্থ দেখে' বল
তখন আক্রোশে তা'রা হ'য়ে মত্ত দিশিহারা
বিরূরে বেড়িল এসে গর্জ্জিয়া ভীষণ
করিল উৎপাত না যায় বর্ণন
গুহ্যক পিশাচ সিদ্ধ ভূতগণ
বিশেষতঃ ধরি' মায়াবী রাক্ষস
বিভীষণ রূপ ক্রোধেতে বিবশ
ভূতবৃন্দে কোপান্বিত জ্ঞানাঙ্কুশে প্রণোদিত
কহিতে লাগিলা বিরূ এরূপ বচন। ৫৪

"হে সিদ্ধাদিগণ! তোমরা উত্তম
মানব অপেক্ষা পে'য়েছে জনম
হইয়াছ তাই ভবানীর দ্বারী
নিত্য সেবিতেছ চরণ তাঁহারি
অলৌকিক দেহ ধরে' এই বিশ্বচরাচরে
হইয়াছ দেবযোনি নামে অভিহিত
সেবিয়া যে পদ শুভ নিরন্তর
কতই আনন্দ উপভোগ কর
বুঝে' দেখ মনে সে চরণ লাগি'
হইয়াছে শিব যোগী সর্ব্বত্যাগী।
বারেক পূজিবে তা'য় কেন হও অন্তরায়
উৎকৃষ্ট পদবী তব নহে এ উচিত"। ৫৫

"কোথা দেবযোনি কোথায় মানব
কি শক্তি তোমায় করে পরাভব
কাতরে কিঙ্কর করি'ছে মিনতি
হও হে সদয় সাধকের প্রতি
ফিরে' যাও নিকেতনে বিরাজুক শান্তি মনে
অপরাধ ক্ষম আর দিও না ব্যাঘাত"
এবম্বিধ বিরূ করে' নানা স্তুতি
দীন ভাবে কত করিল কাকুতি
ভাবে ভূত ভীত উত্তরসাধক
পড়ে যদি ত্রাসে পলা'বে সাধক
এ হেন ধারণা করি' বিভীষণ রূপ ধরি'
দ্বিগুণ উদ্যমে করে প্রভূত উৎপাত। ৫৬

ঈদৃশ ভূতের দেখে' ব্যবহার
বাড়িল বিরূর ভাবনা অপার
দুর্দ্দান্ত পিশাচ মানেনাক মানা
কালদূত সম করিয়াছে থানা
স্তুতিবাদ করি যত বাড়ায় উৎপাত তত
বিষম বিভ্রাট এবে কি করি উপায়"
শিব ইষ্টকাম বিরূ মহামতি
জপে বিঘ্ন দেখে' চিন্তান্বিত অতি
ঢালে সুধা রাশি হুতাশে তখন
আকুল হৃদয়ে করয়ে সেবন
কি করিলে নিবারণ হয় ভূত আচরণ
ক্ষুণ্ণ মনে ভাবে তাই আশার আশায়। ৫৭

ধন্য মধুময়ী পূত কাদম্বরী
সাধক জনের প্রিয় সহচরী
মঙ্গল কামনা হইলে প্রবল
মনের আবেগে বহে নেত্র জল
তখন ব্যথিতান্তরে ভূতনাথ যোগেশ্বরে
অনুপায়ে বিরূপাক্ষ করিলা স্মরণ
"হে দেবাদিদেব ! শশাঙ্কশেখর
প্রমথেশ ভব বাঘাম্বর হর
বিতর করুণা উর উমাপতি
অপাঙ্গে বারেক চাহ ভূতগতি
কিবা ভীম অরিদল কিবা ঘোর কোলাহল
অসহ্য উৎপাত প্রভু বধির শ্রবণ"। ৫৮

"তুমি মহাযোগী সাধকরঞ্জন
হও গো সহায় বিপদভঞ্জন
ডাকি প্রভু হয়ে' আকুলি বিকুলি
বার উপদ্রব তাপ হর শূলী
উত্তরসাধক হ'য়ে আসিয়াছি প্রেতালয়ে
রক্ষ রক্ষ দেখ যেন হয় না নিরয়"
"কাতরেতে প্রভু ডাকি হে তোমায়
দূর কর ভয় হওগো সহায়"
কহিতে কহিতে বিভোরিত প্রাণ
অনিমেষ আঁখি শূন্য বাহ্য জ্ঞান
রোমাঞ্চ হইল দেহে দু'ধারেতে অশ্রু বহে
ডাকে বিরূ আশুতোষে হইয়া তন্ময়। ৫৯

স্মরিল সাধক কি মাহেন্দ্রক্ষণে
টলিল ধূর্জ্জটি ভক্তের বচনে
চাহিল শঙ্কর সাধকের পানে
চাহে আততায়ী ভূতচমূ পানে
বিগলিত শিব মন তূর্ণ এসে ত্রিলোচন
বিরূ যথা যোগাসনে দিল দরশন
ধ্যানেতে দেখিল বিরূ মহামতি
জটাজূটধারী প্রশান্ত মূরতি
মা ভৈঃ মা ভৈঃ বলে' দেখা দিল
মিশাইল অঙ্গে তড়িৎ বহিল
চেতনা পাইয়া তবে সম্বোধি' অরাতি সবে
জলদগম্ভীর স্বরে কহিলা বচন। ৬০

"রে! পিশাচ ভূত কৌণপ প্রমুখ
করিনু মিনতি জ্ঞাপিলাম দুঃখ
তথাপি তোদের এত অত্যাচার
অবাক হইনু দেখে' ব্যবহার
এখনো মিনতি করি যা রে স্থান পরিহরি'
যথেষ্ট হ'য়েছে আর বৃথা কেন বাধ
উৎপাতে তোদের কর্ণ ঝালা পালা
হেরে' গাত্র দহে দুর্ব্বিসহ জ্বালা
যেমন তোদের বীভৎস আকার
তেমতি ধিষণা বিচার আচার
বুদ্ধি বল ছিল যত সকলি ত হ'ল হত
এতেক করিলি তবু মিটিল না সাধ"। ৬১

"কিবা পুণ্য বলে উত্তম জনম
ল'য়েছিস্ তোরা অদ্ভুত মরম
করিস্ রে তোরা নীচ কর্ম্ম যত
থাকিস্ পড়িয়া কুকুরের মত
ধন্য রে পুরুষকার বলিহারি অহঙ্কার
উদ্যত সাধক সনে করিতে বিবাদ
নিত্য শ্রীমন্দিরে করিস্ বসতি
চিনিলি না তাঁ'রে কিন্তু মূঢ়মতি
মহাপীঠবাসী দেবল ব্রাহ্মণ
জানে না মায়ের মাহাত্ম্য যেমন
যোগমায়া পুত্র মোরা আজ্ঞাবহ ভৃত্য তোরা
ছাড়্ রে গরব কেন ঘটাবি প্রমাদ"। ৬২

"ভেবে'ছিস্ বুঝি ভয়াতুর হ'য়ে
ল'য়েছি শরণ আছি এত স'য়ে
জানিস্ না মূঢ় কোন শক্তি বলে
বিচরে সাধক অজেয় ভূতলে
শুভ চাস্ ক্ষান্ত হ'য়ে যা রে ফিরে' নিজালয়ে
নতুবা উচিত শাস্তি পাইবি এখন"
শুনিয়া বিরূর পরুষ বচন
শম্ব নিভ ঘোর গর্জ্জে ভূতগণ
গণ্ডী উল্লঙ্ঘিতে নাহিক শকতি
আক্রোশে উন্মত্ত ভৈরব মূরতি
ক্রোধ ভরে নিশাচর হইয়া প্রচণ্ডতর
সাধকে ধরিতে করে বাহু বিস্তারণ। ৬৩

রুদ্র বলে বিরূ হ'য়ে বলীয়ান
নির্ভীক অটল ভূধর সমান
উদ্যত পিশাচ যবে ধরিবারে
দীর্ঘভুজ হ'য়ে বৃত্তের মাঝারে
ক্রোধে জ্বলে শূলধর জ্বলে যথা বৈশ্বানর
হুতস্পর্শে অর্চ্চি রাশি করে' বিকীরণ
বৃত্তে দাঁড়াইয়া ধরি' ভীম শূল
লক্ষিয়া সাধক চণ্ড অরিকুল
মেঘমন্দ্রাধিক ভৈরব নিস্বনে
হুঙ্কারে সম্বোধি' মত্ত ভূতগণে
"দূর্ রে পিশাচ ভূত দূর্ অভাগিনী পুত
দূর্ রে দুর্ম্মতি সাধ শূলী সনে রণ"। ৬৪

দর্পে মহাবীর কাঁপে থর থর
ঊর্দ্ধ লোমরাজি স্ফীত কলেবর
জ্বলন্ত রক্তিম ভীষণ নয়ন
বাল অর্ক নিভ আরক্ত বদন
খসে বস্ত্র রোষ ভরে শূলাগ্রে বিদ্যুৎ খরে
ত্রিপুর নাশিতে চণ্ড যথা মহাকাল
হেরে' উগ্ররূপ পিনাকী সমান
আতঙ্কে সবার চমকিল প্রাণ
ঝলসিল অঙ্গ যাহারা উদ্যত
ধরিতে বিরূরে হইয়া উদ্ধত
দারুণ চীৎকার করি' ভূতাদি সমূহ অরি
নিমেষে অদৃশ্য হ'ল অনন্তে বিশাল। ৬৫

দম্ভোলির ভীম নির্ঘোষ যেমন
দিগন্ত মণ্ডল করি' আলোড়ন
মিশায় ক্রমশঃ অম্বরেতে গিয়া
তেমতি চৌদিক ঘোর বিধূনিয়া
কাঁপাইয়া পিতৃবন অন্তর্হিত ভূতস্বন
বিলীন হইল গিয়া অসীম আকাশে
মা ভৈঃ মা ভৈঃ উত্তরসাধক
গর্জ্জে রিপুকুল হ'লে পলাতক
নাচে থেই থেই আনন্দে মগন
আশ্বাস সফল হইবে সাধন
উল্লাসেতে যোগীবর আশিসিয়া বহুতর
হেরে' বিল্ল গুণপনা আঁখি নীরে ভাসে। ৬৬

অবশেষ মাত্র সপ্তমাংশ জপ
হেন কালে পুনঃ শিহরে কুণপ
ঢালে শিব সুধা মুখশুদ্ধি দেয়
পান সাঙ্গ হ'লে যোগী পানে চায়
বিষাদের রেখা মুখে ভাবে প্রেত মনোদুঃখে
সাধক প্রভাবে ব্যর্থ দেবযোনি বল
দেখিতে দেখিতে চণ্ড রূপ ধরি'
গর্জ্জিল কুণপ মুখভঙ্গি করি'
নিরখিয়া যোগী শব রূপান্তর
বুঝিল আবার বিঘ্ন ঘোরতর
এতেক ভাবনা করি' পুনঃ প্রসন্নারে স্মরি'
পানে রত যোগীবর হইয়া বিকল। ৬৭

দেবীর প্রসাদে হ'ল বিদূরিত
মনের ভাবনা শান্ত হ'ল চিত
বাড়িল উৎসাহ হর্ষ উথলিল
আবেগে রোমাঞ্চ নয়ন বহিল
তখন উল্লাসে শিব কৃতাঞ্জলি উর্দ্ধগ্রীব
পুনঃ অম্বা যোগাদ্যার আরম্ভিলা স্তব
"মাগো! কত দয়া তব বরাভয়ে
নতুবা জননী পিশাচ নিচয়ে
যায় কি কখনো ত্যজিয়া শ্মশান
ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে' কৃতান্ত সমান
নিবারিব পুণ্যজনে হৃদি কাঁপে দরশনে
কি সাধ্য আমার হ'য়ে সামান্য মানব"। ৬৮

"তোমার কৃপায় পাইনু নিষ্কৃতি
কিন্তু মনে কেন পুনঃ হয় ভীতি
যেন কি অদ্ভুত ঘোর অন্তরায়
নাহিক বিলম্ব হ'বে পুনরায়
কেন মাতঃ ক্ষণে ক্ষণে হেন দুর্ব্বলতা মনে
না পারি বুঝিতে, ধন্য মহিমা তোমার
উর কৃপাময়ী অনাহত পুরে
হেরে' শুভপদ ভয় যা'ক দূরে
সদানন্দময়ী তুমি দুঃখহরা
প্রপন্নপালিনী শক্তি পরাৎপরা
ভবরূপ পারাবার দুস্তর হইতে পার
তোমার না হ'লে দয়া সাধ্য আছে কা'র"। ৬৯

"কেন যোগীজন পুণ্য সহস্রার
করে না ক্ষরণ নিত্য সুধাধার
কেন উপজয়ে অসঙ্খ্য বিকার
কেন শুভপদ হয়নাক সার
বিকাশ নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ভাবিত হ'ক সত্য
ঘুচাও আঁধার মাগো উর গাঢ়ময়ী
পড়ে'ছি সঙ্কটে ত্তার গো তারিণী
তুমি যে মঙ্গলা বিপদবারিণী
বিষম পরীক্ষা দুরূহ সাধন
কর গো উদ্ধার বিঘ্নবিনাশন
বিপন্নে করুণা কর দেহ বল ভীতি হর
রক্ষ মাতঃ বরাভয়ে উর জ্যোতির্ম্ময়ী"। ৭০

এইরূপে শিব তন্ময় হইয়া
ডাকে যোগমায়ে প্রেমপূর্ণ হিয়া
দেখিতে দেখিতে সাধক বিহ্বল
বাহ্যেন্দ্রিয় সব হইল বিকল
অভ্র পানে একদৃষ্টে চে'য়ে যোগী মনাবিষ্টে
ধ্যায়ে অম্বা শিবানীরে আনন্দে অপার
হেথা বিতাড়িত যবে অরিদল
মহোল্লাসে বিরূ হইয়া বিহ্বল
বিরহিত বাহ্যজ্ঞান বদ্ধ করে
ধ্যায়ে শিতিকণ্ঠ মৃড় গঙ্গাধরে
দোঁহেই তন্ময় হ'য়ে প্রেমাম্বু পড়ি'ছে ব'য়ে
বিভোর আপন ভাবে দোঁহে নির্ব্বিকার। ৭১

কতক্ষণে বিরূ পাইয়া চেতন
অপরূপ দৃশ্য করে নিরীক্ষণ
সচকিতে ভাবে সত্য কি স্বপন
পুনঃ পুনঃ করে নয়ন মর্দ্দন
ভেবে' ঠিক নাহি পায় চারি দিকে ফিরে' চায়
স্তম্ভিত হইয়া মোহে হেরে লেখ্য প্রায়
"কোথায় বা সেই বিজন শ্মশান
কোথা বিরিঞ্চির দীর্ঘিকা মহান
কোথা স্তব্ধ বন বিস্তীর্ণ প্রান্তর
কোথা শবাদির দৃশ্য ভয়ঙ্কর
কোথায় বা প্রেতভূম কোথা সেই মহাদ্রুম
আছিলাম সমাসীন যাহার তলায়"। ৭২

"এ যে হেরি রম্য প্রমোদ কানন
মনোহারী দৃশ্য নয়নরঞ্জন
সোপানে মণ্ডিত দিব্য সরোবর
মর্ম্মর নির্ম্মিত প্রাসাদ সুন্দর
হীরকাদি মুকুতায় জড়িত কি শোভা তা'য়
ঝলসে নয়ন হেরে' বিদ্যুৎ আলোক
কৃত্রিম পর্ব্বত আরাম মণ্ডপ
কুঞ্জবন ফুল্ল কুসুম পাদপ
উপল মূরতি শিলাসন আর
সুগন্ধি ফোয়ারা দীপস্তম্ভ সার"
হেরিয়া মঞ্জুল শোভা দিবিষদ মনোলোভা
ভাবে বিরূ একি দৃশ্য এবা কোন লোক। ৭৩

"বহিছে মৃদুল মলয় সমীর
দোলে শাখীদল কাঁপে সর নীর
কোকিল ঝঙ্কারে ভ্রমর গুঞ্জরে
কলয়ে মরাল শিখী নৃত্য করে
যে দিকে ফিরাই নেত্র মঞ্জু ছবি পুণ্য ক্ষেত্র"
স্তব্ধ হ'য়ে ভাবে বিরূ এলাম কোথায়
"এই কি সুষমা বৈজয়ন্ত পুরী
নন্দনের ছবি এই কি মাধুরী
এই কি আলয় যথা বিদ্যাধরী
করে বসবাস অপ্সরা কিন্নরী
শবাসনে বাপীকুলে যোগী, আমি নীপ মূলে
কি করে' বা অকস্মাৎ এলাম হেথায়"। ৭৪

এইরূপে বিরূ স্তম্ভিত হইয়া
কেলিদ্রুমমূলে ভাবি'ছে বসিয়া
হেন কালে শ্রুত হ'ল আচম্বিৎ
বামাকণ্ঠস্থত কাকলী সঙ্গীত
শুনিয়া কামিনী সুর অলৌকিক সুমধুর
সুবুদ্ধি, রহস্য কিবা বুঝিল তখন
মা ভৈঃ মা ভৈঃ উত্তরসাধক
গর্জ্জে বীরদাপে লক্ষিয়া সাধক
"সাবধান এবে সুরবারাঙ্গনা
আসিতেছে দেব করিতে ছলনা
কিবা ঘোর প্রলোভন কুহকিনী বিভাবন
সাবধান প্রায় শেষ শৃঙ্গে আরোহণ"। ৭৫

"ক্রম-দীক্ষা কালে করে'ছ যে পণ
অগ্নি সাক্ষী করি' বারেক স্মরণ
কর যোগীবর, পদের সম্মান
দেখ যেন থাকে হারায় না জ্ঞান
মহাবিদ্যা শুভ পদ চিন্ত মনে কোকনদ
কি ছার অবিদ্যা যা'র সাধনায় মন"
ধ্যানে মগ্ন শিব ছিল এতক্ষণ
বিন্ধুর হুঙ্কারে ঘু'চিল স্তম্ভন
সচকিতে যোগী দৃশ্য নিরখিয়া
শুনিলা বচন অবাক হইয়া
বিন্ধু বাক্যে সশঙ্কিত হ'য়ে ত্বরা সমাহিত
জপিতে বসিলা পুনঃ মুদিয়া নয়ন। ৭৬

বাদ্য তন্ত্রী সহ একতান ধরি'
যূথে যূথে যত ত্রিদিবসুন্দরী
অট্টালিকা হ'তে নিষ্ক্রান্ত হইয়া
রূপের ছটায় দিক উদ্ভাসিয়া
মঞ্জীর শিঞ্জিত সনে মধুর সঙ্গীত স্বনে
অখণ্ড শোভনা পুরী করে আমোদিত
খঞ্জন নয়ন চারু স্তনধরে
ঘোর ঘনালক কান্তি মদ ভরে
মণি মুক্তা নানা রত্ন অলঙ্কারে
দুকূল বসন পুষ্পভূষা ভারে
সরসীর তীরে যথা যোগাসনে শিব তথা
মন্থর গমনে এসে হ'লা উপনীত। ৭৭

নীলাম্বর সহ কোন চন্দ্রাননী
কাদম্বিনী মাঝে শোভে সৌদামনী
পীত পটে কা'র সুধাংশু বদন
কাঞ্চনে ভূষিত হীরক যেমন
কা'র শুক্ল রক্ত বাস কা'র বা বিচিত্র বাস
সকলি হেমাঙ্গে কিবা শোভে অনুপম
গীতোত্থিত কিবা মধুর নিস্বন
মৃদঙ্গ মন্দিরা বীণার ক্বণন
কিবা অঙ্গহার নর্ত্তন চাতুরী
কটাক্ষের কিবা ভঙ্গিমা মাধুরী
আচার্য্যে বেষ্টন করি' নাচে গায় বিদ্যাধরী
বিমোহিত বিরূ হেরে' দৃশ্য মনোরম। ৭৮

নৃত্য গীত বাদ্য হ'লে সমাপন
মুখ্যা বিদ্যাধরী ল'য়ে সুশোভন
কনক নির্ম্মিত বরণের থালা
সুসজ্জিত যাহে গন্ধ পুষ্পমালা
পিকবিনিন্দিত স্বরে মৃদু হাসি বিম্বাধরে
যোগাবিষ্ট আচার্য্যেরে কৈ'লা সম্বোধন
"হে সাধক শ্রেষ্ঠ! পুরুষরতন
চাহ হে বারেক মেলিয়া নয়ন
দেখ প্রভু চে'য়ে সেবিতে চরণ
দাসী তব হেথা যত সখীগণ
হেরে' তব যোগীবেশ প্রাণ কাঁদে হৃদয়েশ
বিদরয়ে হিয়া দেখে' মলিন বদন"। ৭৯

"কিবা হেতু এত কঠোর সাধনা
কি ফল লভিবে হেরে' ত্রিনয়না
ভঙ্গুর এ দেহ নশ্বর জীবন
বিড়ম্বনা তবে কেন অকারণ
দুর্লভ জনম ল'য়ে ভ্রমিতেছ যোগী হ'য়ে
উপেক্ষা করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যপালন
সেই ভাগ্যবান জগৎ মাঝার
বিষয়াদি সুখ সম্ভোগ যাহার
কর চিরন্তন প্রথানুসরণ
বৃথা কেন কাল করহ ক্ষেপণ
চাহ ওহে যোগীবর হের পুণ্য সরোবর
কল্পবৃক্ষ সম ওই শান্তি নিকেতন"। ৮০

"জানিনাক তব সাধনা কেমন
পূতিগন্ধ শব হ'য়েছে আসন
ব্রাহ্মণ হইয়া হেন ম্লেচ্ছাচার
হইয়া কোবিদ এই কি বিচার
কিবা ভ্রমে পড়িয়াছ প্রাণীধর্ম্ম ভুলিয়াছ
কেন ক্লেশ তা'র তরে নাহি যা'র সীমা
যে ক্ষণে হেরে'ছি মোহন মূরতি
তোমাতেই মম রতি গতি মতি
এস এস বঁধু হৃদয়ের ধন
রাখিব যতনে সেবিব চরণ
পরিহরি' নারী সঙ্গ শ্রীহীন হ'য়েছে অঙ্গ
গৌরকান্তি দেহে আহা! ঢেলে'ছে কালিমা"। ৮১

শুনিয়া অপ্সরা কপট বচন
স্মিত আস্তে শিব মেলিয়া নয়ন
বিদ্যাধরী পানে বারেক চাহিয়া
প্রিয় সম্ভাষণে কহে সম্বোধিয়া
"মধু বাক্য শুনে' সুখী হইলাম ইন্দুমুখী
আকিঞ্চনে তব কত পাইলাম প্রীতি
অক্ষয়যৌবনা চিরন্ত ষোড়শী
দ্বিজরাজনিন্দ অমল রূপসী
দেব উপভোগ্যা তুমি বরাননে
নরের আরাধ্যা ওগো দিবাঙ্গনে
অঘোর সন্ন্যাসী আমি কপালিনী অনুগামী
সুধাপান প্রেত সঙ্গ মম এই নীতি"। ৮২

"গোত্র যদি দিত সময়ে অম্বিকা
হ'ত পুত্রী মম তব বয়োধিকা
প্রেমালাপ মম সনে সুহাসিনী
শোভা নাহি পায় কন্যা স্বরূপিনী
নিশীথিনী ব'য়ে যায় হয়োনাক অন্তরায়
এখনো জপিতে বহু আছে অবশেষ"
এতেক কহিয়া সাধকপুঙ্গব
আরম্ভিলা জপ সেবিয়া আসব
শুনিয়া ভামিনী আচার্য্য বচন
লাজে অবনত করিয়া বদন
ভগ্নোদ্যমে উগ্র বামা হইয়া বিদ্বেষকামা
নীপ তলে বিন্ধ্য যথা করিলা প্রবেশ। ৮৩

হেথা বিরূপাক্ষ শঙ্কর কৃপায়
বসিয়া অজেয় কদম্ব তলায়
পরাস্ত যখন হ'ল সুরাঙ্গনা
সাধক সকাশে হ'য়ে ফুল্লমনা
পূর্ণ পাত্র সুধাপানে বিভোর কপর্দ্দী ধ্যানে
শিব নেত্রে শিব ইষ্ট করি'ছে ভাবনা
হেন কালে তথা সখীগণ সনে
অমরমোহিনী নূপুর শিঞ্জনে
রূপে পুণ্য ভূমি ক'রে আলোকিত
বিরূ সন্নিধানে হ'য়ে উপনীত
মৃদু হাসি মধু স্বরে কহে বামা শূল ধরে
অপ্সরাপ্রধানা পদ্মপলাশলোচনা। ৮৪

"নিমীলিত নেত্রে ওহে দ্বিজবর
ভাবিতেছ কিবা ব্যাকুল অন্তর
নবীন বয়সে সন্ন্যাসীর সনে
বৃথা কেন ভ্রম আশার ছলনে
মরুভূমে মরীচিকা বারি ভ্রমে বিভীষিকা
নিশার স্বপনে কিম্বা অলীক বৈভব
গুরু তব বৃদ্ধ হ'য়ে ভীমরতি
হারা'য়েছে জ্ঞান স্থির নহে মতি
বাতগ্রস্ত হ'য়ে বিঘোর চিন্তায়
অন্ত নাহি যা'র ভাবে কল্পনায়
তত্ত্বের অতীত যেই কখনো কি মেলে সেই
অসম্ভব যাহা কভু হয় কি সম্ভব"। ৮৫

"করুক সন্ন্যাসী যেবা ইচ্ছা মনে
অনুদ্দেশে কেন ভ্রম তা'র সনে
পে'য়েছ যৌবন উত্তম জনম
নীরোগ শরীর কান্তি অনুপম
এসে'ছ দু'দিন তরে বৃথা কাজে যায় হ'রে'
কালোচিত ধর্ম্ম যাহা করহ পালন
পুণ্য বলে তব হেথা আগমন
হেরিতেছ যাহা নন্দন কানন
সুরেন্দ্রনর্ত্তকী মোরা বিদ্যাধরী
সমগ্র পুরীর আমি অধীশ্বরী
অতুল ঐশ্বর্য্য মম বিহরি ধনদ সম
কত মোরে আখণ্ডল করয়ে তোষণ"। ৮৬

"এস এস প্রভু মম নিকেতনে
বসাইব তোমা হৃদি-সিংহাসনে
মনঃপুষ্পে তব পূজিব চরণ
দিব প্রাণ বলি ওহে প্রাণধন
এস এস শশধর যোগী সঙ্গ পরিহর
হ'বে মম সর্ব্বেশ্বর হৃদয়রঞ্জন"
স্মরহর যা'র হ'য়েছে সহায়
কি করিবে তা'র কুহক মায়ায়
শুনিয়া সাধক অপ্সরা বচন
ঢুলু ঢুলু আঁখি মেলিয়া তখন,
অসামান্য রূপরাশি ভাব ভঙ্গি সুধা-হাসি
অনিমেষ নয়নেতে করে নিরীক্ষণ। ৮৭

ঘৃণায় বিরূর হ'ল গাত্রদাহ
আক্রোশে ছুটিল শোণিত প্রবাহ
দেখিতে দেখিতে আরক্ত বদন
বিস্ফারিত ঘোর রক্তিম নয়ন
কুটিল ভ্রূভঙ্গি করি' সম্বোধিয়া বিদ্যাধরী
কহিতে লাগিলা হেন পরুষ বচন
"দেব অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া
রূপের গরবে প্রমত্ত হইয়া
নাহি বিশ্ব মাঝে তব প্রলোভনে
মুগ্ধ নয় যেবা বুঝিয়াছ মনে
জান না কি শক্তি বলে সাধকেরা ভূমণ্ডলে
অক্ষুণ্ণ প্রভাব সহ করে বিচরণ"। ৮৮

"অলৌকিক রূপ অক্ষয় যৌবন
পুরী মনোরমা নানা রত্ন ধন
পেয়েছ সকলি তথাপি ললনা
ত্রিবিষ্টপ মাঝে তুমি বারাঙ্গনা
পর পুরুষের সনে বিহর প্রফুল্ল মনে
পরিহরি' লজ্জা ভয় রমণীভূষণ
পুরীষ সমান যে জন গণিকা
পর সোহাগেতে যা'দের জীবিকা
অস্পৃশ্য সামান্যা সঙ্গ করে যেই
শূকর সদৃশ নরাধম সেই
গেহ যা'র বেশ্যালয় নহে তা'র পাপক্ষয়
সাধে যদি মহাকৃচ্ছ্র ব্রত চান্দ্রায়ণ। ৮৯

"গৃহে ভার্য্যা মম সতী গুণবতী
যা'র স্পর্শে হই পুলকিত অতি
নরকের সহ স্বর্গের তুলনা
এসেছ হেথায় করিতে ছলনা
মোহিতে সাধকবরে এসেছ গরব করে
ধন্য তোর প্রগল্‌ভতা দূর মায়াবিনী
শুভ ইচ্ছা যদি পরিহর স্থান
নতুবা করিব উচিত বিধান
বাঁধিয়া কবরী ঘুরাইব শূলে
দক্ষিণ সাগরে নিক্ষেপিব তুলে
দর্পহারী শূলী আমি নিখিল শ্মশান স্বামী
শরণ্য শরণাগতে দূর কুহকিনী"। ৯০

শুনিয়া বিরূর শেল সম বাণী
হেরে' চণ্ড রূপ যথা শূলপাণি
সুরাঙ্গনা যত পলাইল ত্রাসে
নিরখিয়া বিরূ মহানন্দে ভাসে
"জয় ভূতনাথ ভব ধন্য ঈশ কৃপা তব
সাধনা সমাপ্ত প্রভু বুঝি এতক্ষণে"
তূর্ণ শিব জ্যোতিঃ ভাতিয়া গগন
হ'ল অন্তর্হিত সাধক তখন
পানাধিক্য হেতু বিবশ হইয়া
মহীরুহ মূলে পড়িল ঢলিয়া
কোথায় সে শম্ভুরূপ দৃশ্য সেই অপরূপ
সকলি ফুরা'ল যথা নিশার স্বপনে। ৯১

হ'ল সমাপন নিরূপিত জপ
ভয়ঙ্কর রবে প্রেতাত্মা কুণপ
উপুড় হইয়া হারা'ল চেতনা
সাঙ্গ হ'ল এবে দুরূহ সাধনা
উল্লাসেতে নাচে প্রাণ হ'বে দেবী অধিষ্ঠান
নয়ন মেলিয়া শিব চাহিলা তখন
হেরিলা সাধক পুনঃ সে মশান
ঘোরদৃশ্য সেই বিরিঞ্চি শ্মশান
হেরে বিরূপাক্ষ ধূলায় লুণ্ঠিত
তৈলশূন্য দীপ প্রায় নির্ব্বাপিত
শৃগালের ভীম নাদ অতিবেল ঝিল্লী হ্লাদ
স্থানে স্থানে আশীবিষ গরজে ভীষণ। ৯২

উদ্বিগ্ন হইয়া সাধক তখন
এ দিক সে দিক করে নিরীক্ষণ
অন্তরীক্ষ পানে একদৃষ্টে চায়
মুহুর্ম্মুহু কা'র দেখা নাহি পায়
আঁধার অবনিতল অন্ধকার নভঃস্থল
চারি দিকে ঘোর ঘটা ভৈরব শ্মশান
আকুল হৃদয়ে ডাকে মহামায়ে
"এস গাঢ়ময়ী পূজি রাঙ্গা পায়ে
বহু কষ্টে মাগো সমাপ্ত সাধনা
কৃপাময়ী শিবা উর শবাসনা
থেক না নিদয়া হ'য়ে এস মাতঃ বরাভয়ে
জুড়াই গো প্রাণ হেরে' হও অধিষ্ঠান"। ৯৩

"এ কি হ'ল কেন দেখা নাহি পাই
হতাশ্বাস অহো! কা'রে বা সুধাই
করিনু সাধনা যথা তন্ত্রে লেখা
তবে কেন তাঁ'র পাইনাক দেখা
সর্ব্বৈব কি অলীকতা পণ্ড শ্রম বাতুলতা
ভ্রমান্ধ হইয়া মম কাটিল জীবন
অসহ্য যাতনা মর্ম্মান্তিক ব্যথা
মিথ্যুক শঙ্কর মিথ্যা তন্ত্র কথা
নিক্ষেপ পুস্তক জাহ্নবীর জলে
দগ্ধ কর মঠ যা'ক রসাতলে
পঞ্চমুণ্ডী ফেল তুলে' অবিলম্বে বিল্বমূলে
আঘাত কুঠার তূর্ণ কর উৎপাটন"। ৯৪

হতাশেতে শিব ব্যথিত হইয়া
খায় সুধা ঢালি' কপাল পূরিয়া
মনের আবেগে নয়নের জল
তিতিয়া আনন বহে অবিরল
অনুমাত্র শান্তি নাই ভাবে শিব একজাই
"কঠোর সাধনা করি' এই হ'ল শেষে
করিতাম যদি বিজ্ঞানালোচনা
কিম্বা শিখিতাম জন্যগুণপনা
গণ্য মান্য হ'য়ে লভি' উচ্চ পদ
থাকিতাম সুখে হইত সম্পদ
বুদ্ধিভ্রংশ হ'য়ে মম দিন গেল ক্ষিপ্ত সম
হ'লনাক কোন কাজ ভ্রান্তির আবেশে"। ৯৫

"হইয়াছি বৃদ্ধ দারাপুত্রহীন
নাহি পরিজন ক্রমে তনু ক্ষীণ
নিষ্ফল জীবন কি ফল রাখিয়ে
ঘুচাব জঞ্জাল বিসর্জ্জন দিয়ে"
এইরূপে হতজ্ঞান হ'য়ে শিব খরশান
অসি ল'য়ে আত্মঘাতে হইলা উদ্যত
সহসা অদ্ভুত আলোকে গগন
হ'ল উদ্ভাসিত, ছে'য়ে পিতৃবন
পড়িল সে বিভা, আচার্য্য তখন
সচকিতে চায় তুলিয়া বদন
হেরিল অম্বর পথে কনক বিমান রথে
অসঙ্খ্য বিবুধবৃন্দ তথা সমাগত। ৯৬

বিমানে আরূঢ় যত দেবগণ
করে জয়ধ্বনি পুষ্পবরিষণ
বাজিল দুন্দুভি হ'ল শঙ্খনাদ
অনন্ত ব্যাপিয়া মঙ্গল নির্হ্রাদ
গাইল কিন্নরগণে জয়গীত তার স্বনে
বিমুগ্ধ হইয়া শিব হেরিল সকল
দেখিতে দেখিতে সুনীল গগনে
হইলা উদয় দেবী শবাসনে
অবতীর্ণ ক্রমে ভূতলে প্রতিমা
স্থিবা অপরূপ অঙ্গের নীলিমা
হেরিয়া সে মূর্ত্তি অসি অমনি পড়িল খসি'
উল্লাসে মগন তনু সাধক বিহ্বল। ৯৭

ইতি শিবাচার্য্যঠাকুরকাব্যে শবসাধন নাম
তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

স্নুদূর গগনে বিমানারোহণে
মঙ্গল বাদন হ'লে সমাপন
শচীপতি সহ যত দেবগণ
মহাদেবী সন্নিধানে তেজঃপুঞ্জ ঋষি পানে
সমুৎস্থক হ'য়ে র'য়েছে চাহিয়া
সশঙ্কিত কাঁপে দুর দুর হিয়া
কে জানে কি যোগীবর মোহবশে যাচে বর
ব্যগ্র ভাবে তাই তা'রা করি'ছে ভাবনা
মনে জানে সবে অমঙ্গল ন'বে
দ্রাবিণ প্রয়াসী নহে ত সন্ন্যাসী
মহাজ্ঞান মোক্ষপদ অভিলাষী
তথাপি কি পাপ মন সন্দিহান অনুক্ষণ
দেবাসুর মর্ত্ত্য সবার সমান
খ্যাতি প্রতিপত্তি বিভব যাহার
স্বল্প বিঘ্ন হ'লে পরে নিশি দিন ভেবে মরে
অক্ষুণ্ণ প্রভাব র'বে নিয়ত কামনা। ১

জটিলরূপিণী কিবা বিমোহিনী
অনির্ব্বচনীয় শকতির বলে
এ ঘোর সংসারে জগতীর তলে
ভুলা'য়ে রেখে'ছ জীবে জ্যোতির্ম্ময়ী ধন্য শিবে
চিন্তাশীল মহা মহা বুধগণ
যুগ যুগান্তর করিয়া মনন
পাইল না অন্ত যাঁ'র কিবা সাধ্য আছে তা'র
বুঝিবে সে তত্ত্ব, যে গো বিষয়ে মগন
কালি ছিল যাহা আজি নাহি তাহা
পুনঃ কল্য যা'রে চক্ষে দেখি নাই
কোথা হ'তে আজি উপজিল তাই
এইরূপে অবিরত দৃশ্যমান বস্তু যত
কালের অনন্ত স্রোতে ভেসে' যায়
ভ্রমেও কি জীব কভু ভাবে তা'য়
কিবা ঘোর মায়া জাল জানে না যে মহাকাল
নিরন্তর বিস্তারিয়া করাল বদন। ২

হেথায় সাধক পড়ে না পলক
ঘোরাবিষ্ট হ'য়ে হেরে ত্রিনয়না
জ্ঞানপ্রদায়িনী অসিতবরণা
পদতলে মুক্ত জীব মহাযোগী সদাশিব
ধূলায় ধূসর নাহি বাহ্য জ্ঞান
সমাধিস্থ হ'য়ে করে তাঁ'র ধ্যান
কহে শম্ভু শিক্ষা ছলে শব সম নাহি হ'লে
মেলে না সে পদ কভু যোগী মনোহর

ব্যাঘ্রচর্ম্মপরা নীলকলেবরা
অগাধ জলধি শ্বাপদসঙ্কুল
মহারণ্য সম দুর্গম অকুল
এ ঘোর সংসার ছায়া ব্যক্ত করে মহামায়া
লম্বোদরী বামা মাতৃ-স্বরূপিণী
অনন্ত প্রপঞ্চ বিশ্বপ্রসবিনী
করাল বদন ধরি' লোল জিহ্বা ভয়ঙ্করী
সংহার-রূপেতে কহে জগৎ নশ্বর। ৩

জগৎমঙ্গলা ভকতবৎসলা
তদ্গত হইয়া যে করে ভাবনা
কৃপাময়ী তা'র পূরান কামনা
সে কারণে খর্ব্বাকৃতি যোগীহৃদে সদা স্থিতি
সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তরী অসি সম্বলিত
কহে মাতা বুদ্ধি বিবেক সহিত
নাশ ঘোর রিপু দলে তাই মুণ্ড মালা গলে
জটায় জটিল পাশ বিকাশে মায়ার
জ্ঞানের স্বরূপ কিবা অপরূপ
শোভে ভাল মাঝে তৃতীয় নয়ন
মায়ার বন্ধন করিতে ছেদন
কহে মাতা জ্ঞান-বলে সহস্রায় তাহা হ'লে
অমৃত বহিবে, কপাল পূরিয়া
থাক পান করি' বিভোর হইয়া
নাগিনী জড়িত দেবী প্রকাশে যে সুধাসেবী
কালকূট সম তা'র কি ছার সংসার। ৪

আপাদ মস্তক হেরি'ছে সাধক
অনিমেষ নেত্রে দেবীর মূরতি
করাল বদন ভয়াবহ অতি
তীব্র নাদে অবিরত গরজে পন্নগ যত
আকর্ণবিস্তৃত রক্তিম নয়ন
দীর্ঘ জিহ্বা সহ ভীষণ দশন
ধূম্রবর্ণ জটাজাল তাহাতে জড়িত ব্যাল
লোহিতাক্ত নরমুণ্ড বিকটদর্শন
স্থূল কলেবর প্রকাণ্ড উদর
হানে শম্পা যথা কৃপাণী কৃপাণ
ভালে নেত্র জ্বলে পাবক সমান
বৃহৎ খর্পর করে লোলুপ রুধির তরে
কিবা গাঢ় নীল অঙ্গের বরণ
শাললতা নিভ পীবর চরণ
পদপ্রান্তে জটাধর মহাশ্বেত মহেশ্বর
তা'র কি বিশাল কুক্ষি বিগ্রহ তেমন। ৫

বুঝিল না তত্ত্ব রূপের মহত্ত্ব
ভাবে শিব মনে "কেন যোগীগণ
মায়ের এ মূর্ত্তি করিতে দর্শন
সাধে ঘোর মহাতপ অগণন করে জপ
ভাগ্যে যদি ঘটে নিরখিয়া মায়
জানিনাক তা'রা কিবা সুখ প্রায়
বুঝিতে নারিনু মর্ম্ম হয়িনু গলদ্‌ঘর্ম্ম
কেন এ অশান্তি মম উপজিল প্রাণে"

"নিরখিয়া মার বীভৎস আকার
অনুমাত্র আমি তৃপ্তি নাহি পাই
কপালে কি পুনঃ আছে ভাবি তাই
বারম্বার হেরি যত বাড়ে মনে ভীতি তত
উল্লাসে কোথায় নাচিবেক প্রাণ
বিষাদ-তরঙ্গে হ'ল ভাসমান
হ'ল যদি ভাগ্যোদয় চিত্ত কেন স্থির নয়
চাহিতে না পারি আর বিগ্রহের পানে"। ৬

এইরূপে শিব হ'য়ে ঊর্দ্ধগ্রীব
কখনো বা ভয়ে নত করে' শির
হেরে ভবানীর বিপুল শরীর
ভাবে মনে যোগীবর "একি রূপ ভয়ঙ্কর
ফণা ধরে' কিবা গর্জ্জে বিষধর
কিবা নেত্র ভালে জ্বলি'ছে প্রখর
বৃহৎ জঠর কেন বীভৎস নৃমুণ্ড হেন
কেনই বা উত্তমাঙ্গে হেন জটাভার
বিষাণ সমান অসি খরশান
বাম করে কিবা করে ঝক্ ঝক্
কিবা ঘোর দংষ্ট্র দৃষ্টি ভয়ানক
লক্ লক্ জিহ্বা করে দেখে' হৃদি কাঁপে ডরে
লটপট সটা হলাহল খে'য়ে
ব্যোমনেত্রে কিবা আছে শিব চে'য়ে
হেরি যত মূর্ত্তি পানে বাড়ে শঙ্কা তত প্রাণে
কি জানি এবে কি মনে আছে মোক্ষদার"। ৭

হেরে' মহামায়া বিভীষণ কায়া
ক্রমে আচার্য্যের আতঙ্ক বাড়িল
ছুটিল নিদাঘ অঙ্গ শিহরিল
"পুনঃ একি দেখি শিবা প্রচণ্ড নয়ন কিবা
কিবা অট্ট হাসি লোহিত দশন
লম্বিত রসনা অহো! কি ভীষণ
বুঝি বা প্রলয় তরে প্রকাণ্ড কপাল করে
ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসিতে কিম্বা বাড়া'য়ে উদর"
এতেক কহিয়া জ্ঞান হারাইয়া
ভয়ে শিবাচার্য্য কাঁপে ঠক্ ঠক্
হ'ল বাকরোধ নড়েনা পলক
দ্রুত পলাইল হালা হস্তচ্যুত জপমালা
বিস্ফারিত আস্য ঊর্দ্ধনেত্র করি'
এক দৃষ্টে রৈ'ল চে'য়ে লম্বোদরী
এলায়িত কেশপাশ খসিল কটীর বাস
দরদর ঘর্ম্ম বহে নিশ্বাস প্রখর। ৮

ভয়েতে বিহ্বল অবশ বিকল
নিরখিয়া শিবে উপজিল দয়া
জননীর প্রাণে, অমনি অভয়া
আপ্লুত হইয়া স্নেহে মহাভক্ত শিবদেহে
স্বীয় শক্তিবিন্দু করিয়া সঞ্চার
দারুণ সাধ্বস কৈ'লা প্রত্যাহার
আচার্য্য চেতনা পেয়ে বারেক দেবীরে চে'য়ে
সহিতে না পেরে' পুনঃ মুদিলা নয়ন

নীথর নীরব সাধকপুঙ্গব
ভবানী তখন দয়াদ্র হইয়া
ঈদৃশ শিবের অবস্থা দেখিয়া
সুধামাখা বাক্যে কহে "বাছা কত ক্লেশ সহে
সাধিয়া বহুল দুঃসাধ্য সাধনা
করে'ছিস্ মম এ রূপ ভাবনা
তাইতে এসেছি ওরে সে রূপে তুষিতে তোরে
তবে কেন বাছা তোর হেরি খিন্ন মন"। ৯

"কেন বাপধন বিষণ্ণ বদন
যে ভাবেতে মোরে যে করে ভাবনা
তেমতি তাহার পূরাই কামনা
যুগে যুগে মহাজন এইরূপে অগণন
যোগে জ্ঞানে কিম্বা স্বরিতসাধনা
নানা মতে মোর করিয়া অর্চ্চনা
লভে'ছে অদ্ভুত সিদ্ধি কেহ বা পেয়েছে ঋদ্ধি
এখনো তা'দের যশঃ হ'তেছে ঘোষণা
মু'দিয়া নয়ন কেন বাপধন
চা' রে চক্ষু মেলি', সাধনের ধন
উপস্থিত তোর, কর্ রে দর্শন
করে'ছিস্ বহু সেবা চে'য়ে নে রে ইচ্ছা যেবা
মহাভক্ত তোর পূরা'ব বাসনা
ব্যথিত অন্তর কেন আনমনা
মায়ে হেরে' হ'ল ভীতি পে'লি না রে কোন প্রীতি
এই তোর হ'ল শেষে করে' আরাধনা"। ১০

শুনিয়া ভবানী স্নেহপূর্ণ বাণী
কিঞ্চিৎ আতঙ্ক হইলে লাঘব
কহিতে লাগিলা সাধকপুঙ্গব
করপুট ভক্তি ভরে মনস্তাপে আঁখি ঝরে
"ধন্য কৃপাময়ী ধন্য তব দয়া
অপার মহিমা কি ক'ব অভয়া
বিগত রজনী যবে তখনো সৌভাগ্য হ'বে
ভাবি নাই এ জীবনে ওগো গাঢ়ময়ী
শুভাদৃষ্ট ফলে চরণকমলে
অর্পিব অঞ্জলি হইল সুযোগ
তথাপি জননী সমদুঃখ ভোগ
হেরিয়া বিকট মূর্ত্তি ঘুচিল সকল স্ফূর্ত্তি
চাহিতে না পারি ও বদন পানে
কিবা ভয়ঙ্কর, মহাভীতি প্রাণে
সতত জাগি'ছে মম দেখিব না কাল সম
তোমার ও ভীম রূপ ওগো মনোময়ী"। ১১

"বড় সাধ মনে ছিল শবাসনে
হিমাংশু জিনিয়া শীতল বদন
হেরিয়া তোমার জুড়া'ব নয়ন
গঙ্গোদক বিল্বদলে জবাপুষ্প নীলোৎপলে
পূজিয়া ও রাঙ্গা রাজীবচরণ
করিব সার্থক মনুষ্য জীবন
পদরজঃ শিরে ল'য়ে পূতদেহ মুক্ত হ'য়ে
ভব মাঝে সদানন্দে করিব ভ্রমণ"

"ফিরি' নানা ধাম গা'ব তব নাম
অভাগার সেই চিরন্ত কামনা
ইহ জন্মে পূর্ণ হ'ল না হ'ল না
কিবা মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর দেখিলেই হয় ডর"
এতেক কহিয়া সাধকপুঙ্গব
শোকাকুল হৃদে হইলা নীরব
মুখে বাক্য নাহি সরে অভিমানে নেত্র ঝরে
ব্যথিত অন্তরে কত করিলা রোদন। ১২

কাতর, সন্তানে নিরখিয়া প্রাণে
বাজিল মায়ের, ভবানী তখন
কহে স্নেহ ভরে অমিয় বচন
"হেরে' ভীম রূপ মোর ভীতি যদি এত তোর
কহ কোন্ মূর্ত্তি করিয়া দর্শন
হ'বে তৃপ্তি তোর কহ বাপধন
সেই রূপে দেখা দিব মনোবাঞ্ছা পূরাইব
ব্যথা পাই হেরে' তোর বিরস বদন
কহ রে স্বরূপ মহাকালী রূপ
দেখিতে কি তোর হ'য়েছে বাসনা
বরাভয়করা করাল বদনা
ভৈরবী ভুবনেশ্বরী কিম্বা রাজরাজেশ্বরী
ধূমাবতী কিম্বা মাতঙ্গী বগলা
ঘোর ছিন্নমস্তা অথবা কমলা
জগদ্ধাত্রী দশভুজা অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি পূজা
বাসন্তী অর্চ্চিতে কিম্বা হ'য়েছে মনন"। ১৩

বিমানে বসিয়া শূন্যেতে রহিয়া
দিবিষদগণ করিল শ্রবণ
শিবানী সেবক কথোপকথন
নির্জ্জর প্রমুখ তবে মন্ত্রণা করিয়া সবে
পাঠাইলা ত্বরা তুষ্টা সরস্বতী
সাধক সকাশে কহিয়া যুকতি
হ'য়ে দেবী সশঙ্কিত নিরূপায় নিয়োজিত
যোগীর কণ্ঠেতে এসে করিলা বসতি
হেথা যোগীবর পুলক-অন্তর
শুনিয়া মায়ের আশ্বাস-বচন
ভাবে কোনরূপ করিবে দর্শন
মহাবিদ্যা রূপান্তর সকলি যে ভয়ঙ্কর
রজোময়ী কায়া ধরেন অন্নদা
দশভুজা আদি গৃহীশুভপ্রদা
কোন মূর্ত্তি দরশনে পা'বে তৃপ্তি শান্তি মনে
ভাবিতে লাগিলা তাই স্থির নহে মতি। ১৪

এমন সময়ে প্রত্যাদিষ্ট হ'য়ে
আইলা ভারতী সাধক সকাশে
প্রবেশিয়া দেহে জ্যোতিঃ পরকাশে
হ'য়ে যোগী প্ররোচিত সাতিশয় পুলকিত
কহিতে লাগিলা দেবীরে তখন
হ'য়ে পুটাঞ্জলি মুদিত নয়ন
"অকৃতি সন্তান প্রতি মাতঃ যদি দয়াবতী
পূরাও বাসনা তবে হ'য়ো না নিদয়া"

"ভারত পুরাণে কতই বাখানে
মোহিনী মূরতি যাহার তুলনা
নাহি জগমাঝে, করিয়া সাধনা
পায়নাক দরশন ব্রহ্মা আদি দেবগণ
অলৌকিক সেই সুভগ সুঠাম
রূপের আদর্শ পূর্ণছবিধাম
দেখাও মা নিরখিয়া উল্লাসে নাচুক হিয়া
কর না বঞ্চনা মাগো তুমি বরাভয়া"। ১৫

শিবের বচন শুনিয়া তখন
ভকতবৎসলা প্রিয় সম্ভাষণে
কহিতে লাগিলা সহাস্য বদনে
"সহসা দুর্ম্মতি হেন বাছা তোর হ'ল কেন
স্মরহর মহাযোগী কৃত্তিবাস
নিরন্তর যা'র শ্মশানেতে বাস
পাগল হইল সেই নিরখিয়া মূর্ত্তি যেই
দেখিতে সে রূপ হ্যাঁরে করিস্ কামনা
কেন রে বাতুল ঘটাবি প্রতুল
সুরসুন্দরীর মাঝে সর্ব্বোত্তমা
অকলঙ্ক ইন্দু নিভ তিলোত্তমা
হয় না তুলনা তা'র কররুহ সনে যা'র
নিরূপমা সেই অদ্ভুত কামিনী
হেরিতে রে ঈহা ভুবনমোহিনী
দেবতা সহিতে নারে যে রূপের বিভা, তা'রে
কোন শক্তি বলে তোর হ'য়েছে বাসনা"। ১৬

"ওরে মূঢ়মতি মোহিনী মূরতি
দর্শন লালসা ত্যজ, অতঃপর
অভিলাষ যেবা চাহ অন্যবর
যড়ৈশ্বর্য্য আধিপত্য মোক্ষপদ অমরত্ব
এখনি রে তোর পূরা'ব কামনা
মহাভক্ত, বহু করিলি সাধনা
জননী হইয়া ওরে ফেলিব বিপদে তোরে
জেনে শুনে' দিব যাহে অমঙ্গল তোর"
এতেক শুনিয়া ব্যথিত হইয়া
কহিতে লাগিল আচার্য্য তখন
"কেন মাতঃ মোরে নিদয়া এমন
তুমি মা সহায় যা'র কোথায় বিপদ তা'র
বড় সাধ মনে করিব দর্শন
সেই সে মূরতি, দি'ও না বেদন
কাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর মম হেরে' রূপ অনুপম
হউক জননী তৃপ্ত নয়ন-চকোর"। ১৭

"করুণা কিঙ্করে কর দুঃখ হরে
দেখাও জননী সেরূপ তোমার
জীবন সার্থক হউক আমার
ভয়েতে আকুল প্রাণ বুদ্ধিভ্রংশ, লুপ্ত জ্ঞান
দেবের দুর্লভ সেই রূপরাশি
হেরি গো বারেক মহানন্দে ভাসি
অন্য ভিক্ষা নাহি আর কহি মাতঃ বারম্বার
দেখাও মোহন রূপ যাচি এই বর"

"যদি মা কার্পণ্য নাহি মম অন্য
মনোরথ আর ওগো শবাসনে
যাও ফিরে' তবে নিজ নিকেতনে
যখন রাজীব পদ হেরে'ছি, পরম পদ
পে'য়েছি, সফল হ'য়েছে সাধনা
হইয়াছি ধন্য ওগো ত্রিনয়না"
কহি' হেন ক্ষুব্ধ প্রাণে হতাশেতে অভিমানে
পুনরপি তুষ্ণীভাব ধরে যোগীবর। ১৮

ভাগ্যের লিখন কে করে খণ্ডন
বিষম সঙ্কটে পড়িলা ভবানী
হেরে' দৃঢ় পণ শুনি' শিববাণী
অদৃষ্টের ফলভোগী গৃহী উদাসীন যোগী
কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ যত জীবগণ
সুকৃতি দুষ্কৃতি যাহার যেমন
ভক্তের কামনা তরে অগণন রূপ ধরে'
নিরন্তর নিত্যশক্তি করেন বিহার
ভক্তের বচন করিতে লঙ্ঘন
পরমা শক্তির নাহিক শকতি
করিতে ধারণ মোহন মূরতি
ভক্ত হেতু অনিবার্য্য এতেক করিয়া ধার্য্য
বিস্ময়ে দেবতা দেখিতে না পারে
তাঁহাদের দৃষ্টি রোধ করিবারে
কে জানে কি অমঙ্গল উঠে যদি হলাহল
অলৌকিক মায়াজাল করিলা বিস্তার। ১৯

গগন মাঝারে থানা দিয়া সারে
সমবেত যথা আদিতেয়গণ
নিম্নতলে তা'র করে' আবরণ
জুড়িয়া অম্বরপ্রান্ত ছাইল ভীষণ ধ্বান্ত
নহে দৃষ্ট দেবযান ব্যোমবর্ত্তী
কাদম্বিনীজালে তারকা যেমতি
দৃষ্ট নহে মহীতল যদ্রূপ বারিধি জল
তুষারে আবৃত হ'লে দেখা নাহি যায়
দেবীর আদেশে ভয়ঙ্কর বেশে
নন্দী ভৃঙ্গী আদি পারিষদগণ
ল'য়ে গদা সোঁটা ভীম প্রহরণ
রুদ্র সম রূপ ধরে' কপালে বিদ্যুৎ ক্ষরে
দাঁড়াইল সবে গগন ছাইয়া
মহাশক্তি বলে প্রমত্ত হইয়া
আগলিয়া নিম্ন পথ কার সাধ্য ল'য়ে রথ
অদিতিনন্দন হেন পশে তমসায়। ২০

পলাইল ত্রাসে ত্বরিত আকাশে
ধূর্ত্তা বাগ্‌দেবী সাধকে ত্যজিয়া
অন্ধ তমোরাশি সহসা হেরিয়া
বাসব আছিল যথা উপনীত হ'য়ে তথা
জ্ঞাপিলা বারতা ঘটিল যেমতি
শুনিয়া সংবাদ দেবতা সংহতি
হ'য়ে সবে পুলকিত ভারতীরে যথোচিত
কার্য্যসিদ্ধি নিবন্ধন করিলা তোষণ

ছিল কুতূহলী অমর মণ্ডলী
হেরিতে সাধকশ্রেষ্ঠ পরিণাম
যোগভ্রষ্ট কিম্বা সিদ্ধমনস্কাম
কিন্তু হেরে' আচম্বিৎ হ'ল তা'রা সশঙ্কিত
ঘোর ধ্বান্ত চণ্ড প্রমথ মূরতি
বুঝিল মায়ের নাহি অনুমতি
প্রমাদ গণিয়া তবে ইন্দ্রাদি নির্জ্জর সবে
ফিরে' গেল নিকেতনে হ'য়ে ক্ষুণ্ণ মন। ২১

গেল দেবগণ আপন সদন
নিরখিয়া দেবী ধরিলা তখন
অলৌকিক রূপ বিশ্ববিমোহন
দেব ইষ্টে যেই বেশ ধরে'ছিলা হৃষীকেশ
পূরাইতে আজি ভক্তের কামনা
দুরারাধ্যা তাহা ধরিলা অপর্ণা
অপরূপ সজ্জা করে' সন্তাপিত যোগীবরে
মধুর বচনে মাতা কহিলা তখন
"কেন অভিমানে বিকলিত প্রাণে
নীরবে সন্ন্যাসী ভাবি'ছ বসিয়া
নিরানন্দে হেন হতাশ হইয়া
হেরিতে যে রূপ মোর প্রবল বাসনা তোর
ধ'রেছি রে সেই অতুল মূরতি
অমল অনিন্দ্য অপরূপ অতি
দেখ্ দেখি নিরখিয়া এবে কান্তি কমনীয়া
হয় কি না হয় তোর চিত্তবিনোদন"। ২২

মায়ের বচন করিয়া শ্রবণ
পুলকিত হ'য়ে বদন তুলিয়া
চাহিল সাধক নয়ন মেলিয়া
মোহন মূরতি পানে হেরে শিব ফুল্ল প্রাণে
দেখিতে দেখিতে প্রভূত আনন্দ
উছলি' উঠিল, যথা মকরন্দ
পানে ভৃঙ্গ বিভোরিত তেমতি আচার্য্য চিত
হেরিয়া মোহন রূপ হইল মগন
একদৃষ্টে শিব উল্লাসে অতীব
হেরে ভবানীর সুষমা মূরতি
বর্ণিতে সে রূপ কাহার শকতি
শতকোটি চন্দ্র জিনি' কিবা দ্যুতি উন্মাদিনী
হ'ত যদি বাণী অযুতবদনা
পারিত না রূপ করিতে বর্ণনা
কল্পাবধি সুরশিল্পী করে যদি চিত্রলিপি
তথাপি অঙ্কিতে নারে স্বরূপ যেমন। ২৩

কিবা মনোহর বরণ সুন্দর
গৌরকান্তি যথা উজলে চন্দ্রিমা
ভাতিছে তেমতি দেবীর প্রতিমা
ভ্রমর নিন্দিত কাল নিবিড় কুন্তলজাল
খেলা'য়ে লহরী চরণে ঠেকে'ছে
আহামরি! তাহে কি শোভা হ'য়েছে
ভ্রমরক হেলে' দুলে' শোভে চারু গোধি মূলে
অরবিন্দে মধুমত্ত যথা অলিদল

কিবা সুশোভন আয়ত নয়ন
মুকুলিত যথা বিশদ কমল
প্রেমনীরে ভরা করে ঢল ঢল
লোমরাজি পত্রে ঘন তাহে শোভা সম্বর্দ্ধন
দৃষ্টিভ্রম যেন পরে'ছে কজ্জল
নীলকান্ত নিভ তারকা উজ্জ্বল
কটাক্ষে তড়িৎ বহে কা'র সাধ্য বেগ সহে
পরশিলে গাত্র দহে সর্ব্বাঙ্গ বিকল। ২৪

তরিজিঙ্ঘ সম কিবা মনোরম
ভুরূর ভঙ্গিমা শুভ্র ললাটেতে
কালা ধার যথা শুক্ল বসনেতে
ভ্রূমধ্যে সিন্দূর বিন্দু শোভে যেন শরদিন্দু
গণ্ড মাঝে কিবা রক্তিমার ছটা
প্রভাতে যেমতি অরুণের ঘটা
শ্রবণে হীরক দুল শোভা তাহে কি মঞ্জুল
বিভূষিত প্রবালাদি মণি মুকুতায়
আহা! কি সুষম নাসিকা মধ্যম
শোভে নাকচাবী, মুখকান্তি তায়
উজ্জ্বলিত আর হীরক বিভায়
নাতি ক্ষুদ্র আননেতে কিবা শোভা অধরেতে
নিরখিয়া রক্ত ছবি সুললিত
হয় ভ্রান্তি যেন তাম্বুলে চর্চ্চিত
সুন্দর চিবুক কিবা তেমতি সুন্দর গ্রীবা
বিভাসিত রেখাত্রয়ে কিবা শোভা তা'য়। ২৫

মুক্তাবলী সম কিবা মনোরম
শোভে দন্তপাঁতি তাহে মৃদু হাসি
অফুরন্ত কিবা ঢালে সুধারাশি
সুকুমার ভুজদ্বয় যেন নবনীতময়
কিবা সুগঠন, প্রকোষ্ঠেতে তা'য়
মৃদু লোমাবলী কত শোভা পায়
করতলনখোদ্ভবী আহা! কি কুঙ্কুম ছবি
কেয়ূর কঙ্কণে কিবা কান্তি অনুপম
সংযুত পীবর কিবা মনোহর
শৈলশৃঙ্গ যথা শোভে পয়োধর
নীল চোল তায় কতই সুন্দর
দোলে গজমুক্তা হার কিবা ছবি কণ্ঠিকার
বিজড়িত যা'য় বিবিধ বরণ
মণি মুক্তা নানা অমূল্য রতন
অনাবৃত কুচধরে বিম্বিত রতন করে
আহামরি! কিবা দৃশ্য হ'য়েছে সুষম। ২৬

কিবা শোভমান ক্ষীণ মধ্যখান
অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা কৃত পরিসরে
অক্লেশে আয়ত্ত হয় যুগ্ম করে
নানারত্ন বিজড়িত মেখলায় বিভূষিত
প্রলম্বিত কাঞ্চী নিতম্বে পড়ে'ছে
বিচিত্র বরণে কি শোভা হ'য়েছে
নিতম্বের নাহি তুল আহা! কি সুঠাম স্থূল
যেন তারি ভারে বামা গজেন্দ্রগামিনী

করীকর সম কিবা মনোরম
শোভে উরুদ্বয় কি তা'র বলন
নাতি হ্রস্ব কিবা সুন্দর চরণ
পদতলে নখে আর কিবা ছটা রক্তিমার
অলক্তের লেখা কিবা শোভে তা'য়
দেখিয়া সে ছবি নয়ন জুড়ায়
বর্ণন মোহন কান্তি কেবল মনের ভ্রান্তি
সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা অতুল কামিনী। ২৭

কিবা পরিপাটী নীল ক্ষৌম শাটী
হেমসূত্রে তায় আলেখ্য সকল
মণি মুক্তা সহ করে ঝলমল
কিবা শোভে হেমাঙ্গিনী, মেঘে যথা সৌদামিনী
সূক্ষ্ম চেলি হ'তে অঙ্গের বরণ
ফুটিয়া কি শোভা করে'ছে ধারণ
গাত্র দিয়া অবিরল বহে গন্ধ পরিমল
কোটি কোটি পদ্ম জিনি কিবা উন্মাদন
সুষমা মূরতি কিবা হৈমবতী
ধরিলা ভক্তের পূরা'তে কামনা
বিশ্ব মাঝে যা'র নাহিক তুলনা
বদনকমল কান্ত সর্ব্বাঙ্গ চরণ প্রান্ত
অনিমেষ নেত্রে হেরে যোগীবর
পুনঃ পুনঃ হ'য়ে বিস্মিত অন্তর
হেরিয়া সে মঞ্জু শোভা অনুপমা মনোলোভা
অবিলম্বে আচার্য্যের হইল স্তম্ভন। ২৮

বিরিঞ্চি শ্মশান যথা বিদ্যমান
তথা হ'তে তিন ক্রোশ ব্যবধানে
শ্মশানভূমির অগ্নিকোণ পানে
আছিল শ্রীখণ্ড গ্রাম তথা উমাপতি নাম
জাতিতে নিষাদ করিত বসতি
গোধন ধান্যেতে ছিল সান্ন অতি
পঙ্কজাত কমলিনী তথা, বড় আদরিণী
আছিল তনয়া তা'র অতি রূপবতী
সোহাগেতে পিতা হেরে' সুষমিতা
স্বর্ণপ্রভা নাম রাখিল তাহার
ছিল না প্লবের সন্তানাদি আর
দম্পতির যত্নে কন্যা রূপে গুণে হ'ল ধন্যা
দিন দিন বাড়ে চন্দ্রকলা সম
লাবণ্যের ছটা ধরে অনুপম
দশম বর্ষীয়া যবে বুদ্ধির প্রাখর্য্য তবে
যথাযথ স্নেহ দয়া শ্রদ্ধা ভক্তিমতী। ২৯

কুসুম চন্দন করি' আহরণ
নির্ম্মাইয়া শিবলিঙ্গ মৃত্তিকার
নিত্য পূজে ভবে মনে আপনার
ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে হরে ডাকে বালা প্রাণ ভরে
কহেনাক কা'রে কি করে কামনা
আপন ভাবেতে রহে আনমনা.
এইরূপে নিত্য সেবে' ভক্তি ভাবে মহাদেবে
দ্বিপ্রহর বেলাতীতে করয়ে ভোজন

আরতি সময়ে নিত্য দেবালয়ে
ধে'য়ে যায় বালা, দেব নীরাজন
ভক্তি সহকারে করে নিরীক্ষণ
শারদীয় মহোৎসবে অন্যান্য পার্ব্বণ যবে
ঘরে ঘরে ফিরি' প্রতিমা দর্শন
করে ফুল্ল মনে, হ'লে নিরঞ্জন
শোকে হয় অভিভূতা নিরখিলে প্লবসুতা
গলবস্ত্রে প্রণময়ে দেউল ব্রাহ্মণ। ৩০

হেরিয়া সুতার ভকতি অপার
পুলক-অন্তরে নিষাদতনয়
আপনারে ধন্য গণে অতিশয়
ক্রমে দিন যায় যত স্নেহপাশে বদ্ধ তত
ভাগ্যফলে পে'য়ে পরম রতন
প্রাণপণে তা'রে করয়ে যতন
শোভনাঙ্গী প্লবসুতা দেবোপমগুণযুতা
দিনে দিনে সমাদরে বাড়িতে লাগিল
ক্রমশঃ বাসরে দ্বাদশ বৎসরে
নিষাদনন্দিনী কৈ'ল পদার্পণ
হ'ল পুষ্ট দেহ অঙ্কুর যৌবন
বয়ঃপ্রাপ্তা তনয়ারে আর ত রাখিতে নারে
পরিণয় কাল হ'ল উপনীত
নিরখিয়া পিতা দারুণ চিন্তিত
কি করিয়া প্রাণ ধরে' পাঠাইবে পর ঘরে
আকুল হৃদয়ে তাই ভাবিতে লাগিল। ৩১

"গৃহলক্ষ্মী সম শোভে কন্যা মম
ননীর পুত্তলী চম্পকবরণী
জীবনপ্রদীপ মম নেত্রমণি
নিদাঘের স্নিগ্ধ বারি শান্তিদাত্রী সুকুমারী
জীবন থাকিতে নয়নান্তরালে
পারি কি করিতে তা'রে কোন কালে
জামাতা আনিয়া ঘরে রাখিব আদর করে'
কিসে অপ্রতুল মম শঙ্কর কৃপায়"
এতেক চিন্তিয়া স্নেহপূর্ণ হিয়া
মাতঙ্গপ্রবর ফিরি' নানা স্থান
করিতে লাগিল পাত্রের সন্ধান
ভ্রমি' দেশ দেশান্তর পাইল না যোগ্য বর
যদি বা পাইল ন্যূন অভিমত
প্রস্তাবেতে কেহ হ'ল না সম্মত
রাখিতে শ্বশুর বাসে বরকর্ত্তা মন্দ ভাষে
চিন্তাকুল জনঙ্গম হেরে' অনুপায়। ৩২

লোকের গঞ্জনা পত্নীর তাড়না
স'য়ে থাকে প্লব হেরে' পুত্রীমুখ
মনে নাহি লয় ভুলে সর্ব্বদুঃখ
পিতা বলে' সম্বোধন করে যবে কন্যা-ধন
বাজে কর্ণমূলে বীণাতন্ত্রী সম
পুলক-সাগরে ভাসে জনঙ্গম
জননী অধিক যত্ন করে যবে কন্যারত্ন
উল্লাসেতে দিবাকীর্ত্তি হয় দিশিহারা

মনে যবে ভাবে পর বাসে যা'বে
বিদরয়ে হিয়া বহে প্রেমনীর
হয় হতজ্ঞান উন্মাদ অস্থির
"থাকুক অনূঢ়া হ'য়ে থাকিব কুমারী ল'য়ে
জাতিতে চণ্ডাল নহি ত প্রধান
কোথায় আমার কুল শীল মান
আসিবে সময় যবে আপনি যোজনা হ'বে
অনর্থক তবে কেন ভেবে হই সারা"। ৩৩

এতেক চিন্তিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া
নিরন্ত নিষাদ পাত্র অন্বেষণে
থাকে কন্যা ল'য়ে প্রফুল্লিত মনে
সরলা পবিত্রা কন্যা উত্তমার অগ্রগণ্যা
যদবধি তা'র বিবাহ প্রসঙ্গ
উত্তর উত্তর হইল নিঃসঙ্গ
ভাবে মগ্ন নিরন্তর পায়নাক অবসর
অহোরাত্র ব্যস্ত বালা ভব অর্চ্চনায়
প্রত্যূষে উঠিয়া হ'লে প্রাতঃক্রিয়া
উদ্যানে উদ্যানে করিয়া ভ্রমণ
বিল্বদল পুষ্প করে আহরণ
বাছিয়া চয়ন করি' প্রসূনাদি সাজী ভরি'
প্রত্যাগত হ'য়ে পুনঃ কৃতস্নান
পরিপাটী লিঙ্গ করিয়া নির্ম্মাণ
ধূপ দীপ গন্ধ সনে বসে বালা পূত মনে
সর্ব্বজ্ঞ দেবাদিদেব ত্র্যম্বক পূজায়। ৩৪

পূজিয়া শঙ্করে দ্বিতীয় প্রহরে
আহারান্তে স্বল্প করিয়া বিশ্রাম
অনধিক যবে অতীত ত্রিযাম
আনন্দে বসিয়া বালা রচয়ে কুসুম মালা
গাঁথি' অপরূপ হার, সমাপিয়া
স্নান সরনীরে পবিত্র হইয়া
হরগৌরি পটোপরি সে মাল্য স্থাপন করি'
ধ্যায়ে বালা আশুতোষ অভয় চরণ
নয়ন মুদিয়া তন্ময় হইয়া
রহে প্লবসুতা ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে
ভাবে গদগদ ডাকে মৃত্যুঞ্জয়ে
বব বম্ বাজে গাল হর হর মহাকাল
গণ্ড ব'য়ে পড়ে প্রেম অশ্রুনীর
পুলকিত তনু রোমাঞ্চশরীর
যুগ্ম কর হৃদি পরে রেখে বালা ভক্তি ভরে
কে জানে কি ভাবে, কিবা করয়ে মনন। ৩৫

বসিয়া আসনে সমাহিত মনে
ভবভবানীর অভয় চরণ
অজ্ঞাতযৌবনা করয়ে স্মরণ
যামাতীত নিশি যবে উঠিয়া বালিকা তবে
ভুঞ্জয়ে কিঞ্চিৎ, বিবশ হইয়া
কভু বা আসনে পড়ে ঘুমাইয়া।
এইরূপে সম্বৎসর অতিক্রান্ত অতঃপর
দেখিতে দেখিতে পূর্ণ হ'ল ত্রয়োদশ

রজনীর শেষে তন্দ্রার আবেশে
একদিন বালা দেখিল স্বপন
অপরূপ দৃশ্য চিত্তবিমোহন
অমনি তা' নিরখিয়া উঠে বালা চমকিয়া
ভাবে এত দিনে বুঝি বা শঙ্কর
চাহিলা সুতারে করুণ অন্তর
"আহা! কিবা হেরিলাম মহানন্দে ভাসিলাম"
ভাবিতে ভাবিতে বালা হইল বিবশ। ৩৬

স্বপ্নে যা' দেখিল কা'রে না কহিল
শয্যা হ'তে উঠি' জননী সকাশে
গিয়া সুকুমারী কহে মৃদুভাষে
"আজি হ'তে তপস্বিনী বেশে মাতঃ একাকিনী
রহিব, আমিষ করিব বর্জ্জন
ভুঞ্জিব স্বহস্তে করিয়া রন্ধন
আদেশিলা ঈশ যাহা যতনে পালিব তাহা
এত দিনে দয়া মোরে কৈলা ব্যোমকেশ
জান না কি তুমি ইহা কর্ম্মভূমি
এসে জীব হেথা নিয়োগ যেমতি
অবশ্যই মাগো করিবে তেমতি
বিফল প্রয়াস করে' মম বিবাহের তরে
হ'বেনাক বিভা আমার এখন
অদৃষ্টের লিপি কে করে খণ্ডন
শিব আজ্ঞা যদবধি নহে অন্য, তদবধি
ঘুচিবে না মাগো মোর যোগিনীর বেশ"। ৩৭

বুঝিল না কথা পেয়ে মনব্যথা
সরলা মাতার চক্ষে এল জল
অলক্ষণ হেরে' হইলা চঞ্চল
ভাবিলা "সহসা কেন কন্যার অবস্থা হেন
কোথা বাছা সুখে শ্বশুরের ঘরে
হ'য়েছে বয়স্থা থাকিবে আদরে
হ'য়ে পতিসোহাগিনী হ'বে কি না সন্ন্যাসিন
এই কি কপালে তা'র আছিল লিখন"
অঞ্চলে নিবারি' নয়নের বারি
ভর্ত্তার সমীপে গিয়া বিষাদিনী
জ্ঞাপিল কন্যার অদ্ভুত কাহিনী
শুনি' কহে উমাপতি "মোরা ভাগ্যবান অতি
পাইয়াছি তাই এ হেন রতন
নতুবা কখনো নিষাদ সদন
পূর্ণকান্তি জন্মে সুতা দেবী সম গুণযুতা
করনাক অনাদর পেয়ে মহাধন"। ৩৮

"মনস্তুষ্টি যা'য় তাহে অন্তরায়
হ'য়োনাক কভু, পাইবে বেদনা
ভক্তিমতী সুতা হ'লে ক্ষুণ্ণমনা
নহে সে সামান্যা মেয়ে সত্য বা আদেশ পেয়ে
এমন্বিধ মতি হ'য়েছে তাহার
অপার মহিমা বিশ্বনিয়ন্তার
তাঁহারি ইচ্ছায় সব নহে কিছু অসম্ভব
কি বুঝিব অল্পবুদ্ধি মোরা মূঢ় জন"

"নহে মিথ্যা বাণী সত্য অনুমানি
হ'বেনাক তা'র বিবাহ এখন
দেখিলে ত কত কৈনু অন্বেষণ
ফিরি' দেশ দেশান্তরে কোথা পাত্র প্লব ঘরে
হেন রত্ন সনে বিভা দিব যা'র
অবশ্যই কোন আছে বিধাতার
শুভ ইচ্ছা, ভেবনাক নিশ্চিন্ত হইয়া থাক
সকলি তাঁহার ইচ্ছা মঙ্গল কারণ"। ৩৯

সুকুমারী চিত হ'ল বিচলিত
অপরূপ ছবি হেরিয়া স্বপনে
ভাবে বালা সদা বসিয়া নির্জ্জনে
কি যেন অভাব তা'র যায় নাক সুতা আর
সাজি হাতে করি কুসুম চয়নে
নহে ব্যস্ত আর গিরীশ অর্চ্চনে
ডাকিলে না কথা কয় একদৃষ্টে চে'য়ে রয়
থাকে সে আপন ভাবে সদাই মগন
চিন্তা একজাই ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই
ফলাহারে প্রায় দিবস যাপন
কচিৎ কখনো করয়ে রন্ধন
গৈরিক বসন পরি' যোগিনীর বেশ ধরি'
বিজন পথেতে করয়ে ভ্রমণ
লোকালয়ে কভু করে না গমন
যত কথা নিজ সনে এইরূপে বরাননে
ক্রমশঃ হইল দৃষ্ট উন্মাদ লক্ষণ। ৪০

সুতারে উন্মাদ হেরিয়া নিষাদ
পাইল বেদনা, হইয়া কাতর
চিকিৎসাদি ক্ষেম করিলা বিস্তর
হ'ল ব্যর্থ সর্ব্বোত্তম নহে রোগ উপশম
হাসি কান্না আদি বিকার সকল
দেখা দিল, ক্রমে আময় প্রবল
ভাযে মন্দ যা'রে তা'রে কেহ না আঁটিতে পারে
দেখিতে দেখিতে হ'ল বদ্ধ পাগলিনী
যদি রাখে ধরি' গৃহে রুদ্ধ করি'
নিশাযোগে দ্বার হয় উদ্‌ঘাটন
মনানন্দে বালা করয়ে ভ্রমণ
দৈবী শক্তি নিরখিয়া হরষে আপ্লুত হিয়া
জনক জননী এবে দোঁহাকার
উপজিল প্রাণে ভকতি অপার
বাধা বিঘ্ন নাহি দায় রমে বালা স্ব ইচ্ছায়
স্তব্ধ লোকে শুনে' এই অদ্ভুত কাহিনী। ৪১

দিন ব'য়ে যায় প্রবাহের প্রায়
ক্রমে প্লবসুতা হইল ষোড়শী
ষোল কলা পূর্ণ অনিন্দ্য রূপসী
নিতম্বের গুরু ভারে বামা চলিতে না পারে
পীনোন্নত স্তন পঙ্কজ নয়ন
প্রকুঞ্চিত কেশ চম্পক বরণ
পৌর্ণমাসী ইন্দু নিভা যৌবনসম্ভবী বিভা
ছড়া'য়ে পড়ে'ছে যেন মোহিয়া ভুবন

এলায়িত কেশে যোগিনীর বেশে
বদ্ধ উন্মাদিনী ফেরে বনে বনে
বনদেবী সম কুসুম কাননে
সখী সম্বোধন করি' কহে ব্যথা প্রাণ ভরি'
তরু স্তম্ব লতা সুমনস সনে
বহে অশ্রু ধারা কভু ফুল্ল মনে
গাঁথিয়া কুসুম হার পরে অঙ্গে সুকুমার
আবার নিন্দিয়া তা'রে করে নিক্ষেপণ। ৪২

গোধূলি বেলায় প্রতি দিন যায়
বাপীকূলে, হেরে' সুখ আলাপনে
মুদিতা নবীনা সীমন্তিনীগণে
উন্মাদিনী মহোল্লাসী অধরে ধরে না হাসি
দেখা হ'লে পথে কুমারীর সনে
সুধায় বারতা মধু সম্ভাষণে
স্নেহ ভরে গলা ধরি' সোহাগে চুম্বন করি'
"মঙ্গল করুন ঈশ" বলিয়া পলায়
গভীর নিশিতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
চান্দ্রিক বসন্তে মলয় সমীরে
বসে কভু গিয়া সরসীর তীরে
জাগে ভাব কি অন্তরে ধারা ব'য়ে আঁখি ঝরে
ঢালে হিমরাশি শশী বেদনায়
হৃদয়ের জ্বালা তবু না জুড়ায়
চাহিয়া শশাঙ্ক পানে ধিক্কারিয়া অভিমানে
অবশ হইয়া বামা পড়িয়া ঘুমায়। ৪৩

গোবিন্দ মন্দিরে পশি' ধীরে ধীরে
চেয়ে থাকে বামা বিগ্রহের পানে
হয়নাক তৃপ্তি, গিয়া সন্নিধানে
পদ্মার চিবুক ধরি' কহে বামা প্রেম ভরি'
"থাক সুখে থাক উপেন্দ্র মহিষী
এই ভাবে যেন কাটে দিবা নিশি
প্রকৃতি পুরুষ সঙ্গ মোরে ল'য়ে যত রঙ্গ
দেখ যেন কাঁটা কভু ফুটেনাক পায়"
ক্ষণকাল তরে থাকেনাক ঘরে
হেরে শূন্যময়, পুণ্য নিকেতনে
ক্ষুধা পেলে আসে বারেক অশনে
করেনাক অপকার দয়া তাই সবাকার
একাকিনী বামা শ্মশানে মশানে
বনপথে মাঠে দেউল উদ্যানে
ছায়াতলে তরুমূলে হিম নীরে বাপীকূলে
যখন যেখানে ইচ্ছা মাতিয়া বেড়ায়। ৪৪

ক্রমে এই মত নব বর্ষ গত
নিষাদ কন্যার বয়স এখন
পঞ্চবিংশ প্রায় বিগত যৌবন
তথাপি দেখিলে তা'রে বয়স বুঝিতে নারে
এমন সুন্দর দেহের গঠন
এখনো শোভি'ছে ষোড়শী যেমন
ত্রিদিবসুন্দরী সম ধরে রূপ অনুপম
অঙ্গনা স্থিরযৌবনা কুরঙ্গনয়না

আজি পাগলিনী নহে উন্মাদিনী
স্বাভাবিক, যেন গে'ছে রোগ হরে'
বড় সাধ মনে পূজিবে শঙ্করে
প্রাতঃকৃত্য সমাপিয়া উৎসাহে উৎফুল্ল হিয়া
নিষ্ক্রান্ত হইল গজেন্দ্রগমনে
সাজী হাতে করি' কুসুম চয়নে
মুখে গুণ গুণ গান আশায় মহ্নিত প্রাণ
সতত জাগি'ছে মনে ভূতেশ ভাবনা। ৪৫

নানা উপবন করিয়া ভ্রমণ
আশার আশায় হৃদয় বাঁধিয়া
করিল চয়ন বাছিয়া বাছিয়া
বিল্বদল পুষ্পরাশি অধরে অস্ফুট হাসি
প্রত্যাগত হ'য়ে কৃতাবগাহন
সর স্নিগ্ধ নীরে, হ'য়ে শুদ্ধমন
রচিল মনোজ্ঞ হার ধূপ দীপ গন্ধসার
যাহা কিছু আবশ্যক কৈলা আহরণ
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই জাগি'ছে সদাই
প্রবল বাসনা, নিশা আগমনে
দিবে পুষ্পাঞ্জলি গিরীশ চরণে
অস্তে গেল বিবস্বান আনন্দে নাচিল প্রাণ
স্নাত হ'য়ে পুনঃ তড়াগ সলিলে
আরাত্রিক বেলা অতীত হইলে
ল'য়ে গন্ধ পুষ্প ভার চিন্তি'পদ মঙ্গলার
নিষ্ক্রান্ত হইলা বামা ত্যজিয়া ভবন। ৪৬

পল্লীর সীমায় মরুৎ কোণায়
কপোতাক্ষতোয়া সরসীর তীরে
সুধাধৌত রম্য ইষ্টক মন্দিরে
বিরাজেন বৃহত্তর শিবলিঙ্গ যজ্ঞেশ্বর
চড়ক সময়ে হয় মহামেলা
অমানুষী লোকে করে মল্লখেলা
ত্বরিত গমনে বামা শঙ্করপূজনকামা
আসিয়া তথায় তূর্ণ হ'লা উপনীত
চত্বরে পূজার নামাইয়া ভার
সরসীরে হস্ত পদ প্রক্ষালন
করিয়া ললনা হ'য়ে পূতমন
প্রণমিয়া ভক্তি ভরে দেবদেব মহেশ্বরে
মন্দিরে পশিয়া প্রজ্বলিত করি'
ঘৃতদীপ ধূপবাতী প্রিয়ঙ্করী
পুষ্প পত্র গন্ধ সমে পবিত্র কম্বলাসনে
বসিলা পূজায় চিত্ত করে' সমাহিত। ৪৭

পুলক-অন্তরে শ্বেত লিঙ্গোপরে
বিল্বদল পুষ্প অঞ্জলি ভরিয়া
ঢালে হেমাঙ্গিনী মানস করিয়া
মাখাইয়া গন্ধসার পরাইয়া দিবা হার
কহে ভক্তিভাবে "চরণ দু'খানি
সেবি নাই বহু দিন শূলপাণি
ক্ষম দেব অপরাধ পূরাও মনের সাধ
ওগো আমি পাগলিনী হ'য়ো না নিদয়"

"হ'ল যুগান্তর স্বপনে শঙ্কর
দেখাইলে মোরে যে রূপমাধুরী
দিশিহারা হ'য়ে নিত্য ফিরি ঘুরি
কেন দেখা নাহি পাই এত খুঁজি নানা ঠাঁই
উর চন্দ্রচূড় বৃষভবাহন
কিঙ্করীরে দয়া কর ত্রিলোচন
অপাঙ্গে তনয়া প্রতি চাহ ওহে উমাপতি
দিও'না বেদনা আর উর কৃপাময়"। ৪৮

"বিফল জনম নারীর ধরম
হ'লনাক বিভু, কবে হ'বে আর
প্রৌঢ়া এবে গত যৌবন আমার
হ'য়ে ওগো অনাথিনী মনঃখেদে একাকিনী
ভ্রমি পথে পথে পার্ব্বতীরমণ
উর, কর দয়া দুর্গতি হরণ
পারি না সহিতে আর দহে হৃদি অনিবার
জ্বলে' মরি দীননাথ হও হে সদয়
ল'য়েছি শরণ বিপদভঞ্জন
তুমি আশুতোষ ভকতবৎসল
বিরাজ অন্তরে জানহ সকল
উর উর যজ্ঞেশ্বর তনয়ারে কৃপা কর"
নিষাদনন্দিনী এতেক কহিয়া
ধ্যায়ে ভূতনাথে ব্যাকুল হইয়া
দর দর আঁখি ঝরে ডাকে কান্তা প্রেমভরে
দেবদেব মহাদেবে হইয়া তন্ময়। ৪৯

ডাকিলা কি ক্ষণে একাগ্রতা সনে
টলিল শঙ্কর কৈলাসে বসিয়া
পারে কি থাকিতে, ত্বরিত আসিয়া
যোগিনীরে প্রত্যাদেশ কৈলা দেব ব্যোমকেশ
শুনিয়া সে বাণী পুলকে অধীর
হ'য়ে প্রবসুতা রোমাঞ্চশরীর
অর্ঘ্য ল'য়ে শিরোপরি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করি'
দেবালয় হ'তে তূর্ণ করিলা প্রয়াণ
বসন ভূষণ করি' উন্মোচন
রাখিয়া কামিনী সোপান চত্বরে
নামে সরসীরে নিমজ্জন তরে
করে' অঙ্গ সুমার্জ্জিত সাতিশয় পুলকিত
বারত্রয় ডুব দিয়া হিম জলে
উঠিয়া ত্বরায় দেখে কুতূহলে
লিঙ্গ হ'তে অলৌকিক উদ্ভাসিয়া পুরোদিক
ক্ষরিতেছে তীব্রালোক তড়িৎ সমান। ৫০

সোপানারোহণ করিয়া যখন
গেল দিগম্বরী পরিতে বসন
মনোহারী দৃশ্য করে নিরীক্ষণ
চকিতে কামিনী চায় ভেবে' ঠিক নাহি পায়
হেরে সুবর্ণের থালে সুসজ্জিত
খাদ্য দ্রব্য নানা দেবতাবাঞ্ছিত,
অন্যে নানা আভরণ বহুমূল্য, মহাধন
গন্ধদ্রব্যে সৌরভিত চিত্তবিনোদন

নমিয়া শঙ্করে পুলক-অন্তরে
ত্বরা চন্দ্রাননী পরে নীলাম্বরী
আঁটে নীল চোল চারু বক্ষোপরি
পরিল হীরক দুল নাকচাবী বহুমূল
গজমুক্তা হার আর কণ্ঠনর
কেয়ূর কঙ্কন কাঞ্চী মনোহর
চিত্রাঙ্কিত কৈলা পায় কুঙ্কুমাক্ত আলতায়
কপালে সিন্দূর টিপ পরিলা শোভন। ৫১

ভুঞ্জিয়া সত্বর খাদ্য মনোহর
যেমনি অঙ্গনা কনক আধার
নিক্ষেপিলা জলে হইল আঁধার
আস্য কর ধৌত করি' উঠি' বামা ত্বরত্বরি
উদ্দেশে নমিয়া ভবানী শঙ্করে
আদেশিলা যাহা গাঁথিয়া অন্তরে
দ্রুতপদে এলোকেশে সুরসুন্দরীর বেশে
চলিলা বিরিঞ্চি পানে হইয়া উল্লাসী
সাধনের ক্ষেত্রে অনিমেষ নেত্রে
যৎকালে শিব বিকলিত মতি
হেরি'ছে দেবীর মোহন মূরতি
প্রবসুতা সে সময়ে তথা উপনীত হ'য়ে
মানসের পটে করে'ছে ভাবনা
সৌম্য কান্তি যা'র হইয়া মগনা
আজি তা'র নিরখিয়া আনন্দে আপ্লুত হিয়া
দ্বাদশ বৎসর পরে সেই রূপরাশি। ৫২

ধন্য তাঁ'র মায়া কাছে ভবজায়া
তবু সুহাসিনী না পায় দর্শন
শুভাদৃষ্ট কিবা করে'ছে এমন
ভাবে "এই দেবোপম ঋষি হ'বে স্বামী মম
আহা ! কিবা হেরি বদন সুন্দর
ইন্দীবর আঁখি কান্তি মনোহর"
এই ভাবে বারম্বার নিরখিয়া প্রমদার
প্রেমোচ্ছ্বাসে অবিলম্বে হইল স্তম্ভন
মনোহর বেশে দাঁড়াইলা এসে
দেবী সন্নিধানে অপরা রমণী
না পায় দেখিতে সাধক এমনি
মাহপ্রাপ্ত নিরখিয়া প্রতিকৃতি কমনীয়া
পুনঃপুনঃ যত করে নিরীক্ষণ
বাড়য়ে লালসা উচ্চাটিত মন
আহা ! কি অলকরাশি বিম্বাধরে মৃদু হাসি
কিবা গৌরকান্তি পদ্মপলাশ লোচন। ৫৩

কিবা মনোহর হেরে যোগীবর
কুঙ্কুমিত ছবি গণ্ড মাঝখানে
উলসয়ে অঙ্গ পঞ্চশর হানে
কিবা হেরে সুশোভন হৃদি মাঝে পীনস্তন
কিবা ক্ষীণ কটি নিতম্বপ্রদেশ
সুকুমার দেহ হেরে মঞ্জু বেশ
মহাযোগী আপনারে বিস্মৃত হেরি'ছে কা'রে
লভিতে কামিনী সঙ্গ জাগিল বাসনা

গুণ গুণ স্বরে মধুপ গুঞ্জরে
প্রভাতীয় স্নিগ্ধ বহে সমীরণ
কুহু কুহু পিক করয়ে কূজন
হরিল শিবের জ্ঞান মাতিয়া উঠিল প্রাণ
অমনি কামিনী মুচকি হাসিল
হানিল কটাক্ষ অঙ্গ শিহরিল
কামে তনু জর জর কহে শিব অতঃপর
"শিবোহহং ভজ মোরে ভজ লো ললনা"। ৫৪

ইতি শিবাচার্য্যঠাকুরকাব্যে যোগভ্রষ্ট নাম
চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ



কে গো তুমি পূর্ণা প্রকৃতি সুন্দরী
স্বয়ম্ভুবা আদ্যা নিত্যা সুখঙ্করী
বিভাময়ী শুভে কত রূপ ধরি'
অতুল শোভায় বিশ্ব মুগ্ধ করি'
করি'ছ খেলা

গগনের পটে ভূগর্ভ শম্বরে
বিটপীমালায় পর্ব্বত কন্দরে
জনপদ মাঝে গহন প্রান্তরে
সাজা'য়ে রেখে'ছ কিবা মন হরে'
সুষম মেলা। ১

রেখে'ছ সুভগে! লুকা'য়ে কি ধন
বামাদেহ মাঝে বিশ্ববিমোহন
কিবা শক্তি ধরে করে আকর্ষণ
টানে অশ্মসারে চুম্বক যেমন
তেমতি নরে

কুমারী নগ্নিকা মধ্যমা যুবতী
প্রৌঢ়া বর্ষীয়সী বন্ধ্যা পুত্রবতী
সধবা বিধবা, রতি গতি মতি
সমান সবার, অভিন্ন শকতি
সবাই ধরে। ২

শুকায় তটিনী সরসীর জল
শুকায় ললিত চম্পক কমল
ঝরে না কুসুম মধু অবিরল
বহে না মলয়, মঞ্জু পিকদল
ভাষে না সদা

কিন্তু ললনার ভাসি'ছে নয়ন
নিত্য প্রেমনীরে, প্রফুল্ল বদন
সুখ শান্তি দানে তুষ্টি অনুক্ষণ
বহে সুখ বায়, কল কণ্ঠ স্বন
কুহরে সদা। ৩

কিবা সুখময়ী শিশু কন্যাধন
প্রেম ভরে কোলে উঠিয়া যখন
মুখ পানে চে'য়ে করে আলিঙ্গন
আধ আধ ভাষে জুড়ায় শ্রবণ
বরিষে সুধা

গলা ধরি' যবে মুখে মুখ ল'য়ে
বিতরে চুম্বন নানা কথা ক'য়ে
করে স্তন্য দান পুলকিত হ'য়ে
হয়নি' এ নিধি যাহার আলয়ে
জীবন মুধা। ৪

গৌরী সুকুমারী মিলি' সখী সনে
"রাঁধু বাড়ু খেলে" পুলকিত মনে
কত গিন্নীপনা কন্যা পুত্র গণে'
খেলায় পুতুল, চারু দরশনে
উলসে হিয়া

পিতার সেবিকা জননী সহায়
সোদরের প্রতি কত স্নেহ হায়
অধিক আকৃষ্ট অনুজ মায়ায়
ভাল মন্দ পেলে কদাচ না খায়
তা'রে না দিয়া।

ক্রমে মুগ্ধা যবে অঙ্কুর যৌবন
দেহে মধুরতা উপজে তখন
অঙ্গপুষ্টি সনে শোভার বর্দ্ধন
হয় গো চঞ্চল হৃদয় নয়ন
স্বভাব তবে

ঠিক নাহি পায় কিবা জাগে মনে
অঙ্গপরিপাটী, কেন ক্ষণে ক্ষণে
বদনমণ্ডল হেরে দরপনে
সঙ্কুচিত পর পুরুষের সনে
সাক্ষাৎ যবে। ৬

হ'লে বিবাহিতা তরুণ বয়সে
জাগে নব ভাব, হৃদয় উলসে
পতিসঙ্গ হেতু, নানা রঙ্গরসে
সঙ্গিনীর সনে কাটায় হরষে
দিন যামিনী

লাগেনাক ভাল পিত্রালয় আর
কতক্ষণে যাবে বঁধুর আগার
নিয়ত বাসনা জাগরুক তা'র
বিলম্ব হইলে বেদনা অপার
হয় ভামিনী। ৭

গিয়া নব বধূ শ্বশুর: ভবনে
হ'য়ে সোহাগিনী থাকে ফুল্ল মনে
শেখে নানা কাজ অতীব যতনে
নাহি ধর্ম্ম আর নিত্য জাগে মনে
পতির সেবা

কিসে সুখী স্বামী চিন্তা অনুক্ষণ
প্রাণপণে ত্রুটি করে না কখন.
কলহের দাপে নিবারে ব্যসন
বিষদৃষ্টি তা'রে পতির গর্হণ
করয়ে যেবা। ৮

কর্ম্মসূত্রে যা'র ধর্ম্মের আলানে
হয় নাই বিভা বুকে বজ্র হানে
দিন যায় যত বাড়ে ক্ষোভ প্রাণে
মনের বেদনা অন্তর্যামী জানে
কা'রে বা কয়

অহর্নিশি থাকে ব্যস্ত অধ্যয়নে
শিল্পকর্ম্ম নানা সুস্বাদু রন্ধনে
অঙ্গ বস্ত্র গেহ দ্রব্যাদি মার্জ্জনে
মনোমত বরে তুষিবে যতনে
আশায় রয়। ৯

অকস্মাৎ কোথা হ'ল বিনিময়
একদৃষ্টে দোঁহে দোঁহা' চে'য়ে রয়
নয়নের সনে দিয়া পরিচয়
দোঁহে দোঁহা' কাছে রাখিয়া হৃদয়
চলিয়া যায়

বাড়ে প্রেমস্রোত দিন যায় যত
আশা-তরুমূল দৃঢ় হয় তত
পুনঃ দেখা যদি খায় থতমত
লঘু হয় দেহ ঘর্ম্ম বয় কত
তিতিয়া কায়

কর্ম্মোদ্যুক্ত বামা আর ত থাকে না
প্রাণ খুলে কথা কাহারে কহে না
হাসে না সে হাসি, তেমন চাহে না
বিরলেতে বসি' কা'র কাছে কেনা
ভাবয়ে তাই

প্রসঙ্গের ক্রমে যদি তা'র কথা
সংগোপনে রাখে মরমের ব্যথা
ছল করি' যাহা প্রকাশয়ে তথা
অব্যক্ত সে ভাব, এ কঠিন প্রথা
কেন গো রাই। ১১

মরমের ব্যথা প্রিয় সঙ্গিনীরে
কহিবে বলিয়া গেল ধীরে ধীরে
সরিল না বাণী এল বামা ফিরে'
গুপ্ত নিধি সনে লইয়া শরীরে
সমূহ ব্রীড়া

বসিল কামিনী লাজ পরিহরি'
লইয়া লেখনী দৃঢ় মন করি'
কাঁপিল হৃদয় তুলি গেল সরি'
পাইয়া বেদনা বলে "হরি হরি
হর এ পীড়া"। ১২

"এইবারে বঁধু সনে দেখা হ'লে
প্রাণ ভরে' হেরি' বদন কমলে
জুড়াব হৃদয়, নয়নের জলে
ভাসাব বয়ান, কহিব বিরলে
মরম ব্যথা

দেখাইব তা'রে হৃদয় খুলিয়া
সুধাইব তা'র চরণ ধরিয়া
বারে বারে কেন শুধুই চাহিয়া
চলে' যায় সেই কিসের লাগিয়া
কয় না কথা"। ১৩

বৃথা মনোরথ ব্যর্থ সেই পণ
এল শুভদিন হ'ল শুভক্ষণ
যাহার লাগিয়া আকুল নয়ন
ভাগ্যে সুখ নাই, পাইয়া সে ধন
রহিল নত

সহসা দুর্দ্দ জুটিল আসিয়া
ফুটিল না মুখ বিদরিল হিয়া
দুঃখিনীর দুঃখে প্রেমাম্বু বহিয়া
হ'ল মাতৃক্রোড়ে নীরবেতে গিয়া
শরণাগত। ১৪

একান্তে বসিয়া প্রণয়ী সেথায়
ভাবিতেছে কিবা বিমূঢ়ের প্রায়
বাঁধিয়া হৃদয় আশার আশায়
কতই ভাঙ্গি'ছে গড়িতেছে হায়
আকুল চিতে

কি যেন মধুর লেগে'ছে নয়নে
কি যেন কাকলি বাজি'ছে শ্রবণে
অবসর পেলে ওই চিন্তা মনে
কয়নাক কা'রে রাখে সংগোপনে
যতই গিতে। ১৫

কত যে নায়ক করিয়া ভ্রমণ
প্রকৃতির শোভা করে সন্দর্শন
সঙ্গীত লহরী পাখীর কূজন
নানাবিধ সুর করয়ে শ্রবণ
কে করে লেখা

কিন্তু সে লালিত্য নাহি কোন ঠাঁই
সে মধুর ধ্বনি কোথা শুনে নাই
সেই সরলতা পবিত্রতা নাই
সুখের আকর হেন কোন ঠাঁই
যায় না দেখা। ১৬

কার্য্যছলে বঁধু নিত্য প্রীত মনে
যায় ওই পথে ত্বরিত গমনে
বহু আশা করি' প্রিয় দরশনে
জুড়া'বে হৃদয়, নয়নে নয়নে
কহিবে কথা

পুণ্য নিকেতন হ'লে সন্নিধানে
অলক্ষিতে চে'য়ে বাতায়ন পানে
যায় মৃদুগতি অতি সাবধানে
বোঝেনাক কেহ সেই মাত্র জানে
হৃদয় যথা।। ১৭

দেখা নাহি হ'লে মরমে মরিয়া
করে দৃঢ় পণ এই পথ দিয়া
যায় যদি কভু ওদিকে চাহিয়া
দেখিবে না আর রহিবে সহিয়া
উচ্ছ্বাস যত

হয় দেখা যদি ভুলে আপনারে
একদৃষ্টে রয় চে'য়ে প্রমদারে
চলে' যায়, ফিরে' চায় বারে বারে
ধৃষ্ট নয়নেরে নিবারিতে নারে
তাড়য়ে কত। ১৮

আবার জানি না ভাবিয়া কি মনে
চলে না সে পথে, যদি প্রয়োজনে
যায় কভু, দেখা হ'লে প্রিয়া সনে
চে'য়েও চাহে না, পশে না শ্রবণে
কাকলি গীত

কিন্তু বঁধু নিত্য বিরলে বসিয়া
থাকে সেই মত বিভোর হইয়া
নয়নের পথে নিয়ত আসিয়া
সেই সে মূরতি তেমতি চাহিয়া
করে মোহিত। ১৯

দেখিয়া সখার হেন আচরণ
হতাশে বামার বিচলিত মন
শোকার্ণবে সদা হইয়া মগন
ভাবে "বঁধু মোরে কিসের কারণ
বিরূপ হেন

"সোঁপিলাম দেহ মন যা'র করে
ঠেলিল চরণে অনাদর করে'
তবু কেন সেই নিঠুরের তরে
প্রাণ কাঁদে এত, পোড়া আঁখি ঝরে
জানি না কেন"। ২০

এইরূপে কত দিন যায় ব'য়ে
দোঁহে দোঁহা' প্রতি থাকে মুগ্ধ হ'য়ে
আবার মিলন কিবা সুসময়ে
নয়নে নয়নে পুনঃ কথা ক'য়ে
জুড়া'ল দোঁহে

বহে প্রেমস্রোত হৃদি বিদারিয়া
উষ্ণ পয়ঃ যথা উঠে উথলিয়া
গুপ্ত নিধি কেহ লয়নি' হরিয়া
হইল কামিনী স্বরূপ জানিয়া
বিবশ মোহে। ২১

পারিল না আঁখি নিরখিতে আর
মিটিল না আহা! কত সাধ তা'র
হ'ল নত মুখ, বেগে প্রেমধার
ভাসাইয়া গণ্ড বক্ষঃ প্রমদার
বহিল হায়

টলিল নায়ক ধৈরজ না ধরে
হৃদয়প্রতিমা ধরে হৃদি পরে
অমনি মেলন অধরে অধরে
ঢলিল কামিনী সোহাগের ভরে
বঁধুর গায়। ২২

পলাইল দূরে লজ্জা অভিমান
দোঁহে মিশি' এবে হ'ল এক প্রাণ
ঈশ সাক্ষী কার' কৈলা সম্প্রদান
পরস্পর দোঁহে দেহ মন প্রাণ
দোঁহার করে

সমাজ বন্ধন ধনের গৌরব
কুলের গরিমা আত্মীয় বিপ্লব
পূত প্রেমস্রোতে ভেসে' গেল সব
নিবারে সে স্রোতে এ হেন বৈভব
কে কোথা ধরে। ২৩

প্রেম! কে গো তুমি, পবিত্র অব্যয়
অজেয় সত্তম, কোথা সদাশয়
উদ্ভব তোমার, কোথায় নিলয়
বৈকুণ্ঠ কৈলাসে কিম্বা সুধাময়
স্বরগ পুরে

এসে' জগমাঝে মহামনা হ'য়ে
বিরাজ হে কভু তাপস হৃদয়ে
শুনে'ছি যে ছিলে নিগম সময়ে
লোকশিক্ষা তরে অন্তঃশীলা ব'য়ে
রাধার উরে। ২৪

বুঝি বা বিহর চিদানন্দ সনে
ভ্রম চিদাকাশে মুদিত নয়নে
বিভোরিত হ'য়ে সদা আনমনে
তাই ভুলে' থাক আসিতে ভুবনে
আনন্দ ভরে

অপ্রমেয় তব সুধার ভাণ্ডার
বিতর হে দেব! হও গো উদার
সত্যরাজ্য পুনঃ করিয়া বিস্তার
কর দয়াময় জীবের উদ্ধার
দুর্দ্দশা হরে'। ২৫

তব জ্যোতিঃ পে'য়ে নবীনা যুবতী
ধরে সংসারেতে প্রভূত শকতি
নহে ভার বোধ সদা কর্ম্মে রতি
পতির সোহাগে সমশ্রদ্ধাবতী
স্বজনগণে

গাঢ়তর প্রেম, হইলে সন্তান
হয় সংসারেতে সমধিক টান
স্বামী প্রতিচ্ছায়া হেরে' মুগ্ধ প্রাণ
সে অবিদ্যমানে যেন অবস্থান
জাগ্রৎ মনে। ২৬

অবকাশ পেলে শিশু কোলে করি'
ভর্ত্তার সমীপে এসে' প্রেম ভরি'
হৃষ্টা মধু আশে যেমতি চঞ্চরী
মুখ পানে চে'য়ে প্রকাশে সুন্দরী
প্রণয় গাথা

পতিকোলে দিয়া কভু বা আপন
চুম্বে মুহুর্মুহু শিশুর বদন
ক্রীড়া ছলে কত কে করে গণন
ব্যক্ত করে বামা কোথা তা'র মন
হৃদয় গাঁথা। ২৭

এ দৃশ্যমাধুরী বর্ণন না যায়
দোঁহে দোঁহা' হেরে' পুলকিত কায়
এ সুখসম্ভোগে বঞ্চিত যে হায়
বৃথা জন্ম তা'র আসিয়া ধরায়
মানব হ'য়ে

এ ঐশ্বর্য্য হ'য়ে ঘুচে'ছে যাহার
অব্দ্যধিক শোক উথলে তাহার
হেরে চতুর্দ্দশ ভুবন আঁধার
বাত্যাহত শাখী সম শুষ্ক তা'র
জীবন ব'য়ে। ২৮

প্রৌঢ়া যবে বামা পুণ্য নিকেতনে
হ'য়ে অধীশ্বরী থাকে হৃষ্ট মনে
হইয়া বেষ্টিত পুত্রকন্যাগণে
পতি সোপার্জ্জিত ধন ধান্য সনে
কমলা সম

কিসে সুখী তা'রা ইহাই ভাবনা
নিয়ত মঙ্গল করি'ছে কামনা
কর্ম্মনিষ্ঠ সদা, হেরে' গিন্নীপনা
জুড়ায় নয়ন, কা'রেও ললনা
তোষে না কম। ২৯

করে' বিসর্জ্জন আপনার সুখ
প্রফুল্লিত হেরে' পুত্র কন্যা মুখ
কোলের শিশুর হইলে অসুখ
থাকে উপবাসী, অনুমাত্র দুঃখ
ভাবে না মনে

রুগ্ন পার্শ্বে বসি' রত শুশ্রূষায়
মুহুর্মুহু এসে' বারতা সুধায়
আবশ্যক যেবা তখনি যোগায়
অসুখ যাবৎ স্বস্তি নাহি পায়
তিলেক মনে। ৩০

বাল্যাবধি যাহে সন্তান সন্ততি
হয় গণ্য মান্য লভিয়া সুমতি
দেয় শিক্ষা হেন, কুকর্ম্মেতে রতি
হেরে যদি কভু জন্মায় বিরতি
শাসন দাপে

গাঢ়তর প্রেমে উদ্ব্যস্ত হইয়া
দ্বিগুণ উদ্যমে বহুধা অর্জ্জিয়া
সংসারের গুরু ভার সমর্পিয়া
সর্ব্ব সুখে স্বামী নিশ্চিন্ত হইয়া
হরষে যাপে। ৩১

গৃহমধ্য দীপ যথা তমসায়
বিতরি' আলোক তোষে গো সবায়
নিবারে সাধ্বস আপদে সহায়
কিন্তু তস্করের হয় অন্তরায়
তেমতি বামা

একাধারে কা'র শান্তিপ্রদায়িনী
স্নেহের প্রতিমা সন্তাপহারিণী
প্রেমের আকর শক্তিসঞ্চারিণী
উগ্রচণ্ডী কা'র সর্ব্বথা কামিনী
মঙ্গলকামা। ৩২

হ'লে বৃদ্ধা ক্রমে অক্ষম হইয়া
সংসারের ভার বধূরে অর্পিয়া
নতি গতি মতি ইষ্টপদে দিয়া
থাকে বামা পূজা আহ্নিক লইয়া
সদাই রত

সন্ধ্যা বন্দনাদি হ'লে সমাপন
গলবস্ত্রে নমি' আরাধ্য চরণ
একে একে যত আত্মীয় স্বজন
করে সবাকার মঙ্গল কারণ
কামনা কত। ৩৩

রজনীর মুখে সমবেত হ'লে
নপ্ত্রী সম্পর্কীয়া নবীনা সকলে
হর্ষহাস্যোদ্দীপ উপকথা ছলে
দেয় শিক্ষা নানা তোষে কুতূহলে
কতই সবে

নিশীথে সবাই ঘুমে অচেতন
জরতী কেবল করে জাগরণ
প্রবাসেতে যা'রা আছে কে কেমন
ভেবে' একজাই ত্রিযাম যখন
ঘুমায় তবে। ৩৪

সন্তান সন্ততি নাহিক যাহার
লইয়া ভাশুর দেবর কুমার
কিম্বা ননদীর, যথা আপনার
করয়ে পালন কতই আব্দার
তাদের সহে

জননী অধিক করয়ে যতন
অনুমাত্র ত্রুটি নহে কদাচন
হ'লে অপরাধ করে গো তাড়ন
মায়েতে যেমতি বিপদে তেমন
হৃদয় দহে। ৩৫

ভাগ্য দোষে যেবা পতিপুত্রহীন
দুরবস্থা হেতু হ'য়ে পরাধীন
কিম্বা বিত্তে স্বীয় থাকিয়া স্বাধীন
পাসরিয়া দুঃখ ব্যস্ত সারা দিন
পরের তরে

থাকে সে যথায় কর্ত্তব্য বিধায়
ক্রমশঃ আবদ্ধ হইয়া মায়ায়
করে দেহপাত, সুখে সুখ পায়
দুঃখেতে তা'দের সম বেদনায়
ভাবিয়া মরে। ৩৬

যে নারী এ হেন সুখের আকর
কি হেতু সর্ব্বত্র পায় না আদর
অশেষ দুর্দ্দশা যাতনা বিস্তর
তথাপি ললনা বাঁধিয়া অন্তর
সয় গো প্রাণে

সহিতে না পেরে কেহ দেশান্তরে
থাকে গিয়া, কেহ যায় পর ঘরে
জাতক্রোধে কেহ ঘৃণ্য বৃত্তি করে
কেহ উদ্বন্ধনে, কেহ প্রাণ হরে
গরল পানে। ৩৭

এ হেন রমণী কোথাও আবার
ডাকিনী শাকিনী মানবী আকার
লেশ মাত্র স্নেহ নাহি প্রেমধার
বাহ্যিক সুন্দর অন্তর তাহার
কূটেতে ভরা

কত যে নায়ক করে' প্রাণপণ
যোগায় আনিয়া বিলসিত ধন
তবু রাক্ষসীর উঠেনাক মন
জাতীয় গরবে করয়ে মনন
ধরারে সরা। ৩৮

কুশিক্ষা, সকলি কুশিক্ষার দোষে
কুহকে পড়িয়া নতুবা কি পোষে
কলুষ প্রবৃত্তি, কিম্বা কভু তোষে
হৃদয়েতে পশি' অলক্ষিতে শোষে
রুধির যেবা

কুশিক্ষা, না হ'লে কখনো মানব
সকাশে তাহার পায় পরাভব
করায়ত্ত যেবা, জঘন্য সংশ্রব
প্ররোচনে করে লুটা'য়ে বৈভব
কুরুচি সেবা। ৩৯

শৈশবে মানব সবাই সমান
তবে কেন কেহ অবোধ অজ্ঞান
কেহ মহামতি কেহ বা বিদ্বান
সৎ বা অসৎ বর্ব্বর প্রধান
বয়স হ'লে

শিক্ষাই প্রধান শিক্ষা গুণে সব
আনে দরিদ্রতা অতুল বৈভব
হয় অধোগতি সুখের উদ্ভব
সুকৃতি দুস্কৃতি সকলি সম্ভব
শিক্ষার বলে। ৪০

বিরাজ কে তুমি কাহার কামিনী
অনন্ত আকাশে অনন্তরূপিনী
আপন শোভায় হ'য়ে উন্মাদিনী
এই বিশ্বমাঝে তুমি সোহাগিনী
কে মনোরমা

কে পারে বুঝিতে মহিমা তোমার
রচিয়া অদ্ভুত বিরাট ব্যাপার
বিমোহিত হ'য়ে প্রেমেতে কাহার
রাখিয়াছ তা'য় যতনে অপার
শাশ্বতি সমা। ৪১

নিত্য জীবহৃদে আছ বিগুমান
তথাপি তোমার করিয়া সন্ধান
ঘূরে' মরে তা'রা হ'য়ে হতজ্ঞান
মৃগনাভি সনে গন্ধে ধাবমান
হরিণ যথা

সর্ব্ব ঘটে মাগো তব অবস্থান
উর জ্যোতির্ম্ময়ী দেহ এই জ্ঞান
যেমতি উদয় হ'লে বিবস্বান
ঘুচে ধ্বান্তরাশি জীবের অজ্ঞান
হর মা তথা। ৪২

শুভাদৃষ্ট ফলে দেবীর দর্শন
পাইয়া শিবের কিসের কারণ
নিরখিয়া তাঁ'র মূরতি ভীষণ
হ'ল মহাভীতি নিকটে যখন
সাধ্বসহরা

অমরমণ্ডলী পুলকিতান্তরে
করিতে দর্শন এল যোগীবরে
মঙ্গলাচরণে, কেন গেল হরে'
তাদের সে ভাব, অভিভূত দরে
হইল ত্বরা। ৪৩

কেন দেবগণ করিয়া যুকতি
পাঠাইলা তবে দুষ্টা সরস্বতী
যোগীরে দেখিতে মোহিনী মূরতি
কহাবার তরে, যোগাত্মা শকতি
জানিয়া মনে

মাতৃজ্ঞানে যদি রমণীর সঙ্গ
ত্যজিলা আচার্য্য, কি হেতু প্রসঙ্গ
করিল হেরিতে পূর্ণশোভনাঙ্গ
ধৈর্য্যচ্যুত শিব হ'ল যোগভঙ্গ
যা' দরশনে। ৪৪

কোথা পুণ্য ছবি করে' নিরীক্ষণ
মহাভাবে শিব হইবে মগন
হ'ল কি না তা'র স্মরসম্মোহন
কেন এ বৈষম্য আত্মবিস্মরণ
কুমতি হায়

এ রহস্য ঘোর কে বুঝিতে পারে
কা'র শক্তি হেন জগৎ মাঝারে
ক্ষেমবিধায়িনী তিনি সর্ব্বাধারে
পড়িয়া মানব ভ্রম অন্ধকারে
বোঝে কি তা'য়। ৫৪

যৎকালে শিব রোমাঞ্চিত কায়
যাচিলা আসঙ্গ অনঙ্গ পীড়ায়
মহাদেবী তবে ঐশ্বরী মায়ায়
নিমেষে শিবের জ্ঞান সমুদায়
লইয়া হরে'

অনিন্দ্য রূপসী মাতঙ্গ সুতার
স্তম্ভন-মদির করে' প্রত্যাহার
হৈলা অন্তর্দ্ধান, দেহেতে তাহার
নিজ আকর্ষণী শক্তি বিন্দু ধার
সঞ্চার করে'। ৪৬

নিষাদকুমারী ঘুচিলে স্তম্ভন
হেরে যোগীবর তা'রে অনুক্ষণ
অনিমেষ নেত্রে করে নিরীক্ষণ
লজ্জায় বামার অম্লান বদন
হইল নত

রহিল চাহিয়া ধরিত্রীর পানে
কুটিল কটাক্ষ র'য়ে র'য়ে হানে
মাতিল সাধক পঞ্চশর বাণে
জাগে সঙ্গ আশা ততোধিক প্রাণে
নিরথে যত। ৪৭

ঈশ্বরী মায়ায় সাধকপুঙ্গব
পূর্ব্ব আত্মস্মৃতি ভুলে' গিয়া সব
অপনীত জ্যোতিঃ সাধনাসম্ভব
জ্ঞানভ্রষ্ট যথা উন্মত্ত মানব

ভবসুন্দরীর কান্তি কমনীয়া
প্রেমভরে পুনঃ পুনঃ নিরখিয়া
মন্মথ পীড়নে অধীর হইয়া
এরূপ তাহারে মধু সম্ভাষিয়া
বচন কয়। ৪৮

"কেন সুবদনী রৈলে মৌনী হ'য়ে
মম বাক্যে ব্যথা পেলে কি হৃদয়ে
এ বিজন পথে হেন অসময়ে
মোহিনীর সাজে কিসের আশয়ে
ভ্রমণ তব

কে গো তুমি রামা কাহার কামিনী
বনদেবী কিম্বা অমর মোহিনী
ভ্রমিতেছ কা'র তরে একাকিনী
কে সে ভাগ্যবান যা'রে বিনোদিনী
সোহাগ তব"। ৪৯

"কিবা ঘন ঘোর চাঁচর কুন্তল
করে ঢল ঢল নয়ন কমল
আহা কি পীবর বক্ষোজ যুগল
কিবা মধ্য শোভে বরণ বিমল
নিতম্বদেশ

কর্ণ নাসিকায় হীরক ভূষণ
কিবা মুক্তাহার কণ্ঠী সুশোভন
জড়িত মেখলা অঙ্গদ কঙ্কন
কিবা তব সহ নীলাভ বসন
মোহন বেশ"। ৫০

"দেহ বরাননে! তব পরিচয়
শুনিয়া বচন জুড়া'ক হৃদয়
শুধু চে'য়ে তোমা তৃপ্তি নাহি হয়
বড় আশা প্রাণে, হইয়া সদয়
কহ গো কথা

অনুপম তব রূপের ছটায়
করে'ছ শোভনে! বিমুগ্ধ আমায়
লয়িনু শরণ লুটাইয়া পায়
অধীনেরে আর মিনতি তোমায়
দিও না ব্যথা"। ৫১

মানসের পটে দ্বাদশ বৎসর
পূজিয়াছে যা'রে সেই যোগীবর
যাচে প্রেম আজি হইয়া কাতর
হেরিয়া বামার আপ্লুত অন্তর
হরষ সনে

সাধনের ধনে প্রবল বাসনা
ধরে হৃদি পরে, তথাপি ললনা
কিবা হেতু এবে রৈল আনমনা
প্রকৃতি সুন্দরী ! কি তব ছলনা
অবলা সনে। ৫২

প্রেমে মুগ্ধ শিবে করিয়া দর্শন
মৌন ভাবে বামা রৈল বহুক্ষণ
পরিশেষে হেন সহাস্য বদন
কথার ছলনে কৈলা সম্ভাষণ
সাধকবরে

"নহি আমি প্রভু কাহার গৃহিণী
জানিনাক কা'রে বলে সোহাগিনী
আপনার ভাবে হ'য়ে উন্মাদিনী
ইচ্ছামত সদা ভ্রমি একাকিনী
আমোদ ভরে"। ৫৩

"নিষাদ কুলেতে জনম আমার
এক মাত্র আমি সন্তান পিতার
মাতা দয়াবতী প্রকৃতি উদার
ইষ্টদেব শূলী করুণা অপার
কিঙ্করী প্রতি

শঙ্কর কৃপায় নাহি কষ্ট মম
ভ্রমি জগমাঝে উগ্রচণ্ডা সম
কা'রে না ডরাই কালান্তক যম
ছোঁয়নাক মোরে, ধরম করম
যাদৃশী মতি"। ৫৪

"এলো থেলো বেশে কভু চীরবাস
কভু নবাম্বর অঙ্গের বিন্যাস
দুর্গন্ধ গায়েতে কখনো সুবাস
মোহন এ সাজ দেব কৃত্তিবাস
দিয়াছে মোরে

ভ্রমিতে ভ্রমিতে আসিয়া হেথায়
অপরূপ দৃশ্য হেরিনু তোমায়
শবাসনে স্থির দৃষ্টি চে'য়ে কা'য়
দেখিতেছিলাম তাই মুগ্ধ প্রায়
কৌতুক ঘোরে"। ৫৫

"আকারে তোমায় হয় অনুমান
বিপ্রকুলোদ্ভব সাধকপ্রধান
জ্যোতির্ম্ময় বপু পাবক সমান
কমনীয় দ্যুতি যেমতি ঈশান
ভাতিছে তেন

তান্ত্রিক অগ্রণী নাহি ইথে আন
শবসিদ্ধি হেতু আয়াস মহান
তাইতে প্রযত আজি এ শ্মশান
অকস্মাৎ তবে কেন মতিমান
বিবশ হেন"। ৫৬

বীণাতন্ত্রী সম হইল বাদন
শিব কর্ণমূলে মাতঙ্গী বচন
হাসিতে হাসিতে সাধক তখন
মহোল্লাসে হেন উন্মাদ যেমন
বচন কহে

"জানি না প্রমদে ! জাতি বলে কা'রে
আছে কি প্রচার জগৎ মাঝারে
যদি থাকে তবে বিভিন্ন আকারে
জাতি মম যাহা বল আপনারে
অন্য ত নহে"। ৫৭

"জানি না কিরূপ সাধন ভজন
খাই দাই সুখে করি বিচরণ
স্বপনের ঘোরে করে' দরশন
তব রূপরাশি বিমোহিত মন
হইল যবে

নিশি আনুকূল্যে আসিয়া হেথায়
ঘুচিলে স্তম্ভন বুঝিনু কোথায়
এসেছি শ্মশানে পুলকিত কায়
হেরিতেছি তোমা' জড়ীভূত প্রায়
বসিয়া শবে"। ৫৮

"পুরুষ প্রকৃতি সম্পৃক্ত সদাই
অযুগ্ম শরীরী নাহি কোন ঠাঁই
কহ অকপটে তোমারে সুধাই
কেন একাকিনী ভ্রম একজাই
বিরস মনে

নারীর ধরম কর না হেলন
স্থির কর মতি গৃহধর্ম্মে মন
পাবে সুখোস্তোম শান্তি নিকেতন
এ হেন যৌবন করি'ছ ক্ষেপণ
কি আলম্বনে"। ৫৯

"কিবা হেরি তব সুধাংশুবদন
সুধা হাসি কিবা মধুর বচন
নিরখিয়া তোমা' মুগ্ধ মম মন
প্রেমের ভিখারী কর বিতরণ
হ'য়ো না বাম

সুপবিত্র তুমি রমণীরতন
এস বরাননে! করিয়া ধারণ
বক্ষোপরে তোমা' করি গো পূজন
এস দোঁহে মিলি' করি প্রণয়ন
আনন্দধাম"। ৬০

"পবিত্র এ ভূমি বিজন শ্মশান
বীতিহোত্র হেথা হ'য়ে অধিষ্ঠান
দেখ সমাহৃত বস্তু নানা থান
সিন্দুর কুঙ্কুম স্তূপ পরিমাণ
কুসুম মালা

এস সুমধ্যমে! অগ্নি সাক্ষী করি'
সীমন্তে সিন্দুর মাল্য কণ্ঠোপরি
দিই পরাইয়া, সোহাগেতে ভরি'
জুড়াই তোমায় হৃদয়েতে ধরি'
বিরহ জ্বালা"। ৬১

"শুন বরাননে! যাবৎ জীবন
রহিবে তোমার করিব পূজন
ও বদন বিনা ভ্রমেও কখন
চাহিব না কা'রে করিতেছি পণ
সরল প্রাণে

আদেশিবে যাহা করিব পালন
হৃদয়েতে লিখি' নাম অনুক্ষণ
গুণগ্রাম তব করিব কীর্ত্তন
তোষ লো ললনে হরিয়া বেদন
সম্মতি দানে"। ৬২

শুনে' প্লবসুতা এতেক বচন
বুঝিলা যোগীর বিঘোর স্বপন
প্রেমে গদগদ হইয়া তখন
ভক্তিভাবে হেন কহিলা বচন
অস্ফুট স্বরে

"হীন জাতি আমি পরশে আমার
অধোগতি প্রভু হইবে তোমার"
এতেক কহিয়া লজ্জায় বামার
লুকা'ল বদন, হেঁট মুখে আর
বাণী না সরে। ৬৩

"কি কব তোমায় অবোধ রমণী
কোথা জাতিভেদ, মানব যেমনি
করে কর্ম্ম হেথা পায় সে তেমনি
সম্যক পদবী, দ্বিধা সুবদনী
কর না মনে

সুববিত্র তুমি অতীব সুন্দর
রূপের গরিমা গুণের আকর
হৃদয় আকাশে হ'য়ে শশধর
জুড়াও বিতরি' সুধা স্নিগ্ধকর
তাপিত জনে"। ৬৪

সুহাসিনী প্রতি এতেক কহিয়া
উঠিল সাধক আসন ত্যজিয়া
প্রেমে গদগদ পুলকিত হিয়া
হৃদয়ের রাণী ইচ্ছা ধরে গিয়া
হৃদয় পরে

হেরিয়া বামার শিহরিল অঙ্গ
অন্তিকে সাধক যেমনি, আতঙ্ক
হইল দারুণ, পুরুষের সঙ্গ
করে নাই কভু, রণে দিল ভঙ্গ
নিমেষ পরে। ৬৫

কামোন্মত্ত হ'য়ে বৃষভ যেমতি
রোহিণী পশ্চাতে ধাবিত তেমতি
ধায় যোগীবর, উপযাচে রতি
শুনেনাক ভীরু যায় দ্রুতগতি
আপন মনে

একে ত সাধক দীর্ঘ একাসনে
বিকলিত, তা'য় মদিরা সেবনে
অবশ অধীর টলি'ছে চরণে
চলিতে না পারে ত্বরিত গমনে
অবলা সনে। ৬৬

চলে' যায় বামা অবিরাম গতি
থেকে' থেকে' চায় সাধকের প্রতি
কত যোগীবর করয়ে মিনতি
ডাকে বারম্বার কাতরেতে অতি
ভরে না কাণে

শ্মশানভূমের নৈঋত কোণায়
তিন ক্রোশ দূরে মহীধ্র তলায়
ভীষণ অরণ্য, আসিয়া তথায়
উপনীত বামা স্বেদাপ্লুত কায়
বিকল প্রাণে। ৬৭

উপত্যকা ভূমি পাদপে মণ্ডিত
ক্ষীণ স্রোতস্বতী নিম্নে প্রবাহিত
উপকূলে তা'র প্রসূনে শোভিত
পুষ্পদ্রুম নানা, বায়ু সৌরভিত
হৃদয় হরে

আসিয়া হেথায় নির্ঝরিণী কূলে
বসিলা কামিনী বটবৃক্ষ মূলে
শিলাখণ্ডোপরি এলায়িত চুলে
অঙ্গ বস্ত্র চোল সমুদয় খুলে'
সমীর তরে। ৬৮

ঝুর ঝুর বহে প্রাতঃ সমীরণ
গুণ গুণ স্বরে ভ্রমর গুঞ্জন
পিক কুহু কুহু করি'ছে কূজন
প্রসারিয়া পাখা নাচে শিখীগণ
ময়ূরী সনে

হেরে' মঞ্জু ছবি মাতিল কামিনী
শান্ত হ'লে চিত ভাবে বিরহিণী
"পূজিনু যাহারে দিবস যামিনী
এবে কেন হেরে' ভীতি উন্মাদিনী
জাগিল মনে"। ৬৯

"আহা! সারা নিশি করিয়া ভ্রমণ
কতই না ক্লেশ হ'তেছে এখন
চলিতে সথার, ধরিয়া চরণ
যাচিব মার্জ্জনা, যাহাতে তোষণ
করিব হেন"

ভাবিতে ভাবিতে বেগে প্রমদার
করুণ অন্তরে বহে প্রেমধার
হৃদয়েতে হ'লে প্রণয় সঞ্চার
রৈল চে'য়ে পথ পানে অনিবার
চাতকী যেন। ৭০

কতক্ষণে শিব হ'ল উপনীত
অঙ্গ দিয়া ঘর্ম্ম বহে অপ্রমিত
কান্তার রূপেতে কেমন মোহিত
হইয়া অবাক হেরে স্ময়মিত
বদন ছবি

অনিমেষ শিব করে নিরীক্ষণ
মনোমোহিনীর সুধাংশুবদন
প্রেমোচ্ছ্বাস সেই স্মরসম্মোহন
কা'র সাধ্য করে স্বরূপ বর্ণন
কে হেন কবি। ৭১

সম্বরিয়া ত্বরা সাধক তখন
কহে প্রমদারে এরূপ বচন
"বাজিল কি প্রাণে হেরে' আচরণ
কুসঙ্গ ত্যজিতে তাই কি যতন
করি'ছ ছলে

কহ বিধুমুখী কহ প্রকাশিয়া
দাঁড়াও স্বদেশে বারেক আসিয়া
জনমের তরে শ্রীমুখ হেরিয়া
কনক মূরতি হৃদয়ে স্থাপিয়া
যাই গো চলে"। ৭২

শুনিয়া বামার বহিল নয়ন
"ক্ষম অপরাধ দিয়াছি বেদন
ক্ষম নাথ মোরে" কহিয়া বচন
নীরবিলা বামা লজ্জায় বদন
হইল নত

অমনি আচার্য্য নৈলা হৃদি পরে
হৃদয়প্রতিমা, মেলিল অধরে
উলসিল অঙ্গ ভীতি গেল হরে'
মাতিল দু'জনে, দোঁহে মদভরে
আনন্দে রত। ৭৩

হেথা শবভূমে যখন গগনে
উদিত ভাস্কর প্রচণ্ড কিরণে
বিরূপাক্ষ উঠি' বসিয়া আসনে
গুরুবৃত্ত পানে উৎকণ্ঠিত মনে
চকিতে চায়

হেরে মহামতি বিস্মিত হইয়া
নাচি'ছে কবন্ধ বাহু প্রসারিয়া
বৃত্ত বেড়ি' তা'রা শব আগলিয়া
জম্বুক নিচয় অদূরে বসিয়া
নিরখি' তা'য়। ৭৪

পড়ে' আছে শব মেলিয়া নয়ন
সাজীপূর্ণ পুষ্প শ্রীদল চন্দন
সেইমত পড়ে' ভীম প্রহরণ
সুগন্ধি যতেক, দ্রব্য অগণন
আহৃত যত

যেখানে যা' ছিল তেমতি সকল
স্থাপিত, সাধক নাহিক কেবল
নিরখিয়া বিরূ গণে অমঙ্গল
ঠিক নাহি পায় ভাবিয়া বিকল
চেতনা হত। ৭৫

"ভঙ্গ দিল যবে বিদ্যাধরীগণ
মহোল্লাসে বুঝি' সমাপ্ত সাধন
পূর্ণ পাত্র ঢেলে' করিনু সেবন
পড়িনু ঢলিয়া হারা'য়ে চেতন
অধিক পানে

পে'য়ে সিদ্ধি যোগী দেবী দরশনে
চলে' গেল বুঝি প্রফুল্লিত মনে
কিম্বা পলাইল পুনঃ সন্দর্শনে
অসম্ভাবী দৃশ্য মহাভীতি সনে
আকুল প্রাণে"। ৭৬

"হ'লে সিদ্ধ শিব পুলকিত হিয়া
করিত কতই আমারে লইয়া
আনন্দ উৎসব, বিহ্বল হইয়া
কভু কি সম্ভবে যা'বে সে চলিয়া
ফেলিয়া মোরে

অতিবেল মম কাঁপি'ছে হৃদয়
কোন মতে চিত্ত স্থির নাহি হয়
লইতেছে মনে যেন নিঃসংশয়
যোগভ্রষ্ট গুরু পড়িয়া দুর্জ্জয়
বিপাক ঘোরে"। ৭৭

"নিজে বিষ ঢেলে' করিনু ভক্ষণ
অমৃতের আশে কর্ত্তব্য হেলন
ধিক্ মোরে ধিক্ ধিক্ এ জীবন
সর্ব্বৈব বিফল উত্তম যতন
আমার দোষে

মোহাবিষ্ট হ'য়ে কি করিনু হায়
খে'য়ে কালকূট মরি যে জ্বালায়
পারি না সহিতে বুক ফেটে' যায়
হ'ল ভরাডুবি শেষে কি না হায়
আমার দোষে"। ৭৮

"যাবৎ শিবের না হয় উদ্ধার
কোন মতে মম নাহিক নিস্তার
অশেষ দুর্গতি যন্ত্রণা অপার
মনস্তাপে অহো! হৃদয় আমার
যায় যে দহে' "

দেখিতে দেখিতে আরক্ত বদন
থর থর অঙ্গ রক্তিম নয়ন
তীব্র দৃষ্টি চে'য়ে ঘরষি' রদন
ক্রোধ ভরে বিরূ এরূপ তখন
বচন কহে। ৭৯

"ঘৃণ্য ইরা তুই পুরীষ সমান
তোর সঙ্গে হরে স্বাভাবিক জ্ঞান
তাই অস্পর্শীয়া কহে মতিমান
বিশ্বাসঘাতিনী তারি বধ প্রাণ
যে করে সেবা

অতি ঘৃণ্য তুই জগত মাঝার
তোর স্পর্শে হেন দুর্দ্দশা আমার
দিলি শিক্ষা ভাল ভুলিব না আর
দূর পাপীয়সী হও পূজ্য তার
ভ্রমান্ধ যেবা"। ৮০

উত্তরসাধক এতেক বচন
কহিয়া সদর্পে উঠিলা তখন
ছিল যন্ত্র যত করি' আহরণ
দীঘী জলে তাহা কৈলা নিক্ষেপণ
ত্বরায় ল'য়ে

আহরিয়া এধ বহুল যতনে
মলয়জ ঘৃত গন্ধদ্রব্য সনে
শবের সৎকার করি' ক্ষুব্ধ মনে
নিষ্ক্রান্ত হইলা গুরু অন্বেষণে
ব্যাকুল হ'য়ে। ৮১

বিরিঞ্চি চৌদিক করিয়া বেষ্টন
স্বচ্ছ নীর তলে কৈলা নিরীক্ষণ
রোধেতে উঠিয়া গুল্ম লতা বন
তন্ন তন্ন করি' আশান্বিত মন
খুঁজিলা কত

সেথায় গুরুর না পে'য়ে দর্শন
সমগ্র প্রান্তর বেড়িয়া তখন
মণিহারা হ'লে ভুজঙ্গ যেমন
আকুল হৃদয়ে কৈলা অন্বেষণ
জুড়িয়া যত। ৮২

ছিল পল্লী যত প্রান্তর সীমায়
একে একে বিরু প্রবেশিয়া তায়
নিরখয়ে যা'রে মনোবেদনায়
কহিয়া লক্ষণ বারতা সুধায়
নিয়ত ফিরে'

এইরূপে শোকে হ'য়ে হতজ্ঞান
অবিশ্রান্ত ভ্রমি' এখান সেখান
কোথাও গুরুর না পে'য়ে সন্ধান
হতাশে বিরুর ভাসিল বয়ান
নয়ন নীরে। ৮৩

একে অবসন্ন মদিরা সেবনে
তাহে সারা দিন থেকে’ অনশনে
অস্নাত ভ্রমিয়া প্রচণ্ড কিরণে
পরিশ্রান্ত বিরূ গুরুর কারণে
শোকার্ত্ত তা’য়

অবসান প্রায় দিবস যখন
না পে’য়ে গুরুর কোন নিদর্শন
সজল নয়নে বিষাদিত মন
গৃহ অভিমুখে চলিলা তখন
বিহ্বল প্রায়। ৮৪

ইতি শিবাচার্য্যঠাকুরকাব্যে অনুসন্ধান নাম
পঞ্চম সর্গ

ষষ্ঠ সর্গ।



দিগন্ত ব্যাপিয়া নিখিল অম্বর
জুড়িয়া আখণ্ড বিশ্বচরাচর
অক্ষুণ্ণ প্রভাব সহ বিস্তারিয়া অহরহ
শান্তি-ক্রোড় অয়ি ! সর্ব্বদুঃখহরা
সুখময়ী জীবে সমস্নেহপরা
কে বিরাজ তুমি ভুবনপ্রিয়া
কে গো ! নিদ্রা তুমি সর্ব্বক্ষেমঙ্করী
প্রকৃতি দেবীর নিত্য সহচরী
দেবতা দানব নর খগ মৃগ জলচর
পতঙ্গাদি কীট কা'রে নাহি রোষ
শরণ্যা সবার সকলেরে তোষ
সবারে সমান আশ্রয় দিয়া। ১

ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর ব্যাধিসন্তাপিত
ভয়েতে বিহ্বল সংসারতাড়িত
বিপন্ন শোকেতে হত বিরহে কাতর যত
তব ক্রোড়-নীড়ে পশে গো যখন
ভুলে' যায় তারা সকল বেদন
ধন্য দেবী তুমি জগতীতলে
ধন্য মহাপ্রভা অচিন্ত্যরূপিণী
সুধাময়ী নিত্য শান্তিপ্রদায়িনী
জীবের মঙ্গল তরে সমুদ্ভবা চরাচরে
সুজন কুজন বাখানি তোমারে
তোষ গো সমান ঘৃণা নাহি কা'রে
সৃজন রহিত তুমি না হ'লে। ২

গত নিশামুখে আসার পতনে
স্নিগ্ধ বসুন্ধরা ফুল্ল ফুল সনে
শীতল মলয় বায় মৃদুল বহি'ছে তা'য়
পরিশ্রান্ত তাই আজি পৌরজন
ঘুমেতে ত্বরায় সবে অচেতন
সমীর পরশে অবশ হ'য়ে
তমাচ্ছন্ন ঘোর গভীরা রজনী
অতিবেল এবে ঝিঁঝিঁ ভেক ধ্বনি
জনপ্রাণী কোন ঠাঁই আর ত জাগ্রত নাই
জাগিয়া কেবল বিরূপাক্ষ মাতা
গৃহদ্বারে বসি জপে ভয়ত্রাতা
ইষ্ট নাম তাঁ'র শরণ ল'য়ে। ৩

অবিরাম মন্ত্র জপে প্রেম ভরে
রোমাঞ্চিত তনু নয়নাম্বু ঝরে
অলক্ত লোহিত নিন্দ গোবিন্দ পদারবিন্দ
জপমাল্য হৃদে করিয়া স্থাপন
ধ্যায়ে বিন্ধমাতা স্নেহাপ্লুত মন
গুরু শিষ্য দোঁহা' মঙ্গল তরে
"উর হৃষীকেশ কমলারমণ
উর ত্রিবিক্রম শ্রীবৎসলাঞ্ছন
উর উর দামোদর বলিধ্বংসী মুরহর
শবভূমে পশি' ছাবাল দু'জন
লোমহর্ষ ঘোর করি'ছে সাধন
লহ গো তাদের সাধ্বস হরে' "। ৪

"একে শ্মশানের ছবি ভয়ঙ্করী
তাহে ধ্বান্তময়ী ভীষণা শর্ব্বরী
শবে প্রেত অধিষ্ঠান বিঘ্নকারী বলীয়ান
তাহে মহামায়া পারিষদগণ
সিদ্ধাদি পিশাচ ভূত অগণন
বিকটমূরতি অদ্ভুতকায়
আসিয়া সবাই হ'বে অন্তরায়
ভীতি উৎপাদনে কিম্বা ছলনায়
তাহারা পরাস্ত হ'লে আসিবেক দলে দলে
মায়াবিনী যত অপ্সরা কিন্নরী
করিবে যতন নানা ছল করি'
মোহিতে সাধকে রূপছটায়"। ৫

"এস বনমালী গোবর্দ্ধনধারী
ভকতরঞ্জন মধুকৈটভারি
সাধক হৃদয় দেশে　　বিরাজ কেশব এসে'
হ'ও গো সহায় সঞ্চারিয়া বল
দূর কর ভয় বিঘ্ন অমঙ্গল
কৃপা কর প্রভু কিঙ্করী প্রতি
বিপদভঞ্জন হ'লে তব দয়া
আপনি প্রসন্না হ'বেন অভয়া
সাধকের বাঞ্ছা পূর্ণ　　করিবেন এসে তূর্ণ
কাতরে মিনতি করি দয়াময়
অকৃতি সন্তানে হ'ও গো সদয়
এস দীননাথ কমলাপতি"। ৬

এরূপে জরতী ডাকে ভক্তিভরে
পরমপুরুষ দেব বিশ্বম্ভরে
বহে অশ্রু দরদর　　লোমাঞ্চিত কলেবর
ধ্যায়ে একমনে আরাধ্য চরণ
সাধকদ্বয়ের মঙ্গল কারণ
মায়ায় আপ্লুত বিবশ হ'য়ে
বহি'ছে ক্ষণদা মৃদুল গমনে
ভীষণ আকারে তমাম্বর সনে
ঘোর রাবে ভূরিমায়　　নয়নের পথে তা'য়
নাচে বিভীষিকা না করে মনন
ভাবে মগ্ন বামা করি'ছে স্মরণ
বিপদবারণ করুণাময়ে। ৭

অতীত রজনী তৃতীয় প্রহর
ক্রমে বামাদেহ বসি' নিরন্তর
অবসন্ন হ'ল ভার থাকিতে না পারে আর
একে বয়োগুণে নহে ত স্থবির
স্বতঃ চর্ম্মলোল শিথিল শরীর
পড়িলা ত্বরায় ধরায় লুটে'
ধ্যায়িতে ধ্যায়িতে শুভদ চরণ
বিঘোর নিদ্রায় হ'লা অচেতন
প্রহরার্দ্ধ দিবা যবে দেখিলা স্বপন তবে
আচার্য্যে না হেরে' তাহার সন্ধানে
হ'য়ে দিশিহারা ব্যাকুলিত প্রাণে
দ্বারে দ্বারে বিল্ব ভ্রমি'ছে ছুটে'। ৮

সচকিতে বামা উঠিল তখন
কাঁপিল হৃদয় ব্যস্ত হ'ল মন
প্রাতঃকৃত্য সমাপিয়া পূত নীরে নিমজ্জিয়া
পুনঃ বিল্বমাতা বসিলা ত্বরায়
হইয়া অধীর অপত্য মায়ায়
দয়াল হরির চরণ ধ্যানে
নয়ন মুদিয়া আরাধ্য চরণ
কতই জরতী করিল মনন
কোন মতে সমাহিত করিতে না পারে চিত
মানসের পটে ললাম মুরতি
জাগেনাক কত করয়ে যুকতি
হইতে সংযত ব্যাকুল প্রাণে। ৯

দুর দুর হৃদি কাঁপে অবিরল
অধম নয়ন স্পন্দিত কেবল
প্রমাদ গণিয়া তবে অভিভূত শোকার্ণবে
উঠিয়া জরতী কহিলা দাসীরে
লইতে সংবাদ সাধন মন্দিরে
অমনি কিঙ্করী ছুটিল ধে'য়ে
জ্ঞাপিলা বারতা আসিয়া ললনা
উদ্যানেতে সেথা নাহি কোন জনা
শুনিয়া অশুভ বাণী সত্য স্বপ্ন অনুমানি
বুঝিলা জরতী ঘোর অমঙ্গল
যোগভ্রষ্ট শিব সাধনা বিফল
অনিবার্য্য কোন প্রতিঘ পে'য়ে। ১০

ক্রমে দিন বাড়ে বিরূ নাহি আসে
বাড়য়ে উৎকণ্ঠা ততোধিক ত্রাসে
বেলাতীত দ্বিপ্রহর প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কর
ঢালে অগ্নিরাশি বহে ঘূর্ণিবায়
ঝলসয়ে অঙ্গ কা'র সাধ্য যায়
আতপত্রশূন্য প্রান্তর ব'য়ে
ভাবিছে জরতী—"আহা! বিরূ মম
এ দারুণ রৌদ্রে বাতুলের সম
ভ্রমিতেছে দ্বারে দ্বারে তৃষ্ণাতুর অনাহারে
গুরুর লাগিয়া কত বাছা মোর
সহিতেছে ক্লেশ বিপাকেতে ঘোর
পড়িয়া আকুল অধীর হ'য়ে"। ১১

"আহা! শিবু মোর সারাটা জীবন
করিল কতই কঠোর সাধন
শেষে কি না যোগভ্রষ্ট সকলি হইল নষ্ট
কি দোষে এ দশা হইল তাহার
কুচিন্তায় চিত কলুষ আমার
আছে কি সে, কিম্বা মরিল প্রাণে
সাধনে সহায় হইতে সম্যক
গেল বিরূ হ'য়ে উত্তরসাধক
সে যে ধীর অবতংস তবে কেন বুদ্ধিভ্রংশ
হ'ল অকস্মাৎ হারাইল তাই
গচ্ছিত রতন কা'রে বা সুধাই
এ গুহ্য কাহিনী কেই বা জানে"। ১২

অধীরা জরতী তবু মনোব্যথা
রাখে সংগোপনে বিপদের কথা
পাছে বধূটের পায় প্রতুল ঘটা'বে তা'য়
উষ্ণ প্রাপ্ত হ'লে পাষাণ যেমতি
হয় না বিকৃত সেইরূপে সতী
অলক্ষিতে রয় বেদনা স'য়ে
কহে বিরূমাতা বধূরে তখন
"লহ সমাপিয়া রন্ধন ভোজন
নহে পটু দেহ মম অনুভবি জ্বর সম
গুরু শিষ্য আজি নাহি যোগোত্থানে
কার্য্য তরে দোঁহে গে'ছে অন্য স্থানে
আসিবে যে ফিরে' যায়নি' ক'য়ে"। ১৩

সারাদিন বুড়ী রহে অনশনে
অঙ্কুরে না কয় কিবা জাগে মনে
ব্যস্ত হ'য়ে বাহিরিয়া পথ পানে নিরখিয়া
দেখা নাহি পে'য়ে মুছে আঁখি নীর
মায়াতে বিহ্বল অবশ শরীর
মন্থিত হৃদয় বিরূর ধ্যানে
ভাবাবেশে হেন ক্রমে বেলা গেল
বিরূপাক্ষ তবু ফিরে' নাহি এল
দিশিহারা হ'য়ে বুড়ী মণ্ডপেতে মাথা খুঁড়ি'
যাচে ভিক্ষা—"মাগো! আন বিরূ-ধনে
কাতরে মিনতি করি গো চরণে
আন ত্বরা আর বাঁচি না প্রাণে"। ১৪

সহসা কি মনে হইল উদয়
ঘুচিল আবেগ প্রশান্ত হৃদয়
কহে বুড়ী "বৃথা কেন ভাবি আমি কিবা হেন
করে'ছি দুষ্কৃতি যাহে গুণধর
হারাইব সুতে ধার্ম্মিক প্রবর
অবশ্য ঈশ্বর রক্ষিবে তা'রে
কর্ত্তব্যপালন বিনা ধর্ম্ম আর
নাহি মানবের বুঝিয়াছে সার
সামান্য ক্রটির লাগি' হইয়া পাপের ভাগী
মনস্তাপে এবে হৃদয় তাহার
দহি'ছে সতত, ভাবিয়া না পার
পায় সে এখন বেদনা ভারে"। ১৫

"আছে শিবু ভাল মরে নাই প্রাণে
যোগভ্রষ্ট হ'য়ে গেছে কোন খানে
কেন এ, নিগূঢ় তত্ত্ব কি বুঝিবে মূঢ় মর্ত্ত্য
সর্ব্বকার্য্যে তাঁ'র মঙ্গল নিহিত
হেরে' বিপর্য্যয় হয় সন্তাপিত
ভ্রমান্ধ মানব বিপদ গণি"
এরূপে জরতী নিশ্চিন্ত হইয়া
বসে স্বস্থ মনে গৃহদ্বারে গিয়া
ক্রমে সন্ধ্যা সমাগম কুলায়স্থ বিহঙ্গম
ধেনুবৃন্দ ল'য়ে এল গোপ ফিরে
বাজিল দুন্দুভি দেবতা মন্দিরে
ঘরে ঘরে হ'ল কম্বুর ধ্বনি। ১৬

দীপালোকে পুরী হ'ল আলোকিত
শ্রমজীবী সবে হইয়া ক্লিশিত
একে একে নিকেতনে প্রত্যাগত ফুল্ল মনে
ক্রমে নিশীথিনী প্রহরার্দ্ধ গত
আহা বিক্রমাতা চাতকিনী মত
করিয়া প্রতীক্ষা ভাবি'ছে বসে'
হেন কালে বিরু ধূলায় ধূসর
প্রবেসিল গৃহে ব্যথিত অন্তর
নির্ব্বাক বিষাদময় আরক্ত নয়নদ্বয়
এলো থেলো বেশ মলিন বদন
শূন্যদৃষ্টি ঘোর চিন্তায় মগন
পরিশ্রান্ত দেহ নাহিক বশে। ১৭

অন্য দিনে বিরূ প্রত্যাগত হ'লে
হইয়া প্রণত মাতৃপদ তলে
কতই প্রফুল্ল হ'য়ে দিনের বারতা ক'য়ে
তুষিত মায়েরে আজি আনমনা
বুঝিল জরতী কি তা'র বেদনা
স্বপনের কথা স্বরূপ জেনে'
নিরখিয়া ম্লান পুত্রের বদন
স্নেহে জননীর তিতিল নয়ন
তখন দুঃখিতান্তরে সন্তান শুশ্রূষা তরে
উঠিলা জরতী ত্যজিয়া আসন
আহরিতে ত্বরা পানীয় ভোজন
অনশনে বিরূ নিশ্চয় জেনে'। ১৮

অবসর পে'য়ে বনিতা তখন
ভর্ত্তার সমীপে কৈলা আগমন
হেরিয়া বিকৃত বেশ সর্ব্বাঙ্গে ধূলির শ্লেষ
ক্ষিপ্তদৃষ্টি, ঘোর রক্তিম নয়ন
মুখভঙ্গী সহ বিরস বদন
অবশাঙ্গ স্ফীত চরণদ্বয়
উথলিল শোক দরদর ধারে
বহে প্রেমবারি নিবারিতে নারে
পতি বিনা সরলার নাহি কোন ইষ্ট আর
স্বামী শস্ত সতী বাঞ্ছা অহরহ
বিরুদ্ধাচরণে ক্রোধে দুর্ব্বিসহ
অভিমানে কভু মুখরা হয়। ১৯

হেরিয়া ভর্ত্তার অবস্থা এমন
লোল চিত্ত ঘোর উন্মাদ লক্ষণ
বাজিল সরলা প্রাণে হৃদে যেন শেল হানে
পূর্ব্বস্মৃতি মনে উঠিল জাগিয়া
অভিমানে তবে সংজ্ঞা হারাইয়া
কহে স্বামী প্রতি বচন হেন
"মানবের মুখ্য ধর্ম্ম আচরণ
বিধিমতে স্বীয় শরীর পালন
দেহ যদি পাত হয় ধর্ম্ম কর্ম্ম কোথা রয়
পুনঃ পুনঃ এত করি সাবধান
কত ভোগ ভোগ তবু তব জ্ঞান
হইয়া ধীমান হয় না কেন"। ২০

"ভাল পে'য়েছিলে আচার্য্য ঠাকুর
কিছু না থাকুক মদিরা প্রচুর
পানপাত্র যা'র খুলী জপমালা অস্থিগুলি
নেশায় বিভোর কভু নাহি জ্ঞান
হেন ম্লেচ্ছ তব গুরু মতিমান
হিত উপদেষ্টা মাথার মণি
ডাকে লোকে তা'রে বলিয়া পাগল
আচারে তাহার ঘৃণয়ে সকল
হ'লে তা'র গুণপনা পূজিত জগতজনা
দিনান্তে বারেক না গেলে সেথায়
বাঁচেনাক প্রাণ নিশি না পোহায়
কোথা হ'তে হেন জুটিল শনি"। ২১

"সন্ধ্যোত্তীর্ণ হ'লে নহে যদিস্যাৎ
ঢুকু ঢুকু শিরে পড়ে বজ্রাঘাত
চক্ষে ঘুম নাহি আসে উঠে হাই নেত্র ভাসে
হ'য়ে বশীভূত উৎকট নেশার
গে'ছে ভয় ডর, রাখে সাধ্য কা'র
গৃহেতে তোমায় প্রদোষ হ'লে
পশেনাক কাণে এত করি মানা
কোথায় ঔষধ পায় যা'রে দানা
শূকরের বিষ্ঠা খে'য়ে তৃপ্তি যদি কেন চে'য়ে
জীবনের পানে নহ মিতাচারী
হ'য়ে জ্ঞানহারা ভূয়োনিষ্ঠকারী
বহু পানে কভু পড়হ ঢলে'"। ২২

"উঠিতে না পার পরদিনে আর
রোচেনাক মুখে, হয় অঙ্গ ভার
কর্ম্মে মন নাহি লয় কর্ত্তব্য পড়িয়া রয়
তারুণ্য গরবে এবে দিশিহারা
জান না যে বুড়া হ'লে হ'বে সারা
দিন দিন আয়ু হ'তেছে ক্ষয়
বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত রৌদ্র ঘোরতর
নাহি কালাকাল সদাই তৎপর
সাধিতে গুরুর কাজ তিলেক নাহিক ব্যাজ
মড়ীপোড়া সম এস ঘরে ফিরে'
উষ্ণদগ্ধ হ'য়ে, কিম্বা সিক্ত নীরে
দূরান্তরে যদি গমন হয়।" ২৩

"জান মনে গৃহে ফেলিবারে ছাই
আছে ভাঙ্গা কুলো বাড়াবাড়ি তাই
ঝালাপালা তোমা' ল'য়ে কত আর থাকি স'য়ে
দাও কষ্ট নানা কৃতদাসী পে'য়ে
নাহি ক্ষোভ তা'য়, দেহ পানে চে'য়ে
হয় না যে জ্ঞান ভাবি গো তাই
কত দুরবস্থা দেখ অনুমানি'
শোথ সম স্ফীত চরণ দু'খানি
অনশনে তনু ক্ষীণ ভ্রমি' তাহে সারা দিন
হ'য়েছে অবশ, নয়ন লোহিত
অপরূপ দৃশ্য অঙ্গ ধূসরিত
এত যে লাঞ্ছনা হ্রী তবু নাই"। ২৪
পতিপ্রাণা সতী এতেক কহিয়া
গাত্রিকায় ধূলি মুছাইতে গিয়া
পাইল দুর্গন্ধ গায়ে দিলে বিট কাটা ঘায়ে
জ্বলে বহুগুণ, ভামিনী তেমন
ক্রোধান্ধ হইয়া ভর্ত্তারে তখন
পরুষ বচনে কহিলা হেন
"পুনঃ একি হেরি গায়েতে তোমার
পূতিগন্ধ, ঘ্রাণে উঠে যে ওক্কার
এলে বুঝি মড়া ঘেঁটে' শূকর পুরীষ চেটে'
ধিক্ তোমা ধিক্ কি ক'ব তোমায়
বিষ্ঠা ঘাঁটা হ'লে জঞ্জাল ফুরায়
অবশেষ তাহা, রয় বা কেন।" ২৫

"কিরাত অধিক জঘন্য আচার
কুক্কুর অধম প্রবৃত্তি তোমার
জন্ম ল'য়ে বিপ্রকুলে　　কুলোচিত ধর্ম্ম ভুলে'
হ'লে কিনা শেষে ঘোর অবধূত
জ্ঞানার্জ্জন ক'রে হ'ল মতি চ্যুত
এ তীব্র বেদনা কাহারে ক'ব
সংসারী হইয়া এই হ'ল রীতি
লোকে ঘৃণে যা'য় তাহে তব প্রীতি
এবে কি উপায় করি　　ওগো জ্বলে' পুড়ে' মরি
স্বস্তি যা'রে ল'য়ে সে যদি এমন
কি ফল রাখিয়ে এ দুঃখ জীবন
অবলা হইয়া কতই স'ব"। ২৬

বিরূপাক্ষ জায়া এতেক কহিয়া
ক্রোধে অভিমানে অধীর হইয়া
স্নিগ্ধ বারি কুম্ভ পূর্ণ　　আনিয়া ঢালিলা তূর্ণ
থইলেতে গাত্র করিয়া মার্জ্জন
পূতি গন্ধ ধূলি কারিলা হরণ
অঙ্গ মুছাইয়া অর্পিলা বাস
হেন কালে মাতা যোগাইলা আনি'
দ্রব্যাদি রোচক বৈলক্ষণ্য জানি'
চিনিপানা আনারস　　আম্র ও দাড়িম্ব রস
কলায়ের সূপ ভিজন ওদন
মৎস্যের অম্বল কৈলা আহরণ
ভুঞ্জিলা তা' বিরূ মিটায়ে আশ। ২৭

ভোজনান্তে ত্বরা বনিতা তখন
উষ্ণ বারি সহ শেকিলা চরণ
মিশাইয়া তৈল জলে মাথাইলা পদতলে
শুশ্রূষায় সদ্যঃ শ্রান্তি হ'ল দূর
গেল চিন্তা হরে', হ'য়ে নিদ্রাতুর
ঘুমে অভিভূত হইলা ত্বরা
প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সেরে'
সঙ্খেপে বারতা জ্ঞাপিলা মায়েরে
শুনিয়া জরতী কয় "যোগভ্রষ্ট নিঃসংশয়
শাম্ভবী মায়ায় গে'ছে জ্ঞান হরে'
আছে ভোগ তা'র যত দিন তরে
থাকিবে সে হ'য়ে জীয়ন্তে মরা"। ২৮

"হ'বে রূপান্তর বিকৃত আকারে
চিনিতে না কেহ পারিবে তাহারে
যতদিন আছে লেখা ভাগ্যে ভোগ তা'র দেখা
পা'বে না পশ্চাৎ হ'বে সম্মিলন
পুনঃ মহামতি করিয়া সাধন
হ'য়ে সিদ্ধ, পা'বে বাঞ্ছিত পদ
কিবা দোষ তব যাহার যেমন
কর্ম্মসূত্র সেই ভোগয়ে তেমন
অদৃষ্টে লিখন যাহা কে খণ্ডিতে পারে তাহা
জেন বৎস দুঃখনিদান কারণ
নানা দশা প্রাপ্ত হয় জীবগণ
বৃথা তবে কেন ভাব বিপদ"। ২৯

"ধর বাক্য মম হ'য়ো না হতাশ
দেখা হ'বে পুনঃ রাখহ আশ্বাস"
শোকাকুল পুত্র প্রতি এতেক কহিয়া সতী
করিলা সান্ত্বনা চিবুক ধরিয়া
কৈলা আশীর্ব্বাদ, শিবের লাগিয়া
অঞ্চলে মুছিলা নয়ন বারি
মায়েরে বিরূর অচলা ভকতি
ভাবে "মিথ্যা নয় তাঁহার উকতি
আসিবে সাধকবর কিন্তু হ'য়ে চেষ্টাপর
অন্বেষণ এবে কর্ত্তব্য আমার
খুঁজিলে অবশ্য দেখা পা'ব তাঁ'র
অসম্ভব কিবা ইচ্ছায় তাঁ'রি"। ৩০

সেথা অদ্রি মূলে গহন কাননে
নবীন দম্পতি রমে ফুল্ল মনে
কভু মুখমুখী করি' বসিয়া উপল পরি
দোঁহে দোঁহা' পানে পুলকে চাহিয়া
কয় নানা কথা হৃদয় খুলিয়া
অধরে দোঁহার ধরে না হাসি
গলা ধরি' কভু ভ্রমে বনপথে
হেরে' মঞ্জু শোভা মাতে মনমথে
কথনো চয়ন করি' কুসুম অঞ্চল ভরি'
গাঁথিয়া মোহন মালা দেয় গলে
কথনো বা নানা রঙ্গে কুতূহলে
খেলে দোঁহে ল'য়ে প্রসূন রাশি। ৩১

কথনো বা বঁধু সোহাগের ভরে
মদে প্রমদারে ল'য়ে অঙ্কোপরে
বহু পথ চলে' যায় শ্রান্তি বোধ নাহি তা'য়
কভু স্বেদাপ্লুত বদন কমল
মুছাইয়া বঁধু চুম্বে অবিরল
হৃদে ধরি' কভু জুড়ায় হিয়া
এইরূপে দোঁহে নানা রঙ্গ রসে
মধ্যাহ্ন অবধি কাটায় হরষে
হ'য়ে শ্রান্ত অতঃপর ঘর্ম্মে সিক্ত কলেবর
স্রোতঃস্বতী নীরে কৃতাবগাহন
ফল মূল নানা করে' আহরণ
সুখে সমাপয়ে অশন ক্রিয়া। ৩২

ভোজনান্তে দোঁহে বিশ্রাম কারণ
ন্যগ্রোধ ছায়ার লইলা শরণ
একে নিশা জাগরণে বিবশাঙ্গ, পর্য্যটনে
পরিশ্রান্ত তাহে, দোঁহেতে ত্বরায়
হৈলা অভিভূত বিঘোর নিদ্রায়
পাইয়া পাদপ শীতল ছায়া
নিদ্রাভঙ্গ হ'লে উঠিয়া কামিনী
সচকিতে চায় আগত যামিনী
শ্বাপদ সঙ্কুল বনে তিলার্দ্ধও বিচরণে
বিপদ সম্ভব এতেক গণিয়া
ঘুমন্ত পতিরে জাগ্রৎ করিয়া
বাহিরিল ত্বরা আচার্য্য জায়া। ৩৩

শ্রীখণ্ডাভিমুখে ধায় বরাননে
পাছু পাছু শিব যায় সুখ মনে
শোভনাঙ্গী প্রমদার বাতুলতা নাহি আর
শঙ্কর কৃপায় গে'ছে রোগ হরে'
এবে সে স্বরূপ বুঝে'ছে অন্তরে
শুভাদৃষ্টে কেবা পতি তাহার
শাম্ভবী মায়ায় বিঘোর স্তম্ভনে
জানেনাক শিব যায় কা'র সনে
পূর্ব্বস্মৃতি বিস্মরণ হ'য়ে বিশ্ববিমোহন
মোহিনী রূপেতে হেরি'ছে এখন
মাতঙ্গ সুতায়, দিয়া বিসর্জ্জন
সকল, ও সঙ্গ করে'ছে সার। ৩৪

উদ্দেশে নমিয়া ভবানী শঙ্করে
উর্দ্ধশ্বাসে বামা ধায় পথ ধরে'
কতক্ষণে উপনীত হৈলা যথা বিরাজিত
যজ্ঞেশ্বর লিঙ্গ সরসীর তীরে
দেউল প্রাঙ্গণে পশি' ধীরে ধীরে
ষষ্টাঙ্গে প্রণমি' ব্যাকুলা হ'য়ে
ভক্তি ভাবে বামা কৈলা নিবেদন
"তব কৃপা বলে পার্ব্বতীরমণ
পে'য়েছি সর্ব্বস্ব মম সৌম্যকান্তি দেবোপম
এসে'ছি সকাশে এবে উমাপতি
করুণ অন্তরে কহ গো যুকতি
কি উপায়ে যাই সদনে ল'য়ে"। ৩৫

"লইলে এ বেশে ব্রাহ্মণ কুমারে
চিনিবে সবাই দুষিবে আমারে
কি উপায় উদ্ভাবনে ল'য়ে যা'ব নিকেতনে
বল গো ধূর্জ্জটি কিঙ্করীর প্রতি
কর প্রভু দয়া প্রকাশ যুকতি
অবলা যে আমি না পাই ভেবে' "
আহা প্রবসূতা সারাটা জীবন
কষ্টে বহুতর করে'ছে যাপন
নাহিক দুর্গতি আর ভাগ্য-লক্ষ্মী তুঙ্গে তা'র
অবশিষ্ট এবে জীবন তাহার
যা'বে মহাসুখে ইচ্ছা নিয়ন্তার
সিদ্ধকাম স্মার' দেবাদিদেবে। ৩৬

পূতপ্রাণা সতী প্রাঙ্গণে বসিয়া
ঐকান্তিক চিতে ব্যাকুলা হইয়া
ডাকে মৃড় ব্যোমকেশে দেউল পশ্চাৎ দেশে
সহসা আলোক হইল তেমতি
গত রাত্রে যথা, নিরখিয়া সতী
ধায় সেই দিকে আশার আশে
পুনঃ পুনঃ কত কৈলা নিরীক্ষণ
শিব আজ্ঞা কিবা কোন নিরূপণ
করিতে না পেরে' হায়, বসে বামা প্রতীক্ষায়
সোপান চত্বরে হ'য়ে বুদ্ধিহত
যানপৃষ্ঠে বদ্ধ বলীবর্দ্দ মত
আসিয়া আচার্য্য বসিল পাশে। ৩৭

ক্ষণকালে তথা আইল নাপিত
হাতেতে দেউটী, হেরে' আচম্বিৎ
অদ্ভুত আলোক রাশি কৌতূহল বশে আসি'
অনিন্দ্য রূপসী আর যোগীবরে
দেখিয়া বিস্ময় সাধ্বস অন্তরে
অবাক হইয়া চাহিয়া রয়
গিয়াছিল ক্ষুরী কোথা গ্রামান্তরে
কার্য্যহেতু এবে ফিরিতেছে ঘরে
করে' দৃশ্য নিরীক্ষণ ভাবে তেঁহ ভীত মন
"কেন বা মরিতে আইনু হেথায়
পড়িনু বিপাকে কি করি উপায়
কে জানে যে ভূত ইহারা নয়"। ৩৮

এতেক ভাবিয়া মহাভীতি সনে
কাঁপে ঠক্ ঠক্ ধ্যায়ে ত্রিলোচনে
হেরিয়া নাপিত গতি আশ্বাস-বচনে সতী
কহে মৃদু ভাষে "কেন কর ভয়
নহি ভূত মোরা মানব নিশ্চয়
ধ্রুব জেন ক্ষতি নহিবে তব
যন্ত্র পাঁতি বুঝি নিকটে তোমার
স্বামীর আমার করহ সৎকার
ঘুচাও মুনির বেশ ক্ষুদ্র ছিত কর কেশ
দেহ শ্মশ্রুরাজি করিয়া মুণ্ডন
দিব পুরস্কার মাল্য সুশোভন
হ'বে সুখী পে'য়ে বনিতা তব"। ৩৯

আছে আছে বলি' নাপিত তখন
ক্ষৌরকার্য্য ত্বরা কৈলা সমাপন
"এবে দেবী অনুমতি দেহ যাই দ্রুতগতি
হেরে' গৌণ জায়া চিন্তাকুল মন
পুরস্কারে মম নাহি প্রয়োজন
দেহ অনুমতি যাই গো চলে' "
সসব্যস্তে ক্ষৌরী এতেক কহিয়া
দেবালয় হ'তে নিষ্ক্রান্ত হইয়া
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধে'য়ে যায় ভুলেও না ফিরে' চায়
ভাবে মনে মনে "গিয়াছিল প্রাণ
পিশাচের হাতে পাইলাম ত্রাণ
পিতৃপুণ্য যাই শঙ্কর বলে"। ৪০

ভয়ে দিবাকীর্ত্তি করিলে প্রয়াণ
ভক্তি ভাবে নমি' চরণে ঈশান
মহামূল্য অলঙ্কার কৌষেয় কঞ্চুক আর
একে একে বামা করিয়া মোচন
যজ্ঞসূত্র, মাল্য ওড়ন পাড়ন
রুদ্রাক্ষের যত পতির গায়
উত্তরীয়ে দৃঢ় করিয়া বন্ধন
পরিধান সহ কৈলা নিক্ষেপণ
অগাধ শম্বর তলে নামিয়া সরসী জলে
নিমজ্জন করি' হ'য়ে পূতমন
গত রাত্রে ত্যক্ত ছিল যে বসন
খণ্ড করি' দোঁহে পরিলা তা'য়। ৪১

অমনি আলোক হইল নির্ব্বাণ
কামিনী তখন পুলকিত প্রাণ
নমিয়া গিরিজাপতি গৃহ পানে দ্রুতগতি
ধায়, পাছু পাছু হ'য়ে অনুগত
যায় শিব ভক্ত সারমেয় মত
মন প্রাণ তনু সোঁপিয়া পায়
একে অমাবস্যা ধ্বান্তময়ী নিশি
তাহে দ্বিপ্রহর গাঢ় মহানিশি
গৃহের দুয়ারে বসি' স্মরি' পুত্রী মুখশশী
পথ পানে চে'য়ে আকুল অন্তরে
পত্নী সহ প্লব বাক্য নাহি সরে
ভাবি'ছে কতই বিকল প্রায়। ৪২

"দিনান্তে বারেক তনয়া আমার
আসে ফিরে' ঘরে করিতে আহার
আজি এখনো না এল কিবোদ্দেশে কোথা গেল
ভ্রমি' সারাদিন করি' আহরণ
মনোমত পুষ্প শ্রীদল চন্দন
হাসি হাসি মুখে ভরিয়া সাজী
আহা! ব্রত করি' ছিল উপবাসী
ভেবে'ছিনু মনে ভুঞ্জিবে সে আসি'
দুই দিন অনশনে জানি না কি সুখ মনে
আছে বাছা মোর, দ্বাদশ বৎসর
আসে যায় হেরি নিত্য নিরন্তর
কেন এ ব্যত্যয় হইল আজি"। ৪৩

"হ'ক সে আমার বদ্ধ পাগলিনী
তথাপি সে মম চিত্তবিনোদিনী
দিনান্তে হেরিয়া তা'রে থাকি সুখে এ আগারে
সুখ নিকেতন আজি মরুভূম
সারা দিন খেটে' চক্ষে নাহি ঘুম
কি করি এখন কোথায় যাই
মনাবেগে বুঝি' গে'ছে বহু দূর
তাইতে বিলম্ব হ'তেছে প্রচুর
কিম্বা কোন ধুরন্ধরে অজ্ঞাতে ল'য়েছে হরে'
কনক মূরতি অনিন্দ্য রূপসী
উড়ুগণ মাঝে শোভে যথা শশী
পড়ে'ছে তনয়া বিপাকে তাই"। ৪৪

এতেক ভাবিয়া মাতঙ্গ তখন
স্নেহ ভরে কত করিলা রোদন
হ'য়ে রত কুচিন্তায় করে প্লব হায় হায়
হেন কালে পতি সমভিব্যাহারে
জনঙ্গম সুতা প্রবেশিলা দ্বারে
আমোদে অধরে ধরে না হাসি
ডাকিয়া মায়েরে কহিলা নন্দিনী
"আজি হ'তে মাতঃ নহি সন্ন্যাসিনী
শঙ্কর কৃপায় তব হের সৎকুলোদ্ভব
এনে'ছি জামাতা কর গো সৎকার
যোগিনীর বেশে যা'ব না মা আর
হ'য়েছি গো এবে সংসারবাসী"। ৪৫

ভর্ত্তা সহ সুতা এল ঘরে ফিরে'
হেরিয়া দম্পতি ভাসে আঁখি নীরে
হরষে উৎফুল্ল হ'য়ে সাদরে দুয়ারে ল'য়ে
নিষাদ তখন দিলা জামাতারে
বসিতে আসন বস্ত্র পরিবারে
কন্যা চিবু ধরি' চুম্বিলা কত
নিভৃতে মায়েরে লইয়া নন্দিনী
কহে আদ্যোপান্ত যতেক কাহিনী
শুনিয়া শিহরে মাতা স্মরিয়া জগৎপাতা
কৈলা আশীর্ব্বাদ "মাগো পতি সনে
জন্মএয়ো হ'য়ে থাক সুখ মনে
সাঙ্গ এত দিনে সাধনা ব্রত"। ৪৬

পত্নী মুখে শুনি' অদ্ভুত আখ্যান
স্তম্ভিত নিষাদ করিলা বাখান
"মেয়ে এ সামান্যা নয় দেবী কোন নিঃসংশয়
শাপভ্রষ্ট হ'য়ে নীচ জন্ম ল'য়ে
এসে'ছে ধরায় মহান আশয়ে
তাই উচ্চ পদ লভে'ছে হেন
পূত হ'ল কুল সার্থক জীবন
পবিত্র হইল এ নীচ ভবন"
"সাবধান" প্লব কহে "কথা যেন ব্যক্ত নহে
পুণ্যবতী সুতা করিবে রন্ধন
তাই মাত্র যোগী করিবে সেবন
দেখ, অন্য কা'র ভুঞ্জে না যেন"। ৪৭

প্রভাতে নগরে হইল ঘোষণা
বিবাহিতা সোনা কিরাত ললনা
শুনিয়া বারতা তবে কুতূহলী হ'য়ে সবে
পুরাঙ্গনা যত এল দেখিবারে
বিস্ময় অন্তরে প্রব জামাতারে
নিষাদ ভবনে লোক না ধরে
হেরিয়া প্রশংসা করিলা সবাই
কহিলা "সুন্দর হ'য়েছে জামাই
সোনা যথা রূপবতী তেমতি পে'য়েছে পতি
সুখী হ'ক এবে কিরাত নন্দিনী"
এতেক কহিয়া যত সীমন্তিনী
ফিরে' গেল সবে আশিস করে'। ৪৮

নিষাদ ভবন সাধু অধিষ্ঠানে
ক্রমে উপচিয়া উঠে ধন ধানে
বাড়ে সন্ধ্যা শৃঙ্গিণীর দ্বিগুণ ঢালয়ে ক্ষীর
বল্লরি ও তরু দেয় বহু ফল
বিবিধ অণ্ডজে পূরিত পল্বল
মাঠে শস্য ফলে অপরিমিত
থাকে শিবাচার্য্য শ্বশুর ভবনে
মহা সমাদরে পুলকিত মনে
হ'য়ে বধূ অনুগত অযাচিত অবিরত
ফেরে সাথে সাথে, গৃহকর্ম্মে তা'র
হয় সে সহায়, করে মুখ ভার
নিবারিলে বামা ক্ষোভিত চিত। ৪৯

নিমেষের তরে সুধাংশু বদন
না হেরিলে হয় উচ্চাটিত মন
স্তম্ভন-মদির পানে বিভোরিত, কোন খানে
থাকিতে না পারে গেলে কার্য্য তরে
সমাপিয়া ত্বরা আসে দ্রুত ঘরে
নিরখিয়া পুনঃ বাঁচে গো প্রাণ
পৃথু কুম্ভ ল'য়ে বারি আনিবারে
গেলে হেমাঙ্গিনী নিবারয়ে তা'রে
"কি করিয়া হেন ভার সবে অঙ্গে সুকুমার
রাখ, ব্যথা পা'বে" এতেক কহিয়া
তাড়াতাড়ি কক্ষ হ'তে ছিনাইয়া
ক্ষুদ্রাধার এনে' করে প্রদান। ৫০

ধে'য়ে গেলে বামা কয় ব্যগ্র মনে
"ধে'য়ো না ধে'য়ো না বাজিবে চরণে
হোঁচট লাগিলে পায় পা'বে কষ্ট বেদনায়"
পরিশ্রম হেতু ঘর্ম্মাক্ত যথন
মুছাইয়া অঙ্গ করয়ে ব্যজন
শ্রবণে না ভরে কামিনী বার
নির্ম্মাইতে বামা করীষ যথন
গোময় উৎকর করয়ে দলন
কহে "হেম কান্তি হেন গোবিট ঘাঁটিয়া কেন
করহ মলিন রিষ্ট গন্ধ গায়ে
পা'বে ক্লেশ বহু হাজা হ'লে পায়ে
হীন কর্ম্ম এ কি সাজে তোমার"। ৫১

শ্বশুর শাশুড়ী হেরে' জামাতার:
ঈদৃশ সুতার প্রতি ব্যবহার
মনে মনে কত হাসে আনন্দথুপরকাশে
কহে "বাছা মোর জনম দুঃখিনী
ভাবি নাই হ'বে পতিসোহাগিনী
নিরখিয়া এবে জুড়া'ল আঁখি
আহা! মনঃখেদে ভ্রমিত যেমন
তদগত স্বামী পে'য়েছে তেমন
বর্ণ শ্রেষ্ঠ যোগীবর রূপে গুণে মনোহর
থাকুক সে এবে প্রিয় ভর্ত্তা সনে
হ'য়ে পুত্রবতী সদা সুখ মনে
যাই যেন মোরা দোঁহারে রাখি'" ৫২

এইরূপে শিব শ্বশুর আলয়ে
অধম চণ্ডাল যোনি প্রাপ্ত হ'য়ে
স্বর্ণপ্রভা জায়া সনে বিহরে প্রফুল্ল মনে
নাহি কর্ম্ম কাজ সংসার ভাবনা
কিসে সুখী হ'বে সুধাংশুবদনা
নিয়ত ইহাই ভাবনা তা'র
কোথা সম ভাব সুখ দুঃখ ক্রম
চিরন্তন এই কালের নিয়ম
নহে কোন বিপর্য্যয় আমোদে বৎসরদ্বয়
হ'ল অতিক্রান্ত, নিষাদ ভবনে
মহানন্দে সবে ছিল ঋদ্ধি সনে
অনুমাত্র ক্লেশ ছিল না কা'র। ৫৩

হ'ল অতঃপর মহামারী ভয়
ভয়ঙ্কর ব্যাধি ব্যাপ্ত দেশময়
ত্রস্ত লোকে চারি ধাম বিজন ক্রমশঃ গ্রাম
ধনাঢ্য কুটীর করিয়া নির্ম্মাণ
সুদূর প্রান্তরে করে অবস্থান
আতঙ্কে ভিষক্ আসে না কাছে
মুমূর্ষুর রব স্বজন ক্রন্দন
চারি দিকে হাহা ধ্বনি অনুক্ষণ
কে কা'র শুশ্রূষা করে আর্ত্ত শু'য়ে ঘরে ঘরে
যোটেনাক লোক শব বহিবারে
যোগে যাগে ফেলে ল'য়ে পল্লী ধারে
ভাল মন্দ জাতি কেহ না বাছে। ৫৪

হেন দুঃসময়ে প্লব পত্নী সহ
হইল আক্রান্ত রোগে ভয়াবহ
নন্দিনী জামাতা দোঁহে অধীর হইয়া মোহে
চিকিৎসাদি ক্ষেম করিলা বিস্তর
কালে যদি ধরে কোথা গত্যন্তর
অচিরে দম্পতি গতাসু হায়
ছিল না প্লবের সামান্য বৈভব
আত্মজারে এবে অর্শিল সে সব
পড়িলে সংসার ভার বুদ্ধিমতী সোনা আর
রাখে না ভর্ত্তারে বসিয়ে এখন
হ'য়ে প্রবর্ত্তিত কর্ম্মে অনুক্ষণ
রত থাকে শিব পত্নী আজ্ঞায়। ৫৫

হল স্কন্ধে যায় ভূমি কর্ষিবারে
ফল মূল শস্য আনে ভারে ভারে
করয়ে গোরুর সেবা অনুজ্ঞা যখন যেবা
তখনি সে তাহা করে সম্পাদন
অনুমাত্র ক্লেশ ভাবে না কখন
পাছে ক্ষুণ্ণ জায়া তটস্থ সদা
তেমতি বনিতা স্বামীরে কখন
সামান্য কাজেতে করে না প্রেরণ
হয় যা আপন হ'তে মুখাপেক্ষা কোন মতে
করে না ভর্ত্তার, প্রিয় সুখ তরে
তৃপ্তি নাহি পায় প্রাণপণ করে'
পাছে ত্রুটি কোন, সঙ্কোচ সদা। ৫৬

যত দিন যায় গাঢ় হয় প্রেম
দোঁহে ভাবে কিসে দোঁহা' স্বস্তি ক্ষেম
নির্জ্জন আবাস পে'য়ে প্রমদার মুখ চে'য়ে
দেখিতে দেখিতে বিঘোর স্তম্ভনে
মহোল্লাসে শিব স্থবির নয়নে
সুধাংশু বদন নিরখি' রয়
প্রেম ভরে বামা পতিরে ডাকিয়া
কহে "কিবা হের এমন করিয়া
যাও না আপন কাজে সময় যে যায় ব্যাজে"
যাই যাই বলে' যোগী সচকিতে
ধায় স্বীয় কাজে ভাবিতে ভাবিতে
ও রূপমাধুরী ক্ষুব্ধ হৃদয়। ৫৭

মনের আবেগে আচার্য্য কখন
সুদূর প্রান্তরে রেখে' গোদারণ
ধে'য়ে আসে হেরিবারে গোপনেতে প্রমদারে
নিরখিলে বামা হইয়া কাতর
কহে "ক্রুদ্ধ নহ করুণ অন্তর
ক্ষম অপরাধ, তাড় না মোরে
বহুক্ষণ হেরি নাই চন্দ্রাননী
আসিয়াছি তাই, যাইব এখনি
হেরে' ছবি অনুপম মেটে না পিয়াসা মম
তাই ধে'য়ে আসি হেরিতে তোমায়
নিবারিতে নারি নৈলে প্রাণ যায়
ক্ষম প্রিয়ে রোষ কর না মোরে"। ৫৮

এতেক কহিয়া আচার্য্য তখন
চলে' যায় পুনঃ কর্ম্মে দেয় মন
দৃশ্য এই নিরখিয়া দ্রবীভূত হ'য়ে হিয়া
বেগে প্রমদার দরদর ধারে
বহে প্রেম নীর নিবারিতে নারে
উদ্বেগে হৃদয় মন্থিত হয়
আবেগেতে তবে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে
কহে সীমন্তিনী স্মরি' মৃত্যুঞ্জয়ে
"চরণ কৃপায় আমি পে'য়েছি অতুল স্বামী
জীবনের সঙ্গী কর প্রভু তা'রে
ল'য়ো না কাড়িয়া, দেখ তনয়ারে
রেখ প্রভু রেখ করুণাময়"। ৫৯

কখনো বা শিব গেলে প্রণয়িনী
শৌচ স্নান তরে পাইয়া সঙ্গিনী
পথে ঘাটে তা'র সনে সুখ দুঃখ আলাপনে
করে গৌণ যদি বিপদ গণিয়া
যায় অন্বেষণে অধীর হইয়া
খিন্নাননে আহা! কথা না সরে
বাপী তীরে গিয়া হেরিলে কান্তায়
তবে প্রাণ বাঁচে চিন্তা দূরে যায়
সুধাইলে কহে "তব দেখে' গৌণ অসম্ভব
হইনু অধীর আবিল চিন্তায়
ধে'য়ে এনু তাই দেখিতে তোমায়"
শুনিয়া বামার হাসি না ধরে। ৬০

কান্তার কি ক'ব গুণের কাহিনী
স্বামী পরিচার্য্যা বিনা সীমন্তিনী
জানেনাক ধর্ম্ম আর স্বামী মাত্র সারাৎসার
অটুট যতন সেবা শুশ্রূষায়
কমনীয় কান্তি সহ হৃষ্ট কায়
কিবা শোভে শিব গিরিশ যথা
এইরূপে গাঢ় প্রণয়ে দম্পতি
বর্ষত্রয় আর করিলা বসতি
হ'য়ে দোঁহে এক প্রাণ সুখে কৈলা অবস্থান
পঞ্চ বর্ষ, কিন্তু শিবের মেয়াদ
ফুরাইল এবে, প্রায় অবসাদ
হ'ল দুগর্তির নিয়ত যথা। ৬১

ঘেরিল গ্রহণী রোগে প্রমদারে
ক্রমে পরিণত জ্বর অতিসারে
বাড়ে রোগ দিন দিন বলক্ষয় তনু ক্ষীণ
নড়িতে না পারে ক্রমে শয্যাগত
ধ্রুব মৃত্যু জেনে' ভাবে কান্তা কত
পতির লাগিয়া আকুল হ'য়ে
ছিল সে তল্লাটে খ্যাত বৈদ্য যত
হইল সবার গুণপনা হত
আছিল যা ধন বার কপর্দ্দক নাহি আর
কর্ম্ম কাজ ভুলি' আশার আশায়,
বাঁধিয়া হৃদয় নিত্য শুশ্রূষায়
থাকে ব্যস্ত শিব রোগীরে ল'য়ে। ৬২

কভু শোকে শয্যা পাশেতে বসিয়া
ফেলে আঁখি জল হতাশ হইয়া
হেরিয়া সান্ত্বনা করে প্রণয়িনী হাত ধরে'
"কেঁদ না কেঁদ না রক্ত মাংস যা'র
হয় নাই রোগ জগত মাঝার
কেবা কোথা আছে মনুজ হেন
অদৃষ্টের লিপি কে খণ্ডিতে পারে
দুষনাক প্রভু বিশ্বনিয়ন্তারে
ভাগ্যে ভোগ যত দিন যাহার যা' আছে ঋণ
যা'বেনাক ব্যাধি কভু নাহি র'বে
কাল পূর্ণ হ'লে, পুনঃ দেহ হ'বে
বৃথা তবে শোক করি'ছ কেন"। ৬৩

শুনিয়া কান্তার প্রবোধ বচন
ভাবে সত্য শোক কিসের কারণ
কাহার না ব্যাধি হয় চির দিন কোথা রয়
কিন্তু জানে না যে কালেও নিদান
এ রোগেতে কভু হরেনাক জ্ঞান
আশ্বাস নিশ্চয় আরোগ্য হ'বে
আশা! দুরায়ত্ত মহিমা তোমার
তুমি প্রবর্ত্তিকা জীবের আধার
তোমার শরণাপন্ন হয় যেই, সেই ধন্য
হয় জগ মাঝে সেই শান্তি পায়
জড়ভরত যে তোমারে হারায়
জীবের সম্বল তুমিই ভবে। ৬৪

আশার ছলনে ভাবুক ভাবিয়া
থাকে শিবাচার্য্য আশ্বস্ত হইয়া
বুঝিল না সমীচীন এল সে দিনের দিন
পতি পদরেণু লেপিয়া মাথায়
চিরকাল তরে লইয়া বিদায়
অনন্ত শয্যায় শুইলা সতী
আছাড়িয়া শিব বক্ষে ল'য়ে শবে
নারী সম শোকে কাঁদে উচ্চ রবে
আত্মীয় স্বজন তা'রে ধরিয়া রাখিতে নারে
হেরে শূন্যময় জগত আঁধার
বিজন শ্মশান সোনার সংসার
উভরায় কাঁদে বিকল মতি। ৬৫

আয়াত মণ্ডলী বোঝায় তাহারে
"এ গতি সবার লঙ্ঘিবে না কা'রে
পুনঃ মোরা দিব বিভা তেমতি চম্পক নিভা
আনিব তরুণী বনিতা তোমার
আবার হইবে সুখের সংসার
কেন তবে কাঁদ অধীর হ'য়ে
কাতরতা হেন প্রবীণ হইয়া
জুয়ায় না তোমা' দেখহ বুঝিয়া
কথা রাখ ধৈর্য্য ধর বৃথা শোক নাহি কর"
শুনেনাক শিব কাঁদে উভরায়
মৃত কোলে ল'য়ে করে হায় হায়
পড়ে নেত্র নীর বদন ব'য়ে। ৬৬

হেরিয়া শিবের অবস্থা এমন
করিয়া যুকতি কহে সর্ব্বজন
যতক্ষণ র'বে শব আচার্য্যের শোকার্ণব
উথলিবে সম কভু শান্ত ন'বে
বিধি বিরিঞ্চিতে তূর্ণ ল'য়ে শবে
নির্হরণ ক্রিয়া সমাধা করা
এতেক চিন্তিয়া তাহারা তখন
করিয়া সংগ্রহ প্রভূত ইন্ধন
ঝটিতি নির্হার তরে ইরা হবিঃ ভাণ্ড ভরে'
জ্বালিয়া মশাল ল'য়ে দ্রব্য ভার
শব স্কন্ধে তুলি' ত্যজিয়া আগার
নিস্ক্রান্ত সবাই হইল ত্বরা। ৬৭

আজি চতুর্দ্দশী সেই জৈষ্ঠমাস
অবিশ্রান্ত ঘর্ম্ম বহি'ছে প্রশ্বাস
গোধূলি লগ্নেতে কায়া ত্যজিলা আচার্য্য জায়া
উত্তীর্ণ প্রদোষ আগত রজনী
ছাইয়া অম্বর সমগ্র অবনি
বিরাজে ভীষণ নিবিড় তম
পাছু পাছু শিব যায় মনোদুঃখে
চিন্তায় মগন কথা নাহি মুখে
প্রমদার গুণপনা ভাবে হ'য়ে আনমনা
নেত্র পথে সেই সুধাংশু বদন
নাচি'ছে সত বহি'ছে নয়ন
বিরহে উদ্ভ্রান্ত পাগল সম। ৬৮

অবিলম্বে দ্রুতপাদ বিক্ষেপিয়া
শ্মশানেতে তা'রা উত্তরিল গিয়া
কৈলা স্থান নির্ব্বাচন যথা নিগৃহীত মন
করে'ছিলা শিব বিদ্যার সাধনা
কপালমালিনী অসিতবরণা
বিল্বর সহায়ে আরোহি' শবে
সাজাইয়া চিতা অর্পিলা আগুন
ইরা ঘৃত যোগে জ্বলিল দ্বিগুণ
আলোকে শ্মশান ছবি হ'ল দৃষ্ট ত্রাসোদ্ভবী
ভীম রাবে শিবা হ্রাদিল অমনি
নাচিল কবন্ধ ছুটিল ধমনি
সে দৃশ্য হেরিয়া কম্পিত সবে। ৬৯

কণ্টকিত তনু হ'ল মহাত্রাসে
সম্বরিতে নারে সবে ঊর্দ্ধশ্বাসে
পলায় আচার্য্যে ফেলি' শবদাহ অবহেলি'
ফিরে' নাহি চায় ধায় অবিরাম
আতঙ্কে শিহরি, জপে রাম নাম
ঝাঁপ ছাড়ে গিয়া প্রান্তর পারে
চলে' গেল সবে লক্ষ্য নাহি তা'র
অভিভূত শিব শোকে দুর্নিবার
একলা ভাবি'ছে বসি' প্রমদার মুখশশী
কোথা ভয় ডর ব্যাকুলিত প্রাণে
স্থির নেত্রে চে'য়ে আছে চিতা পানে
নিস্পন্দ নিথর বেদনা ভারে। ৭০

নিরখিল শিব হ'ল বিধ্বংসিত
একে একে অঙ্গ কনক নির্ম্মিত
দারুণ বাড়িল শোক শূন্যময় হেরে লোক
বিদরে হৃদয় বহে অশ্রু ধার
বিরহের জ্বালা নহে সহ্য আর
অধীর অস্থির উন্মাদ প্রায়
কহে "পুড়ে' ছাই হেমাঙ্গ সোনার
হ'ল, চিহ্ন কোন রহিল না আর
কি ল'য়ে ফিরিব ঘরে থাকিব কেমন করে'
কে আর আমারে করিবে যতন
যোগাইবে কেবা পানীয় ভোজন
এত ভোগ ছিল বৃদ্ধ দশায়"। ৭১

"কি দোষে আমারে এমন করিয়া
ফেলে' গেল সেই জীয়ন্তে মারিয়া
তিলেক যা'রে না হেরে' হ'ত শূল নয়নেরে
সেই পুণ্য ছবি প্রাণস্তম্ভ মম
নিদারুণ হ'য়ে কালান্তক যম
অকালেতে হায় লইল হরে'
এ দুঃসহ জ্বালা কেমনে নিবারি
পুড়ে' মরি আহো! সহিতে না পারি
নিদারুণ বিধি ওরে কি বলে' দূষিব তোরে
কোন প্রাণে ওরে বৃদ্ধের সম্বল
লইলি কাড়িয়া করিয়া পাগল
অভাগারে চির দিনের তরে"। ৭২

"হৃদয়ে জাগি'ছে সতত আমার
তেমতি মুখারবিন্দ প্রমদার
তেমতি বাজি'ছে কাণে কণ্ঠ সে, পীযূষ দানে
তুষি'ছে সে হাসি, নাচি'ছে তেমতি
সরলতা সহ কনক মূরতি
মনে পড়ে কত সদগুণ তা'র
জগৎনিয়ন্তা এই কি নিয়োগ
আছিল তোমার করিলে বিয়োগ
মনোমোহিনীর সনে ভাসাইয়া অভাজনে
বিষাদ-সাগরে, নয়নের তারা
ক্ষত করি' অন্ধ কৈলে দিশিহারা
কে বলে তোমায় করুণাধার"। ৭৩

"আপন বলিতে রহিল না কেহ
ত্রিসংসারে হায় শূন্য হ'ল গেহ
ভাবিবে আপন কেবা কে আর করিবে সেবা
জনমের মত সকলি ফুরা'ল
স্বপ্নবৎ সেই কোথায় মিশা'ল
স্মৃতি মাত্র রৈল প্রবল হ'য়ে
চিতাভস্ম মাখি' স্মরি' তা'র নাম
গা'ব গুণ তা'র ফিরি' নানা ধাম
যাবৎ বাঁচিয়া থাকি হৃদয়ে মূরতি আঁকি'
করিব পূজন বিরলে বসিয়া
মনঃপুষ্প সহ নেত্রোদক দিয়া
যা'ব যথা যায় নয়ন ল'য়ে"। ৭৪

"সে রূপমাধুরী কেমনে ভুলিব
কি করে' অশেষ গুণ পাসরিব
বলি এ বেদনা কা'য় অহো! বুক ফেটে' যায়
দারুণ এ জ্বালা কেমনে নিবারি
সে বিনে যে আর থাকিতে না পারি
অসহ্য বেদনা জুড়াই ম'লে
সোনা! কোথা তুমি নয়ন পুত্তলি
তোমা' বিনে ওগো আঁধার সকলি
তুমি রে আশ্রয় মম প্রাণাধিক প্রিয়তম
জীবন সর্ব্বস্ব সর্ব্বস্ব আমার
নিবার আসিয়া ভীষণ অঙ্গার
বাঁচি না বাঁচি না বিরহানলে"। ৭৫

এইরূপে শিব শোকাকুল হ'য়ে
মুখ-চন্দ্র স্মরি' গুণগাথা ক'য়ে
জ্ঞানহারা ক্ষিপ্ত মত বিলাপ করয়ে কত
উঠে বসে কিম্বা পদ সঞ্চারণ
করে মুহুর্মুহু ব্যাকুলিত মন
আবেগে গভীর উচ্ছ্বাস বয়
শোকাধিক্যে কভু ত্যজিতে জীবন
ধায় দীঘী পানে কভু বা জ্বলন
আশ্বাসে কখনো ভাবে পুনঃ তা'র দেখা পা'বে
ক্রমে তমস্বিনী অবসান প্রায়
নির্ব্বাপিত বহ্নি হইল চিতায়
ঘোরাবেশে শিব তেমতি রয়। ৭৬

হেথা বিরূপাক্ষ সুস্থির হইয়া
অবসর ক্রমে যোগোদ্যানে গিয়া
বিশ্বস্ত ভৃত্যেরে কয় ঘটে যাহা সমুদয়
শুনিয়া কাঁদিল প্রবৃদ্ধ কিঙ্কর
মায়া বশে আহা! ব্যথিত অন্তর
সমবেদনায় কাঁদিল শুন
"অনুমানি গে'ছে তীর্থ পর্য্যটনে
হ'য়ো না কাতর রেখ সংগোপনে
আসিবে সে মতিমান ধ্রুব ইথে নাহি আন
স্বচ্ছ রেখ ঠাঁই, পাদপ সকলে
সিঞ্চ বারি, নিত্য দিও সন্ধ্যা হ'লে
তেমতি মন্দিরে প্রদীপ ধূন"। ৭৭

এতেক কহিয়া সারমেয় সনে
গাভীদ্বয় বৎস ল'য়ে নিকেতনে
গেলা বিরূ মহামতি রাখিলা যতনে অতি
ক্রমশঃ বিরূর আদরে সম্যক
প্রভুর বারতা ভুলিয়া শুনক
থাকে মনঃসুখে আপন হ'য়ে
পরন্তু বিরূর মনে শান্তি নাই
আচার্য্যের কথা ভাবে একজাই
কি উপায় উদ্ভাবনে হ'বে দেখা তা'র সনে
কোন মতে ভেবে ঠিক নাহি পায়
মথিত হৃদয় নিয়ত চিন্তায়
ধীর ভাবে রয় বেদনা স'য়ে। ৭৮

অবসর পে'লে গুরুর সন্ধানে
আকুল হৃদয়ে ফেরে নানা স্থানে
দেখা যদি তবু তা'রে নিয়তে চিনিতে নারে
কতবার বিরূ প্রান্তর মাঝারে
যে'তে পথ ব'য়ে দেখিয়াছে তা'রে
বৃষভ চালনে লাঙ্গল সহ
ফিরে' আসে ঘরে হতাশ হইয়া
ফেলে আঁখি জল বিরলে বসিয়া
ডাকে কভু প্রেমভরে দেবদেব মহেশ্বরে
কভু হত্যা দেয় বিল্বমূলে গিয়া
যাচে মহামায়ে কাতরিত হিয়া
"কহ শিব কোথা কহ মা কহ"। ৭৯

এইরূপে পঞ্চ বর্ষ কেটে' গেল
তথাপি আচার্য্য ফিরে' নাহি এল
আজি তাই ক্ষুণ্ণ মনে পূতদেহ অনশনে
ধ্যানে মগ্ন বিরূ বিল্বমূলে বসি'
ধ্বান্তময়ী ঘোরা নিশি চতুর্দ্দশী
মৃদু মন্দ গতি বহিয়া যায়
মরম পীড়ায় সিক্ত অশ্রুনীরে
ডাকে মহাদেবী ভবতারিণীরে
"মাগো! গত বহু দিন এল না সে উদাসীন
ঘুচাও কলঙ্ক কহ কৃপাময়ী
কোথা গুরু দয়া পরবশ হই
কাতরে মিনতি করি মা পায়"। ৮০

সহসা হৃদয়ে, হ'লে তনময়
শ্মশানের ছবি হইল উদয়
হেরে বিরূ জ্বলে চিতা দহিতেছে তাহে মৃতা
বামা দেহ কিবা অনিন্দ্য রূপসী
শোকাকুল হ'য়ে অদূরেতে বসি'
কাঁদে শিব একা অধীর হ'য়ে
হেরে' দৃশ্য সেই পুলকিত কায়
উদ্দেশে নমিয়া দেবী রাঙ্গা পায়
উত্তরসাধক বেশে যে বেশে শ্মশান দেশে
গিয়াছিলা বিরূ আচার্য্যের সনে
ধায় সেই দিকে আশান্বিত মনে
ত্বরিত ভৈরব ত্রিশূল ল'য়ে। ৮১

উত্তরিল এসে' বিরিঞ্চির ধারে
দেখিয়া শিবেরে চিনিল তাহারে
বহু দিনে নিরখিয়া উল্লাসে নাচিল হিয়া
হেরিয়া বিরূর ঋষির আকার
ভাবে শিব ধ্রুব আনুকূল্যে তা'র
এল দয়াবশে দেবতা কোন
কহে "প্রাণ যায় রক্ষ দয়াময়
পত্নীর বিরহ আর নাহি সয়"
এতেক বলিয়া ধায় জড়িয়ে ধরিতে পায়
সসব্যস্তে বিরূ অবস্থা বুঝিয়া
কহে "বাঞ্ছা যদি লভিতে দ্বিতীয়া
ধরহ ধৈরজ বচন শুন"। ৮২

"হেথা হ'তে তিন ক্রোশ ব্যবধানে
ভাগীরথী তীরে বায়ুকোণ পানে
বিরাজে বিধূলি গ্রাম তথা শিবাচার্য্য নাম
ছিল মহাযোগী তান্ত্রিকপ্রবর
মহাবিদ্যা ঘোরা তারার কিঙ্কর
পঞ্চাশৎ ঊর্দ্ধ বয়স ন'বে
পঞ্চ বর্ষ হ'ল এই পুণ্য ধামে
এসে'ছিল সেই শবসিদ্ধি কামে
ভীষণ ত্রিশূল ল'য়ে উত্তরসাধক হ'য়ে
সঙ্গে বিরূপাক্ষ ছিল শিষ্য তা'র
সারা নিশি করে' চিত্ত সমাহার
করিলা সাধন বসিয়া শবে"। ৮৩

"জপে বিঘ্ন হেতু ভূত প্রেত নানা
অপ্সরা কিন্নরী এল সিদ্ধ দানা
পরাস্ত হইয়া সবে গেল ফিরে', জেনে' তবে
সমাপ্ত সাধনা উল্লাসিত মন
পানাধিক্যে বিরূ হ'য়ে অচেতন
ঢলিয়া পড়িল রজনী শেষে
সুপ্তোত্থিত হ'য়ে বিস্ময় অন্তর
হেরে বিরূ তথা নাহি যোগীবর
কৈলা বহু অন্বেষণ ফিরি' স্থান অগণন
আজ সে তাহার না পায় সন্ধান
কেহ নাহি জানে সেই মতিমান
বিরাজে কোথায় আছে কি বেশে"। ৮৪

"সিদ্ধ যোগী সেই ভুবন মাঝারে
মৃতে প্রাণ দিতে সেই মাত্র পারে
ভেবনাক বৃথা আর করহ সন্ধান তা'র
দেখা পাও যদি হয় ভাগ্যোদয়
প্রসন্ন হইলে জানিহ নিশ্চয়
জীবিত হইবে বনিতা তব"
শুনিয়া শিবের ঘুচিল স্তম্ভন
বিদূরিত যথা জাগ্রতে স্বপন
চাহিয়া বিরূর পানে পূর্ব্বস্মৃতি জাগে প্রাণে
প্রেম ভরে তবে করে' আলিঙ্গন
কহে "বিরূ ধন্য ধন্য বাপধন
এক মুখে তোর কি গুণ ক'ব"। ৮৫

"ভীষণ নরকে ছিলাম ডুবিয়া
করিলি উদ্ধার তুই রে আসিয়া
আর কেন যাই চলে' হ'য়ে স্নাত গঙ্গাজলে
ক্ষালি পাপরাশি জুড়াই রে গিয়া
পুণ্য নিকেতনে" এতেক কহিয়া
আবেগে শিবের নয়ন বয়
"নহ শিষ্য তুমি গুরু আজি হ'তে
হেথা থাকা শুভ নহে কোন মতে"
এই বলে' দুই জনে দ্রুতপাদ বিক্ষেপণে
যায়, পথে যে'তে কেন এ দুর্গতি
কহে শিব, তাহা বিপ্র মহামতি
শুনিয়া অবাক হইয়া রয়। ৮৬

ইতি শিবাচার্য্যঠাকুরকাব্যে উদ্ধার নাম
ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।



উর জ্যোতির্ম্ময়ী ভারত গগনে
মহাশক্তিরূপা প্রসন্ন বদনে
বিদ্যুৎ প্রভায় জ্বলন্ত কিরণে
নাশিয়া অজ্ঞান-জলদ রাশি
উর মহাকালী ঘোরা ভয়ঙ্করা
করবাল ধরি' বরাভয়-করা
অপাঙ্গে সন্তানে চাহ দুঃখহরা
হও মা উদয় হৃদয়ে আসি'

ভৈরব হুঙ্কারে প্রকম্পিত করি'
সমগ্র মেদিনী দুঃখ ত্রাস হরি'
হও গো সহায় করুণা বিতরি'
কাতর সন্তানে করালী বামা
এস কৃপাময়ী ত্রিগুণরূপিণী
গুণত্রয়োৎকর্ষ চিত্তপ্রণোদিনী
শকতি সঞ্চারি' এসে' উলাঙ্গিনী
রণরঙ্গে নাচ নাচ গো শ্যামা। ২

নভস্পর্শী গিরি বারিধি বেষ্টিতা
মহাকুটাবৃত বিপিন মণ্ডিতা
অসঙ্খ্য নির্ঝর তটিনী শোভিতা
দিয়াছ উর্ব্বরা আবাসভূমি
বীর্য্যবান বহু শস্তের ভাণ্ডারে
রসনালোলুভ ফল মূল ভারে
বিবিধ মঞ্জুল পুষ্প সমাহারে
জগতে অতুল ভারত ভূমি। ৩

সমুদ্ভূত যথা উচ্চাঙ্গ দর্শন
প্রভাবে যাহার স্তব্ধ জগজন
দিয়াছ সকলি তবু কি কারণ
ভারত সদাই বিষাদময়
কিসের অভাবে ভারত সন্তান
হীনবীর্য্য হ'য়ে করে অবস্থান
লুটা'য়ে আপন গেহ ধন মান
পরমুখাপেক্ষী হইয়া রয়। ৪

বারেক জননী দেখনা চাহিয়া
চীরবাসে তা'রা নিরন্ন হইয়া
নীরবে গভীর বেদনা সহিয়া
কি দশায় দিন যাপি'ছে সবে

এইরূপে মাগো কত দিন আর
ভারত সন্তান ব'বে দুঃখভার
সন্ততি কি এরা নহে গো তোমার
যদি, অবিচার কেন মা তবে ? ৫

কহ কৃপাময়ী নিগূঢ় কাহিনী
তুমি যে অভয়া প্রপন্নপালিনী
কাতরেতে তা'রা দিবস যামিনী
চে'য়ে আছে তব শ্রীমুখ মাতঃ
যেই শক্তি বলে অসীম অম্বরে
অনন্ত জগৎ চিরন্ত বিচরে
অভ্রে খগ উঠে, অগাধ শম্বরে
নানা জন্তু সুখে বিহরে মাতঃ। ৬

অণু পরমাণু বিন্দু মাত্র তা'র
সন্তানের হৃদে কর মা সঞ্চার
ঘুচে' যা'ক ত্বরা মোহ অন্ধকার
উদ্দীপ্ত হউক স্বরূপ জ্ঞান
তব বিশ্বরূপ ভাবনা করিয়া
বিশ্বপ্রেমে সদা প্রমত্ত হইয়া
কর্ত্তব্য সাধনে উঠুক মাতিয়া
নিয়ত তা'দের হৃদয় প্রাণ। ৭

জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম সমন্বয় করি'
এস ঘোরমায়া মহা অস্ত্র ধরি'
মৃতসঞ্জীবনী বিলা'য়ে শঙ্করী
রণমদে মত্ত কর গো ভীমা
মহাকর্ম্মবীর হ'য়ে সর্ব্বজনা
অবিশ্রান্ত কর্ম্ম করুক সাধনা
ভারতের যশঃ হউক ঘোষণা
ধরণী জুড়িয়া জলধি সীমা। ৮

বহু দিন পরে স্বীয় নিকেতনে
শিবাচার্য্য ফিরে' এল সুখ মনে
পুনঃ পুণ্যভূমি শোভা দরশনে
আবেগে নয়নে ছুটিল ধারা
হেরে পরিপাটী তেমতি আলয়
ভোগ্য বস্তু নানা সেইমত রয়
তেমতি হরিৎ পাদপ নিচয়
ফল পুষ্প সহ শোভি'ছে তা'রা। ৯

সাধন-মন্দিরে দ্রব্যাদি সকল
যেখানে যা' ছিল আছে অবিকল
কুসুমদ্রু হ'তে বায়ু পরিমল
সেইমত বহে হরিয়া মন

কুল কুল নাদে ধাই'ছে তেমতি
পবিত্র সলিলা গঙ্গা বেগবতী
অদূর শ্মশানে উঠয়ে তেমতি
চিতাধূম রাশি ছে'য়ে গগন। ১০

প্রভুরে হেরিয়া বহু দিন পরে
উল্লাসে ভৃত্যের নয়নাম্বু ঝরে
সুধাইবে কিবা বাক্য নাহি সরে
পদধূলি ল'য়ে রহিল চে'য়ে
সাধুবাদে শিব করিলা বাখান
"দুর্লভ কিঙ্কর তোমার সমান
কৃপাময়ী তব করুন কল্যাণ
ধন্য হইলাম তোমারে পে'য়ে"। ১১

পশিল বারতা গ্রামে ঘরে ঘরে
এল শিব ফিরে' এত দিন পরে
বিরূপাক্ষ মাতা আনন্দ না ধরে
করিলা আশিস মানস করি'
মহাভদ্রানীরে আচার্য্য তখন
স্নাত হ'য়ে পূত দেহ শুদ্ধ মন
প্রবেশিলা গৃহে কলুষনাশন
যোগাদ্যা চরণকমল স্মরি'। ১২

ভক্ত সারমেয় নাহি ত এখন
জরাজীর্ণ হ'য়ে ত্যজে'ছে জীবন
বার্দ্ধক্য জনিত সৌরভেয়ীগণ
দুগ্ধহীনা এবে হ'য়েছে তা'রা
অবিলম্বে বিরূ গুরুর কারণ
ত্রিহায়ণী ধেনু কৈ'লা আহরণ
দোহন মাত্রেই সুরভী যেমন
ঢালে বহুক্ষীরা পয়সধারা। ১৩

আর ত আচার্য্য করে না সেবন
ত্বরিতা বা হালা করে'ছে বর্জ্জন
ফলাহারে থাকে কদাচ রন্ধন
করে সে, আমিষ ভুঞ্জে না আর
পূর্ব্বস্মৃতি মনে জাগি'ছে সতত
অনুতাপে হৃদি দহে অবিরত
দুরদৃষ্ট গণি' সদা ধ্যানে রত
চরণপঙ্কজ মহামায়ার। ১৪

করিয়াছে এবে বিল্বমূল সার
আকুল হৃদয়ে ভাবে অনিবার
কি উপায়ে পুনঃ দেখা পা'বে তাঁ'র
আর কি শবের যোজনা হ'বে

ধ্যানে বসি' যবে করয়ে ভাবনা
কোনমতে হৃদে হয় না ধারণা
অভীষ্ট মূরতি, পাইয়া যাতনা
বেগে অশ্রুধারা বহে গো তবে। ১৫

কহেনাক আর কথা কা'র সনে
বিরূপাক্ষ এলে সজল নয়নে
জ্ঞাপয়ে তাহারে বিরস বদনে
মনের বেদনা অধীর হ'য়ে
কহিতে সে কথা শোকেতে বিকল
বাক্য নাহি সরে বহে নেত্র জল
শুনিয়া তা' বিরু সঞ্চারয়ে বল
সম্যক আশ্বাস-বচন ক'য়ে। ১৬

এইরূপে শিব যায় যত দিন
হয় সমধিক উদাস মলিন
ভাবনায় ক্রমে তনু হয় ক্ষীণ
কোনমতে স্বস্তি পায় না মনে
চিন্তায় অনিশ উদ্বেলিত মন
রোচেনাক মুখে পানীয় ভোজন
সুহৃদ বিরহে কাতর যেমন
তেমতি দেবীর অদরশনে। ১৭

ভৃশ অঙ্গ জ্বলে হইয়া অধীর
ভ্রমে ইতস্ততঃ ঢালে হিম নীর
জুড়াইতে কভু জলন্ত শরীর
বসে গিয়া স্নিগ্ধ দ্রুমছায়ায়
কভু ঘোর দাহে বিকল হইয়া
জাহ্নবীর জলে পড়ে ঝাঁপাইয়া
থাকে বহুক্ষণ অঙ্গ ডুবাইয়া
তথাপি সে জ্বালা নিবে না হায়। ১৮

ফিরিল বৎসর জ্যৈষ্ঠ চতুর্দ্দশী
এল পুনর্ব্বার ছে'য়ে গাঢ় মসী
একলা আচার্য্য বিল্বমূলে বসি'
আকুল হৃদয়ে ভাবি'ছে কত
একে শুষ্ক কণ্ঠ পেটে অন্ন নাই
তাহে ম্লান মুখ ভাবে একজাই
"কি করিলে মার পুনঃ দেখা পাই"
পূর্ব্বস্মৃতি মনে জাগি'ছে যত। ১৯

মনস্তাপে বহে নয়নের জল
হতাশে আঁধার হেরে ভূমণ্ডল
পা'বে কি দেখিতে চরণ কমল
অসম্ভব গণি' বিদরে হিয়া

কাতরে তখন পট পানে চে'য়ে
কহে "গাঢ়ময়ী তব দেখা পে'য়ে
চিনিনু না বলে পাষাণের মেয়ে
চিরদিন তরে রহিলি গিয়া"। ২০

"সমুচিত দণ্ড প্রভূত দুর্গতি
করিয়াছি ভোগ করম যেমতি
কৃপা করি' এবে সন্তানের প্রতি
বারেক জননী! দেখ গো চে'য়ে
বুঝিতে না পারি কি ঘোর সংশয়
কোথা হ'বে মহা শক্তির সঞ্চয়
হ'ল কি না মোর পঙ্কিল নিরয়
শক্তিরূপা তুমি তোমারে পে'য়ে"। ২১

"তবে কি পে'লেও তব দরশন
হয় না যোগীর চূড়ান্ত সাধন
এ ঘোর সংশয়ে বিলোড়িত মন
কোনমতে কূল পাই না ভেবে'
জটিলরূপিণী কহ প্রকাশিয়া
সিদ্ধ নর কিবা ধর্ম্ম আচরিয়া
লভেনাক যদি দর্শন পাইয়া
সে পদ, কি ফল তোমায় সেবে' "। ২২

"কেহ বলে ব্রহ্ম চিদানন্দময়
পরমপুরুষ অমল অব্যয়
নিষ্ক্রিয় সদাই কভু লিপ্ত নয়
নিরাকার সেই বাসনাহীন
কেবা তবে করে অসংখ্য সৃজন
অব্যক্ত যতনে কে করে পালন
সংহরে আবার কেবা অনুক্ষণ
কার বলে হয় যামিনী দিন"। ২৩

"কত নদ নদী অপার সাগর
অগণিত গিরি মৃত্তিকার স্তর
মহাকাণ্ড সহ অগম বিস্তর
জীব জন্তু নানা গণে কে তা'য়
বসুন্ধরা এই পৃথু ভার ল'য়ে
মহাশূন্য মাঝে নিরালম্ব হ'য়ে
দ্বিবিধ গতিতে অবিশ্রান্ত ব'য়ে
অম্বরের পথে ছুটিয়া ধায়"। ২৪

"বিন্দু মাত্র বারি কদাচ পড়ে না
মৃত্তিকার কণা কখনো খসে না
স্বীয় বর্ত্ম হ'তে তিলার্দ্ধ সরে না
ন্যূনাধিক কভু হয় না গতি"

"এইরূপে অহো! অনন্ত মাঝারে
অনন্ত জগৎ শোভে সারে সারে
চন্দ্র সূর্য্য কত কে গণিতে পারে
কেহ বা অচল কাহার গতি"। ২৫

"পরস্পর তা'রা করে আকর্ষণ
কিন্তু সংঘর্ষণ হয় না কখন
বিরাট ব্যাপার অদ্ভুত এমন
সকলি কি মায়া চক্কের ন্যাবা
উর বিভাময়ী কহ মা স্বরূপ
তুমি গো কেমন কিবা তব রূপ
কাতরেতে ডাকি হ'য়ো না বিরূপ
কর ত্রাণ, হও দয়ার্দ্রভাবা"। ২৬

"পুনঃ কেহ বলে ধর্ম্ম তত্ত্ব সার
অহিংসা ও শুদ্ধ শ্রমণ আচার
জানিয়া সংসার দুঃখের আগার
ভিক্ষুধর্ম্ম বিনা নাহিক গতি
সকলেই যদি ভিক্ষা মেগে' খায়
কে কাহারে ভিক্ষা বল মা যোগায়
বুঝিতে না পারি মরি ভাবনায়
ঘুচাও সংশয় উর গো সতী"।২৭

"আসিবে ও যা'বে পরিপূর্ণ র'বে
অক্ষয় ভাণ্ডার ইচ্ছা যদি তবে
ত্যজিয়া সংসার লোকে যোগী হ'বে
হয় না ধারণা ধরম বলে'
চিত্তবৃত্তি হিংসা তোমারি স্বজন
অধর্ম্ম তাহাতে হয় কি কখন
সৃষ্টি মাত্র যদি মঙ্গল কারণ
অপূর্ণ স্বজন হিংসা না হ'লে"। ২৮

"স্বয়ং মহাকাল করেন সংহার
অগণন জীবে নিত্য অনিবার
ভক্ষে বিনাশিয়া পন্নগ বিসার
স্বীয় শিশুগণে জঠরে ধরি'
এইরূপে কত হিংস্র জন্তুগণ
দুর্ব্বলে বধিয়া করয়ে ভক্ষণ
কর গো শর্ব্বাণী সন্দেহ ভঞ্জন
কিসে হিংসা তবে অনিষ্টকরী"। ২৯

"কেহ বলে মাতঃ আপন তোমার
এক মাত্র ভবে লইলে তাহার
শরণ জীবের হইবে উদ্ধার
নতুবা কৈবল্য কদাপি ন'বে"

"পুনঃ কেহ বলে হইয়া নিষ্কাম
ত্যজিয়া সংসার গাও হরিনাম
নাচ প্রেম ভরে পা'বে মোক্ষধাম
আর ধর্ম্ম নাই আসিয়া ভবে"। ৩০

"মহাভ্রমে মাগো হ'য়েছি পতিত
দুর্জ্জয় সংশয়ে চিত্ত উদ্বেলিত
অহর্নিশি ভাবি থাকি উচ্চাটিত
কোনমতে স্থির হইতে নারি
কাতরেতে তাই সন্তপ্ত হৃদয়
ডাকি মা তোমারে হও গো উদয়
তত্ত্বজ্ঞান কহি' ঘুচাও সংশয়
দেখা দাও সিঞ্চ করুণা বারি"। ৩১

এইরূপে শিব একান্তে বসিয়া
ডাকে মহামায়ে অধীর হইয়া
আবেগেতে হৃদি যায় বিদরিয়া
দর দর ধারে নয়ন বয়
ভাবিতে ভাবিতে হ'ল প্রশমিত
উদ্বেগ মনের তবে শান্ত চিত
মহাদেবী ধ্যানে কৈলা নিয়োজিত
ক্রমে নিগৃহীত ইন্দ্রিয়চয়। ৩২

ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে মুদিয়া নয়ন
ভাবে শিব রাঙ্গা শুভদ চরণ
অপরূপ সেই যোগীবিমোহন
মূরতি হৃদয়ে ধারণা করে'—
হইয়া তন্ময় করি'ছে ভাবনা
কপালমালিনী অসিতবরণা
প্রবল ক্রমশঃ দর্শন কামনা
অবিলম্বে গেল চেতনা হরে'। ৩৩

দেখিল আচার্য্য ধ্যানেতে তখন
ভীষণ শ্মশানে করে বিচরণ
চারি দিকে জ্বলে চিতা অগণন
নিনাদে ভৈরব আরাবে শিবা
দলে দলে ক্রমে এল অগণন
সিদ্ধাদি পিশাচ ভূত প্রেতগণ
নাচে গায় কেহ করয়ে বাদন
হিহি অট্ট হাসি বিকট কিবা। ৩৪

হেরে অতঃপর গগন মণ্ডলে
ঘোরদংষ্ট্রা তারা ভালে বহ্নি জ্বলে —
হইয়া উদয় সেই পুণ্য স্থলে
করিলা ত্বরায় অবতরণ

কোটি চন্দ্র জিনি' কিবা সুশীতল
সে রূপ মায়ের, জিনি' রক্তোৎপল
কিবা অঙ্ঘ্রি ছবি আহা কি উজ্জ্বল
শোভন অঙ্গের নীল বরণ। ৩৫

পাইয়া মায়ের পুনঃ দরশন
প্রেমে আচার্য্যের বহিল নয়ন
হ'য়ে আত্মহারা উল্লাসে মগন
নয়ন মেলিয়া চাহিলা তবে
হেরে যথার্থই বসিয়া শ্মশানে
শবারূঢ়া মহাদেবী সন্নিধানে
জ্বলে চিতা কত সত্য ফুল্ল প্রাণে
নাচে গায় উপদেবতা সবে। ৩৬

হেরিয়া দেবীর করাল বদন
হ'ল না শিবের ভীতি উৎপাদন
প্রথমে যেমতি, পুলকে এখন
পাদপদ্মে নমি' চাহিয়া রয়
অজ্ঞাননাশিনী জ্ঞানের সঞ্চার
করিলা আচার্য্য হৃদয়ে এবার
তাই যোগীবর নিরখিয়া মার
ভৈরব মূরতি বিবশ নয়। ৩৭

বুঝিল সাধক ভবানীর কেন
বিভীষণ রূপ দৃষ্টিদ্রোহী হেন
সে নিগূঢ় তত্ত্ব মানসেতে যেন
আপনি উদ্বুদ্ধ হইল তাঁ'র
ঘোরাবিষ্ট হ'য়ে আচার্য্য এখন
পুনঃ পুনঃ হেরে মায়ের বদন
সর্ব্বাঙ্গেতে হ'ল তুমুল হর্ষণ
ঝরে গণ্ড ব'য়ে আনন্দধার। ৩৮

ক্রমে মহাভাবে বাহ্যজ্ঞান হরে'
অনিমেষ আঁখি পুলক-অন্তরে
চে'য়ে রৈল যোগী বাক্য নাহি সরে
পুত্তলিকা মত স্পন্দনহীন
হেরিয়া যোগীর বিঘোর স্তম্ভন
বুঝিয়া সময় যোগাত্মা তখন
বিলাইতে শিবে করিলা মনন
মহাজ্ঞান ত্বরা বিশ্বজনীন। ৩৯

অমনি শরীর বাড়িতে লাগিল
দেখিতে দেখিতে আকাশে ঠেকিল
তড়িৎ সন্নিভ জ্বলিয়া উঠিল
ত্রিতীয় নয়ন বিশাল ভালে

আবরিল দেহে নিখিল গগন
নীল কান্ত তা'য় অদ্ভুত বরণ
করে লহ লহ নীলাশ্ম যেমন
ভালস্থ বিদ্যুৎ কিরণজালে। ৪০

স্তম্ভিত হইয়া হেরে যোগীবর
বিপুল মায়ের ভীম কলেবর
উঠে শিহরিয়া হেরে' অতঃপর
অলৌকিক দৃশ্য বিগ্রহ মাঝে
হেরে অভ্রভেদী গিরি অগণিত
বিরাজে দেহেতে তুষারে আবৃত
গুল্ম তরু লতা তৃণাদি মণ্ডিত
শোভে বনরেখা অতুল সাজে। ৪১

হেরে নদ নদী অম্বুধি ঝরণা
অখাত কাসার কে করে গণনা
সৌধ হর্ম্ম্য সহ পুরী সুশোভনা
জনপদ কত গণে কে তা'য়
নিমেষের মাঝে সে দৃশ্য হরিল
কটির অজিন খসিয়া পড়িল
বিশ্বভাণ্ড সম কুক্ষি দেখা দিল
স্তব্ধ হ'য়ে তবে সাধক চায়। ৪২

নিরখিল যোগী বিস্ময়-অন্তর
প্রসবে জননী শরীরী বিস্তর
সুরাসুর নর মৃগ জলচর
　　পতঙ্গাদি কীট খেচর যত
কুৎসিত সুন্দর অসংখ্য বরণ
প্রসবিলা মাতা জীব অগণন
দেখিতে দেখিতে ছাইল গগন
　　হেরিয়া যোগীর ধিষণা হত। ৪৩

নিমেষেতে বিশ্বজননী তখন
বৈষ্ণবী মূরতি করিলা ধারণ
সে রূপমাধুরী করিয়া দর্শন
　　উল্লাসে যোগীর নাচিল হিয়া
হেরে লক্ষাধিক বহে স্তন্য ধার
খায় অগণিত শিশু সুকুমার
বহু ভুজ মাতা করিয়া বিস্তার
　　তোষয়ে সবারে অশন দিয়া। ৪৪

খায় শ্রেণীবদ্ধ বালকের দল
যুবা বৃদ্ধ নানা বর্ণের সকল
ফল মূল শস্য কত অনর্গল
　　পশু পক্ষী আদি অনন্ত জীব

নিরামিষভোজী তৃণদ মাংসাশী
পরিতোষ সহ হইয়া উল্লাসী
যাহার যা' ভক্ষ্য খায় রাশি রাশি
করে জয়নাদ হর্ষে অতীব। ৪৫

প্রত্যাহার করি' সে দৃশ্য তখন
ধরিলা জননী করাল বদন
নিরখিয়া সেই আস্য বিভীষণ
আতঙ্কে যোগীর উড়িল প্রাণ
হেরে হ্রদ সম লোহিত বরণ
ভাসে বিশঙ্কট ভীষণ নয়ন
কনীনিকা কিবা ঘোর দরশন
ঘনবনাবৃত দ্বীপ প্রমাণ। ৪৬

জ্বলে ভাল মাঝে প্রকাণ্ড অনল
উদ্ভাসিত তাহে দিগন্ত মণ্ডল
তালকাণ্ড সম পৃথুল কুন্তল
লুটা'য়ে পড়ে'ছে অবনিতলে
পল্লীপ্রান্তে যথা নদী উপকূল
দৃষ্ট দূরপারে পাদপসঙ্কুল
অপরূপ দৃশ্য তেমতি পৃথুল
বিস্তীর্ণ মায়ের ভ্রূলোমদলে। ৪৭

শৈলাবলি সম নাসিকা লম্বিত
মহারন্ধ্র তা'য় কন্দর খোদিত
নিশ্বাস প্রশ্বাসে জগৎ মন্থিত
রসাতলে যেন এখনি যায়
ভীষ্ম, মহাহ্রদ সিঞ্চিলে যেমন
মায়ের বদন ব্যাদান তেমন
শ্বেতধরশ্রেণী সংকাশ দশন
কা'র সাধ্য উহা বারেক চায়। ৪৮

হেরিল সাধক করাল বদনে
লাখে লাখে জীব পড়ে ক্ষণেক্ষণে
ধায় কস ব'য়ে দন্তের পেষণে
হ্লাদিনী সমান রুধির ধারা
মহাভয়ে যোগী মুদিয়া নয়ন
ত্রাহি ত্রাহি ডাকে সর্ব্বাঙ্গে কম্পন
"সম্বর জননী ও কালবদন
হেরিতে না পারি হই যে সারা"। ৪৯

"বুঝিয়াছি তুমি নহ শবাসনা
নরকপালিনী অসিতবরণা
বাতিকের ঘোরে করিয়া কল্পনা
সাধক তোমায় ভাবে সে রূপে"

"তাই গো মা শবসাধনের কালে
হেরে' ভীম রূপ জটাজুট ব্যালে
গলে মুণ্ডমালা হুতাশন ভালে
হ'ল ভীতি পড়ে' ভ্রমান্ধকূপে"। ৫০

"অধিকার বিনা পদবী কে পায়
তাইতে পড়িয়া অলীক মায়ায়
হ'ল অধোগতি মঙ্গল বিধায়
কে পারে বুঝিতে মহিমা তব
কৃপা বশে যদি করিয়া উদ্ধার
দেখা দিলে পুনঃ গগনবিস্তার
হেরে' বিভীষণ বদন তোমার
আতঙ্কে যে মরি কেমনে সব"। ৫১

"বুঝে'ছি বুঝে'ছি অজ্ঞাননাশিনী
বিশ্বরূপা তুমি জগৎব্যাপিনী
সৃজন পালন প্রলয়কারিণী
পরমা শকতি অনন্তকায়া
স্বয়ম্ভু শ্রীপতি দেব মহেশ্বর
মহাজ্ঞানী বুদ্ধ কপিল শঙ্কর
পাইল না অন্ত আমি ছার নর
কেমনে বুঝিব তোমার মায়া"। ৫২

"দেখে' ভয়ঙ্করী মূরতি তোমার
মহাতঙ্কে কাঁপে সর্ব্বাঙ্গ আমার
সহিতে না পারি কোনমতে আর
রক্ষ রক্ষ ওগো সাধ্বস হরা
থাকে যেন পদে অচলা ভকতি
নাহি ভিক্ষা আর ওগো ভগবতী
সম্বর সম্বর ভৈরব মূরতি
দেহ মা অভয় অভয়করা"। ৫৩

এইরূপে শিব মহাভীতি সনে
ত্রাহি ত্রাহি ডাকে উদ্বেলিত মনে
হ'ল অনুমিতি সহসা নয়নে
তড়িতের বিভা, সাধক তবে
নয়ন মেলিয়া করে নিরীক্ষণ
অলৌকিক দৃশ্য যোগীবিমোহন
সাধনাচরম সর্ব্বোচ্চ দর্শন
সদানন্দপ্রদ দুর্লভ ভবে। ৫৪

হেরে নভ মাঝে বিদ্যুৎ প্রভায়
জ্বলে মহাদ্যুতি অসংখ্য ছটায়
জ্বলে উগ্রমুখে অতুল বিভায়
অম্বর ভাতিয়া সবিতা কত

হেরে যোগী আর বেষ্টিয়া তপনে
নাহি লেখা জোখা অনন্ত গগনে
ঝলসিয়া আঁখি সম্পৃক্ত কিরণে
শোভে শশী তারা গ্রহাদি যত। ৫৫

কঠোর সাধনে নহে লব্ধ যেই
নিরখিয়া দৃশ্য অলৌকিক সেই
সাধকপুঙ্গব নাচে থেই থেই
লোমাঞ্চশরীর উল্লাস ভরে
হেরে' অনুপম ছবি মনোহর
প্রেমে নেত্র বারি বহে দরদর
বিভোর হইয়া পুলক-অন্তর
নাচে যোগীবর চেতনা হরে'। ৫৬

বিঘোর স্তম্ভনে দেউল চত্বরে
বহির্গত হ'য়ে নাচে প্রেমভরে
অনিমেষ আঁখি উর্দ্ধে মুখ করে'
অবিরত হেরে সে রূপরাশি
কে বর্ণিতে পারে কি সুখ অপার
সে সৌভাগ্য কভু হয় নাই যা'র
নাচে একজাই নয়নের ধার
বহে অবিরল বয়ান ভাসি। ৫৭

অপসৃত হ'ল সে দৃশ্য, তখন
হেরে যোগী যথা ফিরায় নয়ন
জ্যোতির্বিন্দু সেই অপূর্ব্বদর্শন
জ্বলে জলে স্থলে পাদপ দলে
বিঘোরে সাধক মন্দির ত্যজিয়া
ভ্রমে ইতস্ততঃ বিবস্ত্র হইয়া
সারা নিশি ফেরে হেরে ফুল্ল হিয়া
সম সেই জ্যোতিঃ সর্ব্বত্র জ্বলে। ৫৮

বিগত রজনী বিরূপাক্ষ এসে'
বিল্বমূলে শিবে হেরে' ঘোরাবেশে
করেনি' সাহস যাইতে সদেশে
গিয়াছিল ফিরে' সদনে তাই
দেখে নাই বিরূ জীবনে কখন
এবম্ভূত শিবে ধ্যানেতে মগন
আসীন উপল মূরতি যেমন
অনুমাত্র অহো! চেতনা নাই। ৫৯

সে কারণে বিরূ প্রত্যূষে উঠিয়া
অবিলম্বে প্রাতঃকৃত্য সমাপিয়া
লইতে বারতা অধীর হইয়া
উদ্যানাভিমুখে ছুটিয়া যায়

অন্তিকেতে গিয়া দেখে যোগীবর
ভাগীরথী তীরে হ'য়ে দিগম্বর
আছে দাঁড়াইয়া, ব্যাকুল অন্তর
সেই দিকে বিরু অমনি ধায়। ৬০

দূর হ'তে শিব বিরুরে দেখিয়া
মহাভাবে পুনঃ বিভোর হইয়া
নাচিতে লাগিল দু' বাহু তুলিয়া
হ'য়ে জ্ঞানহারা বাতুল প্রায়
সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিয়া নয়নের ধার
তিতিয়া মেদিনী বহে অনিবার
রোমাঞ্চিত তনু আনন্দে অপার
অনিমেষ আঁখি চাহি'ছে কা'য়। ৬১

কতক্ষণে স্বল্প পাইলে চেতনা
ভাষে গদগদ হইয়া বিমনা
"কি দিব রে বিরু মায়ের তুলনা
বিশ্বরূপা যিনি আকাশময়ী
যে দিকেতে বিরু ফিরাই নয়ন
হেরি রূপরাশি হৃদয়রঞ্জন
করিয়া অপূর্ব্ব ছটা বিকীরণ
নৃত্য করে শ্যামা আনন্দময়ী"। ৬২

"দেখ্‌না রে বিন্ধ্য নয়ন মেলিয়া
অনুপম যার কান্তি কমনীয়া
হেরিয়া যেমন হলাদে মম হিয়া
হয় না কি তোর তেমন ওরে
জলে স্থলে বৃক্ষে অনন্ত আকাশে
সর্ব্বত্রই যার সম পরকাশে
সেই মঞ্জু ছবি সেই জ্যোতিঃ ভাসে
দেখ্‌না কেমনে বুঝাব তোরে"। ৬৩

"তুচ্ছ পর্ণশালে প্রাসাদভবনে
পূতি নর্দ্দমায় নন্দনকাননে
মল মূত্র মাঝে অগুরু চন্দনে
দেখ্‌ সম সুখে বিহরে বামা
দেব দানবাদি পশু পক্ষী নর
পতঙ্গাদি কীট সর্প জলচর
সকলি স্বরূপ মাত্র রূপান্তর
সর্ব্ব দেহে দেখ্‌ বিরাজে শ্যামা"। ৬৪

"দেখিনাক স্থান ভুবন মাঝারে
যথা শ্যামা নাই হেরি সর্ব্বাধারে
ব্যাপিয়া তোমায় তেমতি আমারে
তেমতি সকল জগৎজনে"

"দেখ্ দেখ্ পুনঃ কেন্দ্রীভূতা মায়
অচিন্ত্য শকতি অপূর্ব্ব প্রভায়
আছে আকর্ষিয়া অনন্ত বিহায়
কোটি কোটি সূর্য্য গ্রহাদিগণে"। ৬৫

"এ বৃহৎ কাণ্ড কিসের লাগিয়া
কোথা হ'তে আসে কোথা মিশে গিয়া
নিদর্শন কেহ পায় না ভাবিয়া
চিন্তার অতীত মহিমা তাঁ'র
কিন্তু মাতা তা'রে দেন দরশন
জ্ঞান-বলে যেই করে নিরীক্ষণ
হেরে স্বীয় মুখ মুকুরে যেমন
নিয়ত তাঁহাতে ভকতি যা'র"। ৬৬

"পুনঃ বিরূ মায়ে কর্ রে দর্শন
মহাকর্ম্মারূপে রত অনুক্ষণ
তিলেকের তরে বিশ্রাম কখন
নাহি রে তাঁহার রজনী দিনে
দেখ্না রে মার প্রকাণ্ড উদর
প্রসবিছে সদা শরীরী বিস্তর
পুষি'ছে বৈষ্ণবীরূপে নিরন্তর
রাখে না কা'রেও অদন বিনে"। ৬৭

"পুনঃ দেখ্ ওরে করাল বদন
ক্ষণে ক্ষণে জীবে করি'ছে হনন
ভাঙ্গে গড়ে রাখে কর্ম্ম অনুক্ষণ
অনুমাত্র কভু বিরাম নাই
ক্ষুদ্র জীব মোরা নাই সে শকতি
ক্ষেমবিধায়িনী দেবী ভগবতী
শ্রান্তি দূর তরে হ'য়ে স্নেহবতী
নিদ্রার সৃজন করিলা তাই"। ৬৮

"খাই দাই মোরা সুখে নিদ্রা যাই
অবশিষ্ট কাল অকাজে কাটাই
ধর্ম্ম কর্ম্ম কিবা খুঁজিয়া না পাই
ঘুরিয়া বেড়াই পশুর মত
তাই রে মোদের এ হেন দুর্গতি
ঘুচিয়ে সর্ব্বস্ব অধীনে বসতি
অন্ন বস্ত্র নাই, পেটের সঙ্গতি
করিতে সদাই কুকর্ম্মে রত"। ৬৯

"দিন বয়ে যায় প্রবাহের মত
কাল সনে ক্ষয় আয়ু অবিরত
কুহকে পড়িয়া হ'য়ে বুদ্ধিহত
ভাবি কি সময় জীবন বলে' "

"মহামূল্য নিধি জীবন সময়
দু'দিনের তরে এসে' অপচয়
কর না রে জেন নিত্য কিছু নয়
বিনাশ চরম জগতীতলে"। ৭০

"আত্মার অচিন্ত্য শক্তি আলোড়নে
পরিবর্ত্ত মহা ঘটে ক্ষণে ক্ষণে
নিত্য নব নব ক্রমে পুরাতনে
নীত হ'য়ে কোথা বিলীন হয়
সৃষ্টি মাত্র যদি ধ্বংস প্রাপ্ত হ'বে
এত যত্ন যা'রে দেহ নাহি র'বে
দেহ যদি নহে আপনার তবে
অন্যাপর কভু আপন নয়"। ৭১

"দারা সুত আদি ধন পরিজন
সুখ বস্তু কেহ নহে ত আপন
আপন কেবল প্রযুজ্যিতে মন
আসক্তিতে হয় অশেষ দুঃখ
লভিয়া উত্তম মানব জনম
অবিশ্রান্ত পাল' মনুষ্য ধরম
ঔচিত্য বিধায় সংসার নিয়ম
আচরহ কা'র চেও না মুখ"। ৭২

"সেই শক্তি বিন্দু হৃদয়ে তোমার
নিয়ত বিরাজে জ্ঞানে ইত্যাকার
যাবৎ চেতনা আনন্দে অপার
কর রে অর্চ্চনা মানসে তাঁ'র
প্রেম তব যথা আপনার প্রতি
সর্ব্ব দেহে নৃত্য করে সে শকতি
হ'য়ে জ্ঞাত সম রাখিয়া ভকতি
বিশ্বব্যাপীরূপ নিরখ মার"। ৭৩

"কিবা নিত্য হেথা সকলি নশ্বর
অনাসক্ত হ'য়ে তাই নিরন্তর
আচরহ সর্ব্বলোকহিতকর
মনুজ ধরম হৃদয়ে ধরে'
হের কর্ম্ম যার সৃষ্টি স্থিতি লয়
আদর্শ করিয়া উক্ত গুণত্রয়
জগতের সুখ ভুঞ্জ সমুদয়
অবিশ্রান্ত কর্ম্ম সাধনা করে'"। ৭৪

"কর্ত্তব্যপালন ধর্ম্মতত্ত্ব সার
কর্ম্ম বিনা গতি নাহি রে কাহার
কর্ম্মই প্রধান সুখের আগার
হ'ত কি সৃজন কর্ম্ম না হ'লে"

এতেক কহিয়া পুলকে ভরিয়া
পুনঃ মহাযোগী উদ্বাহু হইয়া
নাচিতে লাগিল চেতনা হরিয়া
তিতিয়া বয়ান নয়ন জলে। ৭৫

বিমূঢ়িত হ'য়ে শিবের বচন
অনুক্রমে বিরূ করিলা শ্রবণ
শুনিতে শুনিতে হৃদয়ে তখন
উদ্বুদ্ধ হইল স্বরূপ জ্ঞান
উল্লাসে বিরূর লোমাঞ্চশরীর
হ'ল, নেত্র কোণে এল প্রেমনীর
কর্ণকুহরেতে ঝঙ্কারে তন্ত্রীর
বাজিতে লাগিল মধুর গান। ৭৬

এইরূপে বিরূ হইয়া স্তম্ভিত
রৈল কতক্ষণ পরে আচম্বিৎ
জাগরিল মনে "এবে কি উচিত
আচার্য্যের যদি অবস্থা হেন
মাতোয়ারা যোগী পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানে
শক্তিরূপা মায়ে হেরে সর্ব্ব স্থানে
কত যে আনন্দ সেই মাত্র জানে
সকলি দেখি'ছে অদ্ভুত যেন।" ৭৭

"এ অবস্থা যদি কিছু দিন রয়
হ'বে দেহপাত নাহিক সংশয়
থাকিলে জীবের মঙ্গল নিশ্চয়
যাহে রক্ষা পায় বিধেয় মম"
মহামতি বিরূ এতেক চিন্তিয়া
কর্ত্তব্য জ্ঞানেতে প্রেরিত হইয়া
উদ্যানাভিমুখে যায় খিন্ন হিয়া
লইয়া আচার্য্যে সাধকোত্তম। ৭৮

মন্দির চত্বরে ল'য়ে মতিমান
হিম কূপোদকে করাইলা স্নান
পরাইয়া বাস দিলা স্নিগ্ধ পান
করিলা ব্যজন অনবরত
ক্রমে তন্দ্রা ঘোরে বিবশ হইয়া
সাধকপুঙ্গব পড়িল ঢলিয়া
বিরূপাক্ষ তবে সুযোগ পাইয়া
রন্ধনে ত্বরায় হইলা রত। ৭৯

সময়োপযোগী করিয়া রন্ধন
ভুঞ্জাইয়া বহু প্রয়াসে তখন
মৃদু স্পর্শে করি' অঙ্গ সংবাহন
করিলা নিদ্রিত সাধকবরে

থেকে' থেকে' যোগী উঠে চমকিয়া
বকে সেইমত উন্মত্ত হইয়া
প্রাণপণে বিরু রাখে সম্ভারিয়া
সুস্থ হ'লে পুনঃ শয়ন করে। ৮০

এইরূপে বিরু গুরুর সেবায়
হইলা নিরত সপ্তাহ সেথায়
রাখে আগলিয়া যেখানে সে যায়
বিশ্বস্ত ছাবালরক্ষক মত
প্রকৃতিস্থ ক্রমে হ'ল যোগীবর
হাসি হাসি মুখ ফুল্ল নিরন্তর
সৌম্যকান্তি যেন শোভে দিগম্বর
হ'য়ে নিত্যভোগ সমাধি গত। ৮১

হৃষ্ট মনে বিরু গৃহে গেল তবে
অনুমানি আর আচার্য্যের ন'বে
বৈকল্য মনের, যদি বা সম্ভবে
কখনো হ'বে না অধিকস্থায়ী
থাকে শিবাচার্য্য স্বীয় নিকেতনে
আপনার ভাবে মহানন্দ সনে
রাঁধে বাড়ে খায় ভ্রমে সুখ মনে
ঘৃণা দ্বেষ রাগ কাহারে নাই। ৮২

এইরূপে গত হ'ল কিয়দ্দিন
একদা আচার্য্য হইয়া আসীন
সাধন মন্দিরে ভাবে সমীচীন
জগতের কিসে কল্যাণ হ'বে
সহসা মনেতে হইল উদয়
কি ফল রাখিয়ে হেথায় নিলয়
আছে স্থান জুড়ে' ওষধি নিচয়
দিলে, নিত্য ফল অর্পিবে সবে। ৮৩

এতেক চিন্তিয়া আচার্য্য তখন
ভাঙ্গিয়া মন্দির করিলা কর্ত্তন
পুষ্পতরুরাজি, কৈলা উত্তোলন
বিল্ববৃক্ষ, যত নিখাত তুলি'
শাক সব্জি নানা করিলা বপন
মণ্ডপ আলয় কৈলা সুশোভন
প্রাচীর সন্নিধে করিয়া রোপণ
বাছিয়া কুসুম পাদপ গুলি। ৮৪

শিবাচার্য্য এবে থাকে অনুক্ষণ
কর্ম্মে রত কভু করে না ক্ষেপণ
অবৈধ সময়, কাজের ফুরণ
হয় না, নিয়ত বাড়য়ে কত

বার্দ্ধক্য জনিত কিঙ্কর এখন
পারেনাক আর খাটিতে তেমন
তথাপি সে কভু করে না হেলন
থাকে ব্যস্ত সদা সম্ভবমত। ৮৫

অর্পিয়া ভৃত্যেরে লঘু কর্ম্ম ভার
গুরু কার্য্যে স্বয়ং ব্যস্ত অনিবার
থাকে যোগীবর স্মরি' যোগাত্মার
চরণপঙ্কজ পুলক ভরে
গাভী পরিচর্য্যা উদ্যান কর্ষণ
সারাদি বহন পাদপ সিঞ্চন
প্রয়োজন মত করে সম্পাদন
সর্ব্বৈব সাধক যতন করে'। ৮৬

কৃষির উৎকর্ষে করে উৎপাদন
লতাদ্রুমরাজি বৃহদায়তন
ফল মূল নানা নিত্য অগণন
পরিপূর্ণ সদা ভাণ্ডার তা'য়
সিদ্ধহস্ত এবে আচার্য্য রন্ধনে
নিত্য নব নব গড়ে সুখ মনে
উপাদেয় নানা, মিষ্টান্ন ব্যঞ্জনে
নাহি খাদ্যাভাব পাকশালায়। ৮৭

সাধিতে যে কাজ দেয় যোগী মন
করিতে তাহার উৎকর্ষ সাধন
প্রয়াস যতন করে প্রাণ পণ
কখনো বিরত হয় না তা'য়
মহাশক্তি যা'র হৃদে জাগরিত
অবিলম্বে বুদ্ধি হয় বিকশিত
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় অভিমত
হেরিয়া সাধক লোমাঞ্চকায়। ৮৮

পূর্ণ থাকে গেহ বিবিধ অশনে
খায় ভৃত্যে দেয় বিলায় গোপনে
যোগ্য পাত্র বুঝি' পুরবাসীগণে
দেখিতে না পারে দারিদ্র্য কা'র
নাহি রোগ শোক মান অভিমান
সমাধিস্থ সদা ফুল্ল মতিমান
ক্রমে দেহ হ'ল কলভ সমান
গৌর কান্তি সহ শোভে অপার। ৮৯

গৃহকর্ম্ম সেরে হইলে সময়
আপনার ভাবে নিত্য সদাশয়
যেখানে সেখানে পল্লী সমুদয়
করয়ে ভ্রমণ প্রমোদ সনে

কিবা হয় সত্য মনুজ ধরম
কি করিলে লোক হয় দেবোপম
কিসে কুসংস্কার অপনীত ভ্রম
সুখ শান্তি কিসে জগৎ জনে। ৯০

এই তোলাপাড়া হৃদে অনুক্ষণ
অতি সূক্ষ্মভাবে করে নিরীক্ষণ
প্রকৃতির গতি জড়াদি চেতন
এ দিক সে দিক ভ্রমিয়া সদা
তন্ন তন্ন করি' মানব প্রকৃতি
হেরে জাতিভেদে স্পৃহা রীতি নীতি
কোনমতে যোগী পায়নাক প্রীতি
খিন্ন হ'য়ে ডাকে মঙ্গলপ্রদা। ৯১

মুগভঙ্গী কভু প্রশান্ত বদন
কভু অর্দ্ধদৃষ্টি বিকচ নয়ন
রোষ ভরে কভু ঘরষে রদন
কখনো বা হাসে উল্লাস ভরে
পাত্র বুঝে' যোগী কা'রে মিষ্ট ভাষে
ব্যবহারে কা'র ক্রোধ পরকাশে
কা'রে গালি পাড়ে যত মনে আসে
কা'র বা গুণের বাখান করে। ৯২

ভদ্রাভদ্র নাই ধনী দুঃখী আর
সকলের সনে সম ব্যবহার
করে প্রতিবাদ হেন সাধ্য কা'র
সশঙ্কিত হেরে' বিপুল দেহ
কহে শিব যাহা মর্ম্মে ব্যথা দিয়া
বাতগ্রস্ত কেহ উন্মাদ ভাবিয়া
ভরেনাক কাণে দেয় উড়াইয়া
স্বরূপ তাঁহারে বোঝে না কেহ। ৯৩

এইরূপে যোগী ভাবেতে আপন
বিভোর হইয়া করয়ে ভ্রমণ
নগরে প্রান্তরে যথা লয় মন
নিশামুখে গৃহে ফিরিয়া যায়
শীত বর্ষা হিম নিদাঘ প্রখর
বাছেনাক কভু পুলক-অন্তর
ভ্রমে এই মত নিত্য নিরন্তর
হ'য়ে যত্নবান আত্মরক্ষায়। ৯৪

প্রত্যাগত হ'য়ে মণ্ডপে বসিয়া
তানপূরা সহ বিভোর হইয়া
মহালয়ে যোগী লয় মিশাইয়া
গায় ধ্রুবপদ মধুর গান

বিরু ভিন্ন কা'র আসিতে সেথায়
নাহিক সাহস দুর্ম্মুখ বিধায়
দূর হ'তে যা'রা মন্ত্রমুগ্ধ প্রায়
করয়ে শ্রবণ, মুদিত প্রাণ। ৯৫

ক্রমে দিন যায়, একদা সাধক
সন্ধ্যার প্রাক্কালে বসিয়া একক
জাহ্নবীর কূলে ভাবি'ছে সম্যক
জগতের হিত বিভোর হ'য়ে
সহসা মনেতে হইল উদয়
এই যে জ্যোতিষ্ক অভ্রে দৃষ্ট হয়
এক্কেক ব্রহ্মাণ্ড তাহারা নিশ্চয়
ভ্রমে স্বীয় পথে নিয়ত ব'য়ে। ৯৬

কেমন সে স্থান বসতি কাহার
কি রূপ তাদের, আচার বিচার
শয়ন ভোজন কেমন বিহার
কোন দেবতায় অর্চ্চয়ে তা'রা
মনে মনে যোগী এতেক চিন্তিয়া
ডাকে মহামায়ে তন্ময় হইয়া
"দেখাও জননী দিব্য চক্ষু দিয়া
মহা কৌতূহলে হ'তেছি সারা"। ৯৭

"পূরাও বাসনা উর বিভাময়ী
জানে না এ ধৃষ্ট ছেলে তোমা বই
বড় দয়া মোরে তাইতে মা কই
বারেক সে দৃশ্য দেখাও ত্বরা"
ভাবিতে ভাবিতে উৎসুক অন্তর
সমাধিস্থ ত্বরা হ'লা যোগীবর
দেখিলা ধ্যানেতে ভেদিয়া অম্বর
বেগেতে উড্ডীন ত্যজিয়া ধরা। ৯৮

নিমেষেতে গিয়া হ'লা উপনীত
অপর জগতে দেখিলা ত্বরিত
নানা স্থানে ভ্রমি' কোন মতে চিত
হ'লনাক তৃপ্ত নিরখি' তা'য়
মনোময়ী শ্যামা লইলা তখন
অন্যৈক জগতে, করিয়া দর্শন
তথাকার ছবি পুলকিত মন
ফিরে' এল যোগী ছিল যথায়। ৯৯

ধ্যান ভঙ্গ হ'লে মনের উল্লাসে
অবিলম্বে যোগী ধায় নিজ বাসে
হেরে গিয়া তথা বিরূ তাঁ'র আশে
জনাশ্রয়ে বসে' ব্যাকুল হ'য়ে

প্রেমভরে কহে সাধক তখন
"ব্যস্ত আমা' তরে হেরি কি কারণ
কোথা অমঙ্গল শ্যামা যা'র ধন
মরি তোর বাপ নিছনি ল'য়ে"। ১০০

"কৌতূহল বশে অধীর হইয়া
গিয়াছিনু বিরূ মায়েরে কহিয়া
অপর জগতে আইনু ফিরিয়া
এই মাত্র, গৌণ হ'ল রে তাই
ভেবে'ছিনু কত করিব দর্শন
অপরূপ যাহা হেরিনি' কখন
যে আহ্লাদ মনে ওরে বাপধন
হ'য়েছিল তা'র অবধি নাই"। ১০১

"গেলাম প্রথমে অসীম আকাশে
যেথায় মঙ্গল গ্রহ পরকাশে
নিরখিব কত অলৌকিক আশে
অবাক হইনু কি ক'ব তোরে
দেখিনু তেমতি হেথায় যেমন
জল স্থল তরু লতা গুল্ম বন
অদ্রিরাজি উৎস ধুনী অগণন
সকলি যেমতি হেথায় ওরে"। ১০২

"থাকে নরনারী বাঁধিয়া বসতি
পরিজন সহ হেথায় যেমতি
আহারে বিহরে ঘুমায় এমতি
এই মত মায়ে পূজয়ে সবে
এমতি আশ্রিত গ্রাম্য পশুগণ
ডালে বসে পাখী করয়ে কূজন
এইরূপ যত হিংস্র আচরণ
হইনু হতাশ জননী তবে"। ১০৩

"লইলা যথায় করে বিচরণ
বুধগ্রহ, গিয়া করিনু দর্শন
নাই ভিন্ন কিছু সকলি তেমন
ফিরে' এনু দেখে' পুলক ভরে
অতি হৃষ্ট তুই জগৎ মাঝারে
কহিনু রে তোরে বলিব কাহারে
দুরারাধ্যা যিনি বুঝিবে তাঁহারে
কোথা সে শকতি ভ্রমান্ধ নরে"। ১০৪

এতেক কহিয়া মহোল্লাস ভরে
নাচে যোগীবর বাহ্য জ্ঞান হরে'
দর দর ধারে প্রেম অশ্রু ঝরে
বদনে না সরে বচন আর

গৌরকান্তি উরু দেহেতে তখন
কি মধুর শোভা করিল ধারণ
প্রেমোচ্ছ্বাস সহ আহা সে নর্ত্তন
সুখদৃশ্য কিবা কি চমৎকার। ১০৫

ক্রমে একদিন প্রভাত সময়ে
ব্যস্ত যবে ঋষি পুষ্পচয়ন ল'য়ে
সিঞ্চনাদি নানা কার্য্যে জনাশ্রয়ে
মুখে গুণ গুণ মহিমা গান
হেন কালে তথা হ'লা উপনীত
জনৈক সন্ন্যাসী বয়ঃ মধ্যবিত
জটাজুট শিরে গলে উপবীত
সংস্কার সম্প্রাপ্ত অশেষ জ্ঞান। ১০৬

সাদরে আচার্য্য লইয়া তাঁহারে
মণ্ডপে আসন দিলা বসিবারে
সুধাইলা তবে ব্রাহ্মণ কুমারে
কিবোদ্দেশে তথা শুভাগমন
জ্ঞাপিলে বারতা বুঝিলা, সন্ন্যাসী
একাদশী হেতু আছে উপবাসী
কল্য হ'তে তাই পারণ প্রত্যাশী
হ'য়েছে অতিথি বিপ্রসদন। ১০৭

করাইয়া তূর্ণ পাদ প্রক্ষালন
অবিলম্বে শিব কৈলা আহরণ
ফল মূল মিষ্ট পানীয় ভোজন
উপস্থিত যাহা আছিল ঘরে
নানা উপচারে করিয়া রন্ধন
অভ্যাগতে পুনঃ করিলা তোষণ
রাখিলা আগ্রহে আপন ভবন
সে নিশায় তা'রে যতন করে'। ১০৮

রজনীর যোগে বসিয়া দু'জনা
করিলা বহুল শাস্ত্র আলোচনা
দেখে' সৃষ্টিছাড়া শিবের সাধনা
বিস্ময়ে অবাক হইল যোগী
পুনঃ পুনঃ শিব দেয় উপদেশ
কোন মতে চিত্তে হয় না নিবেশ
মরমে না পশে ভাবিয়া অশেষ
একাধারে হ'বে ত্যাগী ও ভোগী। ১০৯

বিরক্ত হইয়া আচার্য্য তখন
রোষ ভরে কহে পরুষ বচন
"যুগব্যাপী ওরে করিয়া ভ্রমণ
আত্মবোধ আজ হ'ল না তোর"

"মহাতীর্থ এই শরীর মাঝারে
খুঁজিয়া না পেলি নিত্যা যোগান্তারে
পুণ্য স্থানে গিয়া হেরিবি তাঁহারে
উপল বিগ্রহে কি ভ্রম ঘোর"। ১১০

"দিনেক যদি না যোটে রে আহার
হের চতুর্দ্দশ ভুবন আঁধার
হয়নাক ক্লেশ ব'য়ে দেহ ভার
যত ভার বোধ অর্জ্জন তরে
পর-অন্নভোজী কুক্কুর সমান
হইয়া অলস হরে' লজ্জা মান
ভ্রান্ত পদগর্ব্বে ভ্রম নানা স্থান
ধারণা মেদিনী পবিত্র করে'"। ১১১

"গৃহে তোর কত আত্মীয় স্বজন
ত্যজিয়া তাদের বুঝে'ছ আপন
করিবে অন্যেরে ধন্য তোর পণ
ধন্য রে প্রগলভ, রে মূঢ়মতি
মনুজ ধরম উৎকর্ষ সাধন
প্রথমে আত্মার পরে স্বীয় জন
সাধ্য অনুযায়ী ক্রমে অন্য জন
কর্ম্ম বিনা কভু হয় না গতি"। ১১২

কহিতে কহিতে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিল
শম্পা সম আঁখি জ্বলিয়া উঠিল
রোষ ভরে মুখে কথা না সরিল
　　দেখিয়া সাধুর উড়িল প্রাণ
আতঙ্কে সন্ন্যাসী মুদিয়া নয়ন
জড় সড় হ'য়ে করিল শয়ন
যোগে যাগে নিশি করিয়া যাপন
　　প্রভাত না হ'তে করে প্রয়াণ। ১১৩

একদা আচার্য্য প্রান্তর দর্শনে
বহির্গত হ'য়ে বিভোরিত মনে
আসিতেছে ফিরে' ত্বরিত গমনে
　　গোবিন্দ মন্দির সরণী দিয়া
যামাতীত বেলা বসন্ত সময়
মলয় অনিল ঝুর ঝুর বয়
নিবিড় শাখায় ডাকে পিক চয়
　　যায় ঋষিরাজ পুলকহিয়া। ১১৪

দূর হ'তে শিব করে নিরীক্ষণ
পূত নীরে স্নাত হ'য়ে পৌরজন
পূজিতে বৈকুণ্ঠ পদ্মার চরণ
　　শ্রীমন্দির পানে চলি'ছে সবে

হেরে' দৃশ্য সেই অতি মনোহর
ভক্তি রসে সিক্ত হ'য়ে যোগীবর
দেউল সন্নিধ আসিয়া সত্বর
ন্যগ্রোধ ছায়ায় বসিলা তবে। ১১৫

হুতাগ্নি সুগন্ধি নানা দ্রব্যোত্থিত
সুমধুর গন্ধবহ প্রমোদিত
বিপ্রগণ বেদগান বিধ্বনিত
কিবা মনোরম এবে সে স্থান
ঈদৃশ আসঙ্গে সাধকপুঙ্গব
বিশ্বনিয়ন্তার অতুল বৈভব
মাহাত্ম্য অপার করে অনুভব
উল্লাসে মগন বিভোর প্রাণ। ১১৬

হেনকালে বৃদ্ধ নবম সন্ন্যাসী
কমনীয় কান্তি সদা মুখে হাসি
গোবিন্দ বিগ্রহ দর্শন প্রয়াসী'
হ'ল উপনীত মন্দির দ্বারে
কহে শুভ্রকেশ—"আমি দরবেশ
বাসনা মন্দিরে করিয়া প্রবেশ
হেরিব মূরতি যে দিবে আদেশ
জ্ঞাপহ দ্বারিক প্রার্থনা তা'রে"। ১১৭

অধ্যক্ষ দ্বারীর বচন শুনিয়া
ক্রোধে রূঢ় ভাষে দ্বারেতে আসিয়া
"অপরূপ শুনি যবন হইয়া
হিন্দুর মন্দিরে পশিতে সাধ
ম্লেচ্ছের হেথায় নাহি অধিকার
বৃদ্ধ বলে' রক্ষা, নতুবা হে পার
পেতে না কখনো বলিব কি আর
চলে' যাও বৃথা কর না বাধ"। ১১৮

কহে দরবেশ প্রকাশিয়া খেদ
"আল্লার আলয়ে হয় ভেদাভেদ
শুনি নাই কভু নাহি মম জেদ
চ'লে যাই তব আদেশ যথা
এতেক কহিয়া উদ্যত গমনে
সন্ন্যাসী যখন মধুর বচনে
নিবারিল শিব, কহে "ক্ষুণ্ণ মনে
ফিরে' যা'বে পে'য়ে মরম ব্যথা"।

"অবশ্য বাসনা পূরিবে তোমার
দেখিব কে লঙ্ঘে অনুজ্ঞা আমার
মহাভক্ত তুমি ভক্তির আধার
বারে কে তোমায় পশিতে হেথা"

রোষ ভরে তবে অধ্যক্ষের প্রতি
কহে যোগীবর "আরে রে দুর্ম্মতি
রোধিস্ এ পথ কি তোর শকতি
হ'বে স্থায়াপেত আচার্য্য যেথা"। ১২০

"বিরাজেন যিনি জগৎ জুড়িয়া
সীমাবদ্ধ তাঁ'রে কি ভ্রমে পড়িয়া
করি'ছ রে মূঢ় মন্দিরে থুইয়া
বলিহারি জ্ঞান প্রতীতি ঘোর
গঠিত মানব একই আধারে
জানি না কি বোধে ভিন্ন দেখ তা'রে
ধার্ম্মিক ভাবিয়া ঘৃণা কর যা'রে
কোথায় সে ধর্ম্ম সাধনা তোর"। ১২১

"কেড়ে নিল ওরে ভুজবলে যা'রা
সর্ব্বস্ব তোদের হ'ল কি না তা'রা
ঘৃণ্য হেয় জাতি হ'য়ে আত্মহারা
প্রাধান্য গরবে ফাটিয়া মর
জাতীয়ত্ব গুণে যারা একপ্রাণ
ত্রিসন্ধ্যা যে পূজে সর্ব্বশক্তিমান
উপাস্য তোদের তা'রে হেয় জ্ঞান
জানি না দুর্ম্মতি কি বলে কর"। ১২২

মহাজ্ঞানী শিব এতেক কহিয়া
দরবেশ সহ মন্দিরে পশিয়া
দেখাইলা তা'রে মূর্ত্তি কমনীয়া
সঙ্ক্ষেপে কহিলা মরম তা'র
করে' প্রণিপাত আহ্লাদে তখন
গম্য পথে যোগী করিলা গমন
গেলা ঋষিরাজ আপন ভবন
রোধিবে এ শক্তি হ'ল না কা'র। ১২৩

এইরূপে শিব কিয়দ্দিন পরে
প্রত্যাবৃত্ত যবে ভ্রমিয়া প্রান্তরে
হেরিল জনতা বিস্ময় অন্তরে
রাজবর্ত্ম ধারে তিন্তিড়ী মূলে
শশব্যস্তে শিব ধায় সেই দিকে
দেখে গিয়া তথা জনৈক পথিকে
পীড়িত দশায়, ব্যাপৃত অস্তিকে
তাহারি প্রসঙ্গে জনসঙ্কুলে। ১২৪

পড়িয়া আতুর করে ছট্‌ফট্
জ্বরাবকারেতে, থাকিয়া উৎকট
করয়ে চীৎকার, বিষম সঙ্কট
তথাপি না কেহ নিকটে যায়

দারুণ পিপাসা, ফেটে' যায় ছাতি
উঠিতে না পারে কাটায়েছে রাতি
আর্ত্ত গন্ধবাহী অতি হীন জাতি
তাইতে না কেহ ছুঁইতে চায়। ১২৫

হেরে দৃশ্য সেই দয়ার্দ্র হইয়া
লোকসঙ্ঘ পানে আচার্য্য চাহিয়া
আচারে তাদের সন্তপ্ত হইয়া
ঘৃণায় বচন কহিলা হেন
"ভদ্রেতর হেথা সমবেত হ'য়ে
কাটাইছ কাল বৃথা বাক্য ব্যয়ে
আশ্রয়েতে কোন ত্বরা যাও ল'য়ে
কথায় আরোগ্য হ'বে না জেন"। ১২৬

"জড় এই দেহ সবার সমান
এ দেহপিঞ্জরে যতক্ষণ প্রাণ
মান অভিমান ভাল মন্দ জ্ঞান
ম'লে মড়া বই অন্যাখ্যা নাই
কর্ম্ম হেতু জীবে অবজ্ঞা বিধেয়
দেহের কি দোষ যা'রে কর হেয়
সামান্য এ যদি নহে অনুমেয়
কোথায় কৈবল্য ভাবি গো তাই"

"যথাযথ দান অথবা বিধান
মনুজধরম কর প্রণিধান
পিতা মাতা প্রতি হ'বে ভক্তিমান
মানীর সম্মান ভুল না কদা
স্নেহবান ভৃত্য সন্তানের প্রতি
প্রীতি আশ্রিতেরে গুরুজনে নতি
দীন হীনে দয়া স্বামী স্ত্রীতে রতি
আতুরে সহায় হইবে সদা"। ১২৮

"দিবে প্রতিদান যে কার্য্য যেমন
দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন
ইত্যাদি কতই করিব বর্ণন
যখন যেমন সাধিবে কাজ
পরাঙ্মুখ কভু কর্ত্তব্য সাধনে
হ'বে না দেখিবে দৃঢ় প্রাণপণে
করিয়া যুকতি বিবেকের সনে
কর্ত্তব্য সাধিতে কর না ব্যাজ"। ১২৯

"ঝটিতি আর্ত্তের কর প্রতিকার
নতুবা বাঁচান হ'বে মহাভার
সময় ক্ষেপণ করনাক আর
অবিলম্বে রক্ষ আশ্রয় দিয়া"

শুনিয়া এতেক সমবেতগণ
পরস্পর তা'রা করে নিরীক্ষণ
কুসংস্কারে সদা কলুষ যে মন
উদ্বুদ্ধ কি ত্বরা হয় সে হিয়া। ১৩০

হেরে' লোকগতি আচার্য্য তখন
পৃষ্ঠে তুলি' তা'রে ত্বরিত গমন
লইলা আগারে, কৈলা সমর্পণ
চিকিৎসার ভার বৈদ্যেরে আনি'
করিলা শুশ্রূষা যতনে অপার
তুলিলা যে কত মল মূত্র তা'র
জ্ঞানবলে যেই নিত্য নির্বিকার
সমসেবা তা'র নিখিল প্রাণী। ১৩১

ক্রমে রুগ্ন সংজ্ঞা পাইল যখন
শুনে নাই কভু দেখেনি' কখন
হেরিয়া শিবের হেন আচরণ
প্রেমে সিক্ত হ'য়ে নয়ননীরে
ধরিয়া চরণ কহে "তুমি নর
নহ দয়াময় সাক্ষাৎ শঙ্কর
ছিলে সেই প্রভু তাই মহত্তর
পাইল অধম জীবন ফিরে'"। ১৩২

যাবৎ সবল নহিল মেথর
রাখিলা যতনে তা'রে যোগীবর
সঞ্চারিল বল ভোগেতে বিস্তর
পরিপুষ্ট ত্বরা হইল দেহ
কার্য্যক্ষম শিব হেরিল যখন
করিলা বিদায় দিয়া বস্ত্র ধন
হ'য়ে গদগদ বন্দিয়া চরণ
করিলা প্রয়াণ গন্তব্যে তেঁহ। ১৩৩

একদা আচার্য্য নিশ্চিন্ত হইয়া
উষ্ণার বৈকালে ভদ্র পল্লী দিয়া
আপন ভাবেতে বিভোর হইয়া
স্বস্বেরম গতি চলিয়া যায়
সহসা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ
হ'ল নিরখিয়া বৃহদায়তন
রম্ভাতরু এক কিবা সুশোভন
স্তবকে স্তবকে সুফল তা'য়। ১৩৪

পাদপ সন্নিধ হেরে যোগীবর
সারকুড় যা'র বৃক্ষমূলে থর
পড়ে'ছে ঢলিয়া তাইতে নধর
ফল পত্র সহ কদলীদ্রুম

অদূর মণ্ডপে হেরিল সাধক
বিবিধ ক্রিড়ার বসে'ছে বৈঠক
কেহ খেলে তাস কেহ বা পাশক
মহারোলে চলে খেলার ধূম। ১৩৫

এল গৃহস্বামী শশব্যস্ত হ'য়ে
দেখিয়া যোগীরে আশঙ্কা কি ক'য়ে
এখনি উৎসন্ন পিতৃমাতৃ ল'য়ে
করিবে, এ ক্ষেপা দুর্ম্মুখ বড়
কহে শিব "এই বৃক্ষ নিরখিয়া
পেলাম সন্তোষ কিন্তু বাজে হিয়া
দেখিয়া তোমারে অলস বসিয়া
নরধর্ম্ম কাজে হইবে দড়"। ১৩৬

"এই তরু সনে করিলে তুলনা
কত যে প্রভেদ দেখে' কি দেখ না
স্তূপাকারে সার ইহা কি জান না
দিলে তা'র মূলে বাড়িত সম
সৃষ্ট বস্তু হ'তে শিক্ষা আমাদের
সম্পূর্ণ সৃজন কিন্তু মানবের
অসম্পূর্ণ ক্রিয়া তা'বলে তা'দের
উৎকর্ষ নহিবে মহা এ ভ্রম"। ১৩৭

"কি কৌশলে ঈশ করিলা সৃজন
কিসে পরিবর্ত্ত হয় সংঘটন
অত্যাশ্চর্য্য বটে তথাপি কথন
বিমূঢ়িত হ'য়ে নিশ্চেষ্ট ন'বে
মানবের ধর্ম্ম করিবে সন্ধান
সন্ধিৎসু যতই শক্তির মহান
হ'বে উপলব্ধি তত প্রাপ্ত জ্ঞান
ততই কর্ম্মের উৎকর্ষ হ'বে"। ১৩৮

"যতই মানব হ'বে ধাবমান
উৎকর্ষের পানে বাড়িবে বিজ্ঞান
বিজ্ঞান যে দেশে সে দেশ প্রধান
কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সেথা
শুনে'ছি ভারতে ছিল ব্যোমযান
ছিল শব্দভেদী আর অগ্নিবাণ
হায় হায় এবে কোথা সেই জ্ঞান
ভুঙ্গে একালে আছিল হেথা"। ১৩৯

"অল্প স্থান নহে র'য়েছে পতিত
দিলে বৃক্ষ লতা সুফল ফলিত
বিবিধ প্রকারে গৃহস্থে ভূষিত
অর্থের সুসার হইত কত"

"বৃথা কেন কাল করি'ছ ক্ষেপণ
করহ সাধনা হও বিচক্ষণ"
এতেক কহিয়া আচার্য্য তখন
চলে' গেল স্বীয় ভাবেতে রত। ১৪০

কিয়দ্দিন পরে পূর্ণ জ্যোৎস্নায়
বহির্গত শিব একদা নিশায়
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নগর সীমায়
উপনীত রম্য সরসী যথা
নানা ফলদ্রুমে সমাচ্ছন্ন তীর
মৃদু মন্দ বহে মলয় সমীর
হইল বাসনা জুড়া'তে শরীর
ঘাটের চত্বরে বসিবে তথা। ১৪১

দূর হ'তে লক্ষ্য করিলা সাধক
বাঁধা ঘাটে বসি' কয়েক যুবক
বারনারী সহ আমোদসূচক
প্রসঙ্গেতে ইরা পানেতে রত
বুঝিলা তাঁহারে দেখিতে পাইয়া
প্রমত্তেরা সত্বঃ যন্ত্র লুকাইয়া
বৃক্ষ অন্তরালে যাইতে বলিয়া
বামারে, বসিলা সাধুর মত। ১৪২

সুধাইলা যোগী আসিয়া তথায়
কি হেতু এখানে এ হেন নিশায়
সম্ভাষিলা তা'রা কপট কথায়
"সমীর সেবনে এসে'ছি মোরা"
শুনিয়া আচার্য্য অনৃত বচন
সম্বরিয়া ক্রোধ কহিলা তখন
"ভদ্র বংশে জন্ম করিয়া গ্রহণ
মিথ্যা ক'য়ে মোরে ভুলাবি তোরা"। ১৪৩

"একে কুকর্ম্মেতে আছ রত হ'য়ে
বাড়াইছ পাপ তাহে মিথ্যা ক'য়ে
সে প্রবৃত্তি কোথা শ্রেষ্ঠ জন্ম ল'য়ে
যে কাজের তরে এসে'ছ ভবে
এ মাতৃভূমির তোদের উপর
শুভাশুভ ওরে করি'ছে নির্ভর
পশ্বাচারে রত, হ'য়ে যদি নর
কোথায় দেশের মঙ্গল তবে।" ১৪৪

"মনুষ্যের মহাগুণ সত্যভাষ
হয় আত্মোন্নতি করিলে অভ্যাস
সর্ব্ব কর্ম্মে হয় সত্যের বিকাশ
পাপস্পর্শ কভু করিতে নারে"

"সত্য অনুষ্ঠানে দূরদৃষ্টি হয়
চিত্তে প্রসন্নতা জন্মে অতিশয়
যে গুণেতে লোক নির্ভীক দুর্জ্জয়
ক্ষণসুখ তরে হেলি'ছ তা'রে"। ১৪৫

"ঔষধার্থে বিধি মদিরা সেবন
প্রমোদের তরে নহে কদাচন
শুভপ্রদ তাহা হয় কি কখন
স্বাভাবিক জ্ঞান বিনষ্ট যা'য়
পানাধিক্য হ'লে জ্ঞান ভ্রষ্ট হ'বে
আমোদ প্রমোদ কোথা পড়ে' র'বে
অমূল্য সময় বৃথা যা'বে তবে
জেনে' শুনে' কেন প্রমত্ত তা'য়"। ১৪৬

"কাম ক্রোধ আদি খ্যাত রিপু ছয়
নহে অরি তা'রা মনোরথ হয়
জ্ঞান-বল্গা দিয়া টানিলে নিশ্চয়
কদাপি কুপথে যায় না তা'রা
মান অভিমান লজ্জা ঘৃণা আর
হিংসা ভয় শোক অসংখ্য বিকার
দৈনন্দিন কর্ম্মে স্বতঃ অনিবার
সদত হৃদয় পীড়য়ে যা'রা"। ১৪৭

"জগৎ নিয়ন্তা করিলা সৃজন
সকলি এ জেন মঙ্গল কারণ
সম্যক সংসার করিতে চালন
আহামরি কিবা কৌশল তাঁ'র
কিন্তু মানবের মনোবৃত্তি হ'তে
রক্ষা করা ধর্ম্ম চিত্তে বিধিমতে
করম যেমতি তেমতি জগতে
ফলাফল নাহি নিষ্কৃতি কা'র"। ১৪৮

"মানসেতে হয় কর্ম্মের উৎপত্তি
বুদ্ধি করে তা'য় কার্য্যে পরিণতি
পরন্তু বিবেক নামেতে শকতি
চৈতন্য স্বরূপ হৃদয়ে রাজে
হিতাহিত সেই করে নির্ব্বাচন
কর্ম্মারম্ভ অগ্রে অবশ্য শরণ
লইবে তাহার, যুক্তি নিবন্ধন
পশ্চাত্তাপ কভু হ'বে না কাজে।" ১৪৯

"কামাসক্ত হ'য়ে বারাঙ্গনা সনে
রতি অভিলাষ, যা'রে নানা জনে
করয়ে সম্ভোগ, হয় না কি মনে
ঘৃণা তব স্পর্শ করিতে তা'রে"

"পুরুষেরা যদি না দিত প্রশ্রয়
কভু কি বেশ্যার হ'ত অভ্যুদয়
কোষ্ঠীতে যাদের লেখেনি' প্রণয়
সেই আশা কর, ধিক্ তোমারে"। ১৫০

"কভু কি দুর্ম্মতি দেখে'ছ ভাবিয়া
জগৎনিয়ন্তা কিসের লাগিয়া
করিলা সৃজন দ্বিঃ জাতি করিয়া
প্রপঞ্চ জুড়িয়া শরীরীগণে
কেন নর নারী পরস্পর প্রতি
হয় আকর্ষিত কেন বলবতী
আসঙ্গ লালসা যাহে ভ্রষ্ট মতি
কেন নাই প্রেম শব্দের সনে"। ১৫১

"সাধের সংসার নিত্য পূর্ণ র'বে
এই ইচ্ছা তাঁ'র এসে' তাই ভবে
মনুজ ধরম পরিণীত হ'বে
ঈশ সাক্ষী করে বাঁধিবে ঘর
চাহিবে না কভু অন্য মুখ পানে
দোঁহে দোঁহা' প্রীত সমাসক্ত প্রাণে
যাচিবে কুশল বিভু সন্নিধানে
তবে সে প্রেমিকা প্রেমিক নর"। ১৫২

"নহে বিধি কভু অপাত্রেতে দান
দ্বিতীয়ার গর্ভে হ'বে সুসন্তান
ভর্ত্তার ঔরসে ঋদ্ধি যশঃ মান
কুলের গরিমা বর্দ্ধিত যা'য়
উৎপাদিকা শক্তি নরের যাবৎ
গর্ভ ধারণের বামার তাবৎ
হ'বে পরিণীত সম্যক জগৎ
র'বে শৌর্য্যশালী নিয়ত তা'য়"। ১৫৩

"মদ্য পানে রত কহ মিথ্যা বাণী
মত্ত অস্পর্শীয়া ল'য়ে বারবাণী
জেনে' শুনে' কর আপনার হানি
ধিক্ জন্মে তব কি ক'ব আর"
চলে' গেল শিব এতেক কহিয়া
কেবা কাণে ভরে তেমতি মিলিয়া
যুবাবৃন্দ পুনঃ গণিকা লইয়া
মদে মত্ত, ঢালে মদিরা ধার। ১৫৪

এইরূপে গেল কত দিন ব'য়ে
সায়াহ্নে একদা প্রাবৃট্ সময়ে
ভ্রমনান্তে শিব বিভোরিত হ'য়ে
পল্লী মধ্য দিয়া আসি'ছে ফিরে'

সম্মে এক যোগী হেরে কোন ঠাঁই
প্রাচীরের ধারে চালে খড় নাই
বরিষার জল বসিয়াছে তাই
চৌদিক বেড়িয়া গৃহপ্রাচীরে। ১৫৫

সুধাইয়া জ্ঞাত হ'লা যোগীবর
ঘরামীর সেই হয় ভগ্ন ঘর
ছাইতে নিলয় গে'ছে গ্রামান্তর
রোজবৃদ্ধি যেই বরিষা তরে
রূক্ষ ভাবে শিব করে নিরীক্ষণ
অবস্থা ঘরের আইল তখন
গৃহস্বামী হেরে' হ'ল ভীত মন
দ্বারে অকস্মাৎ সাধকবরে। ১৫৬

কহিলা আচার্য্য তা'রে সম্বোধিয়া
"এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন ঘরামী হইয়া
পর বেশ্ম লাগি' আপন ত্যজিয়া
নিত্য ধে'য়ে যাও কড়ীর লোভে
নাহি জ্ঞান এ যে প্রাবৃট্ সময়
মুষল ধারেতে যদি বৃষ্টি হয়
কোন দিন, আর যদি রে নিলয়
হয় ভূমিসাৎ মরিবি ক্ষোভে"। ১৫৭

"হ'বে বহুব্যয় নিৰ্ম্মা'তে আবার
অনবধানতা দেখিয়া তোমার
কতই আক্ষেপ হ'তেছে আমার
তিলার্দ্ধ ভাবনা নাহি কি তোর
না করুন ঈশ যদি রে নিশায়
অচেতন যবে বিঘোর নিদ্রায়
হয় দুর্ঘটনা কা'র প্রাণ যায়
ভাব্ দেখি সেই বিপদ ঘোর"। ১৫৮

"ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যাধি শীত উষ্ণ আর
ব্যসনাদি হ'তে রক্ষা অনিবার
মনুজ ধরম দেহ আপনার
দেহ রক্ষা হ'লে সকলি হয়
তথা নৈসর্গিক ক্রিয়া বলাৎকার
অনবধানতা রাজবিধি আর
অপচয় আদি হ'তে অনিবার
বিত্ত রক্ষা মুখ্য ধৰ্ম্ম নিশ্চয়"। ১৫৯

"কালি সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম করে' পরিহার
অচিরে গৃহের কর সমস্কার
ক্ষণমাত্র ব্যাজ করনাক আর
উপেক্ষা করিলে বিপদ তা'য়"

সাধকপুঙ্গব এতেক কহিয়া
স্বীয় ভাবে পুনঃ বিভোর হইয়া
মন্থর গমনে পুলকিত হিয়া
উদ্যানের পথে চলিয়া যায়। ১৬০

এই ভাবে ক্রমে কিছু দিন যায়
দিনান্তে আচার্য্য ঘুরিয়া বেড়ায়
আপনার ভাবে পুলকিত কায়
যখন যেখানে বাসনা হয়
বিস্ময়ে একদা হেরে কোন খানে
জনৈক গৃহস্থ বাটী সন্নিধানে
লোকে লোকারণ্য, সেই দিক পানে
ধায় যোগীবর ব্যস্ত হৃদয়। ১৬১

দেখে প্রান্তে ল'য়ে চক্ষু লজ্জা খে'য়ে
অন্যান্মুখী দ্বন্দ্বে রত দুই ভেয়ে
সমবেত যা'রা সবে ব্যথা পে'য়ে
বুঝায় তাদের নানান মত
ভদ্র বংশে জন্ম কায়স্থ সন্তান
কমলার কৃপা দোঁহারে সমান
জেদে পড়ি দোঁহে হয়ে হতজ্ঞান
সামান্য কারণে বিবাদে রত। ১৬২

ঈদৃশ তাদের দেখে' আচরণ
ক্ষোভিত অন্তরে আচার্য্য তখন
সম্বোধিয়া দোঁহে কহিলা বচন
নিরপেক্ষ ভাবে উচিত যেবা
"সামঞ্জস্য করে' লহ মিটাইয়া
তুচ্ছ বস্তু তরে বিরোধ করিয়া
তুর্গতিরে কেন আনি'ছ ডাকিয়া
এ যদি না বুঝ বুঝাবে কেবা"। ১৬৩

কনিষ্ঠ যে কহে হ'য়ে ম্রিয়মাণ
"পৃথক্ যাবৎ চিহ্নিত এ স্থান
বাসনা হেথায় করিব বাগান
লক্ষ্য পরিমাণ অংশ আমার
লইয়াছি ঘিরে' কঞ্চা বেড়া দিয়া
কিবা দোষ তা'য়, অগ্রজ আসিয়া
কর্ম্মস্থল হ'তে ক্রোধান্ধ হইয়া
কহে বেড়া তোল, কি দার্ঢ্য তাঁ'র"। ১৬৪

কহিল অগ্রজ "আমারে না ক'য়ে
অনুমান বেশী মদমত্ত হ'য়ে
ল'য়েছে ঘিরিয়া থাকিব কি স'য়ে
রক্ত মাংস দেহে নাহি কি মম"

ভাষে শিব "যদি হয় অনুমিতি
ল'য়েছে অধিক যাহাতে সম্প্রীতি
থাকে কর তাহা, পুনঃ যথারীতি
মাপিয়া করনা বিভাগ সম"। ১৬৫

কহিলা অনুজ সদর্পে তখন
"বিনা অপরাধে কর্কশ বচন
প্রয়োগিলা মোরে আক্রোশে যখন
কভু না সহিব এ অপমান
কেনই বা পুনঃ মাপিতে যাইব
বিনা যুদ্ধে কভু সূচাগ্র না দিব
লণ্ড ভণ্ড হ'ব সব ঘুচাইব
তবু বাক্যে কা'র দিব না কাণ"। ১৬৬

রুষিল আচার্য্য শুনিয়া বচন
তথাপি সে ক্রোধ করে' সম্বরণ
উগ্র ভ্রাতাদ্বয়ে কৈলা সম্বোধন
পুনঃ যুক্তিগর্ভ ভাষিতে হেন
"অবশ্য মনুজ ধর্ম্ম বিধিমতে
বিত্তরক্ষা করা বলাৎকার হ'তে
পরাপহরণ কিন্তু কোনমতে
নরধর্ম্ম নহে নিশ্চয় জেন"। ১৬৭

"বিপদে সম্পদে যে হয় সহায়
তা'র সনে যোধ কভু না জুয়ায়
সোদরেতে যদি প্রীতি নাহি হায়
হয় কি গ্রামস্থ স্বদেশী সনে
গৃহবিসম্বাদ যেখানে সতত
বলক্ষয় সেথা ধন অপগত
কদাপি সে দেশ হয় না উন্নত
ডুবে যায় ক্রমে অতল বনে"। ১৬৮

"দেখনা ভারতে কৌরব পাণ্ডবে
গৃহযুদ্ধ করি' ম'ল সবান্ধবে
রহিল না কেহ সে রণবৈভবে
বিলাইতে পুনঃ সন্তানগণে
ঘৃণায় অকৃতি সন্তানের প্রতি
চাহে না জননী সস্নেহে তেমতি
ভোগ্য বস্তু দানে সদাই বিরতি
ঢালেনাক সুধা সেরূপ স্তনে"। ১৬৯

"হায় রে ভূমিষ্ঠ হইলি যেথায়
যে ধূলি শৈশবে লোপলি মাথায়
বাঁধিয়া বসতি ভুঞ্জ এবে যা'য়
মরিলে যে কোলে জুড়া'বে দেহ"

"নিজস্ব যে ধন যাহাতে গৌরব
কোথা হ'তে কা'রা এসে' পরাভব
করিয়া তোদের কেড়ে' নিল সব
চিরদিন তরে ভাঙ্গিল গেহ"। ১৭০

"সূচাগ্র মেদিনী দিব না সে পণ
আছিল কোথায় আসিয়া যখন
লাথী মেরে' কেড়ে' লইল যবন
হইল কণ্টক সকল সুখে
মুষ্টিমেয় প্রাণী নিয়ত শাসায়
কোটি কোটি লোকে লজ্জা নাহি তা'য়
গোলাম যে জাতি তা'র কি জুয়ায়
শৌর্য্য বীর্য্য বাণী ও কালামুখে"। ১৭১

কহিতে কহিতে বেদনার ভারে
মহাক্রোধ যোগী সম্বরিতে নারে
কোনমতে স্থির থাকিতে না পারে
উঠিল কাঁপিয়া বিপুল দেহ
বিদ্যুতের বিভা ছুটিল নয়নে
গৌর কান্তি নীত তপত কাঞ্চনে
ভীমরূপ পানে সমবেতগণে
ক্ষণিক না পারে চাহিতে কেহ। ১৭২

পরুষ বচনে সাধক তখন
উঠিল গর্জ্জিয়া স্তনিত যেমন
শুনিয়া সে বাণী ভীত সর্ব্বজন
হেঁট মুখে কা'র কথা না সরে
কহে ক্রুদ্ধ যোগী "আরে রে দুর্ম্মতি
মতিচ্ছন্ন তোর ধনগর্ব্বে অতি
অভিমান বশে অধর্ম্মেতে রতি
সৎযুক্তি দিলে মনে না ধরে"। ১৭৩

"কেন স্তন্য দানে করিলা পোষণ
কালসর্পে মাতা কেন সেইক্ষণ
জনমিলি যবে হ'ল না মরণ
কেন নরদেহ করিল ধাতা
যেথা যাই হায় হেরি পশ্বাচার
দেখিতে কেবল মনুষ্য আকার
জানিনাক কেন এই পাপ ভার
এখনো সহি'ছে ভারতমাতা"। ১৭৪

"আত্মরক্ষা বোধ নাহি যে জাতির
কিবা ফল ধরে' মানব শরীর
যাক্ ধ্বংস হ'য়ে ভার পৃথিবীর
হউক লাঘব জুড়াক্ ধরা"

"কোথা মহামারী কোথা মন্বন্তর
দিগ্‌ব্যাপী কোথা বহ্নি ঘোরতর
এস ঝাঁকে ঝাঁকে নাশহ সত্বর
অধর্ম্মীরে, সুস্থ হউক ধরা" । ১৭৫

"শিহর মেদিনী কর ভূমিসাৎ
জনপদ যত কোথা উল্কাপাত
এস লাখে লাখে নিবার উৎপাত
অচিরে নিপাত কর সবার
নিনাদ অশনি ভৈরব গর্জ্জনে
অজস্র সম্পাতে অধার্ম্মিকগণে
কর দগ্ধ ত্বরা, নিয়ত কর্ষণে
এ পাপ নিলয় কর বিদার" । ১৭৬

"উথল উদধি পর্ব্বত সমান
ভেসে যাক্ সব হ'ক অবসান
পুণ্য ক্ষেত্রে অহো ! করে অবস্থান
শৃগাল কুক্কুর অধম জাতি
যে জাতি জানেনা মর্য্যাদা কি ধন
উৎকর্ষে যাদের নাপ্রনাক মন
কি কাজ থাকিয়ে হউক নিধন
কেহ যেন দিতে থাকে না বাতী" । ১৭৭

এইরূপে শিব পরুষ বচনে
করিলা ধিক্কার শ্রোতৃবৃন্দগণে
নৈল সাধ্য কা'র বেগ সম্বরণে
একে একে তা'রা পলায় সবে
জনশূন্য স্থান হ'ল নিরখিয়া
নিমেষেতে যোগী ক্রোধ সম্বরিয়া
স্বীয় ভাবে পুনঃ বিভোর হইয়া
নির্দ্ধারিত পথে চলিলা তবে। ১৭৮

কিয়দ্দূরে গিয়া হেরে যোগীবর
জনৈক ব্রাহ্মণ ব্যথিত অন্তর
বহির্দ্বারে বসি' ভাবে ঘোরতর
কা'রে দৃষ্টি নাই বধির যেন
সম্ভাষিলা যোগী নিরখিয়া তা'রে
"তাড়িয়াছে বুঝি আলয়ে তোমারে
মনঃখেদে তাই বেদনার ভারে
একান্তে বসিয়া ভাবি'ছ হেন"। ১৭৯

"সমর্থ হইয়া নাহি চেষ্টা যা'র
উপার্জ্জন তরে হেয় সবাকার
গৃহকর্ম্মে তাহে ত্রুটী যদি তা'র
আর কি তাহার নিস্তার আছে"

"মনুজ ধরম করিবে অর্জ্জন
সদুপায়ে কোন, সতত আপন
ক্ষমতা যাবৎ করিবে পোষণ
প্রত্যাশী হ'বে না কাহার কাছে"। ১৮০

"পূর্ণ যুবা তুমি বিবাহিত তা'য়
কত দিন ভার ব'বে বাপ মায়
ধর সুস্থ দেহ, ভাবহ উপায়
অলস বসিয়া থেক না কভু
লেখা পড়া শিক্ষা হয় নাই বলে
কর্ম্মের অভাব এ জগতীতলে
দৃঢ় যদি মন জেন তাহা হ'লে
আপনি সহায় হবেন প্রভু"। ১৮১

"কর কৃষিকাজ হও সূপকার
কিম্বা তন্তুবায় কাঁসারি কামার
ভৃত্যকর্ম্ম কর কিম্বা বহ ভার
কত আছে কাজ কে সঙ্খ্যে তা'য়
ত্যজহ বিষাদ তৎপর হইয়া
যেবা ইচ্ছা কাজে হও ব্রতী গিয়া
ঘৃণা যদি বোধ ব্রাহ্মণ বলিয়া
দুঃখ কষ্ট বল কেবা ঘুচায়"। ১৮২

"উপলব্ধ মহাশকতি যাহার
নরধর্ম্ম যেবা হ'য়ে জ্ঞাতসার
কর্ম্মোদ্যুক্ত সদা বিপ্র নাম তার
বংশগত বিপ্র কভু না হয়
কর্ত্তব্য সাধনে হও যত্নবান
যত হ'বে রত বাড়িবেক জ্ঞান
ধন ধান্য সহ হ'বে ভাগ্যবান
ভুঞ্জিবে সংসার সুখনিচয়"। ১৮৩

এতেক কহিয়া যায় যোগীবর,
রজনীর মুখে ভ্রমিয়া প্রান্তর
প্রত্যাগত যবে হইয়া নগর
মৃদু মন্দ গতি নিয়ত যথা
হেরে এক স্থানে শিষ্যগণ সনে
সঙ্গীতজ্ঞ কোন রত অধ্যাপনে
সুরভ্রংশ দেখে' কোথাও মূর্চ্ছনে
থমকিয়া যোগী দাঁড়ায় তথা। ১৮৪

কহিলা সাধক গায়কে তখন
"শিষ্যগণে শিক্ষা দিতেছ ইমন
দেখে' উচ্চ পদ ঈশ্বর কীর্ত্তন
বড় সাধ তুক শুনিব সব"

"কৃপা বশে যদি কর আলাপন
আদ্যোপান্ত শুনে' জুড়াই শ্রবণ"
পুলকে গায়ন গায়িলা তখন
দেখাইয়া তা'র নানা কর্ত্তব। ১৮৫

হৃষ্ট হ'ল যোগী করিয়া শ্রবণ
কিন্তু শিষ্য সনে কপটাচরণ
নিরখিয়া তা'রে হ'য়ে ক্ষুণ্ণ মন
কহিতে লাগিলা বচন হেন
"আহা! কি মধুর শুনা'ল সঙ্গীত
তাল মানে রাগ পূর্ণ বিকশিত
মূর্চ্ছনায় তবে স্বর বিশ্লেষিত
শিক্ষাদান কালে পাইনু কেন"। ১৮৬

"লভিয়াছ বিদ্যা কতই যতনে
ভেবে' দেখ কিন্তু যা'বে দেহ সনে
অকপট চিত্তে তাই বিদ্যা-ধনে
মনুজ ধরম করিবে দান
আসে নাই কেহ অমর হইয়া
দু' দিনের খেলা এতেক ভাবিয়া
পরিতৃপ্ত হ'বে যোগ্য পাত্রে দিয়া
সম্যক যাহায় বাড়িবে জ্ঞান"। ১৮৭

"স্বীয় যশঃ লাগি' সঙ্কুচিত মনে
গুরু অংশ যেই রাখে সংগোপনে
নারকী সে বৈর সাধে নিজ সনে
কদাপি মুকতি নাহিক তা'র
গোপনে বিস্থার হয় অধোগতি
দিলে অকাতরে যেবা তীক্ষ্মমতি
আয়াসে তাহার হ'য়ে ক্রমোন্নতি
দেশের মঙ্গল সাধে অপার"। ১৮৮

সাধকপুঙ্গব এতেক কহিয়া
মহাবিদ্যা ধ্যানে বিভোর হইয়া
গেল নিকেতনে, বিরূপাক্ষে গিয়া
জ্ঞাপিলা বারতা ঘটিল যাহা
এইরূপে শিব নিত্য এসে' কয়
অসঙ্গত যেবা পথে নষ্ট হয়
মহামতি বিরূ রাখে সমুদয়
হৃদয়ে গ্রন্থিত করিয়া তাহা। ১৮৯

ক্রমে এক দিন প্রভাত সময়ে
সেইমত ভাবে বিভোরিত হ'য়ে
অলকনন্দার উপকূল ব'য়ে
যায় ঋষিরাজ মন্থর গতি

কৈলা লক্ষ্য যোগী সুসজ্জিত চিতা
অদূর শ্মশানে, হ'তে সহমৃতা
বহু জন সহ তথা পরিবৃতা
অনিন্দ্য রূপসী বিরাজে সতী। ১৯০

ধাইল সাধক হেরিতে ব্যাপার
সন্দেশেতে গিয়া দেখিয়া আকার
বুঝিলা নৃশংস ঘোর অত্যাচার
নিরীহ নবীনা অবলা প্রতি
নহিবে ষোড়শী এখনো সোহিনী
কচি মুখ যেন মুকুরে নলিনী
আসন্ন মরণ জানিয়া কামিনী
ভয়ে প্রকম্পিতা বিহ্বলা অতি। ১৯১

পাছে ভীরু কোথা যায় পলাইয়া
কিম্বা সাধে বাধ কোপনা হইয়া
সতর্কেতে তাই আছে আগলিয়া
অস্ত্র শস্ত্র সহ স্বজন যত
নিরখিয়া দৃশ্য সে লোমহর্ষণ
স্নেহে আচার্য্যের বহিল নয়ন
ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গেতে হইল কম্পন
ক্ষণিক যোগীর ধিষণা হত। ১৯২

মুষ্টি মধ্যে যা'র জগৎ সংসার
ইচ্ছা কৈলে যোগী বামার উদ্ধার
হ'ত অনায়াসে অসাধ্য কি তাঁ'র
নিরস্ত কেবল কালমায়ায়
প্রেরিত যে জন লোকশিক্ষা তরে
লোকাতীত তেঁহ কভু না আচরে
লোকপুঞ্জ শক্তি যাবৎ না ধরে
কোন ফলোদয় হয় না তা'য়। ১৯৩

নিমেষেতে যোগী রোষ সম্বরণ
করিয়া যৌক্তিক বচনে তখন
সহকারীগণে করে' সম্বোধন
কহিতে লাগিলা ব্যথিত হ'য়ে
"কোন অপরাধে ননীর পুতলী
দিতেছ তোমরা অনলে অঞ্জলি
কাহার উদ্দেশে দাও নরবলি
লেশ মাত্র দয়া নাই হৃদয়ে"। ১৯৪

"যা'র ইচ্ছা হ'বে যা'বে পতি সনে
ইচ্ছা নাই যা'র তাঁ'রে কি কারণে
জীয়ন্তে নিক্ষেপ কর হুতাশনে
এই কি তোদের ধরম জ্ঞান"

"যে রমণী হ'তে পালিত সংসার
সুখ শান্তি দান ধর্ম্ম কর্ম্ম যা'র
মঙ্গলদায়িনী হেন ললনার
যে দেশে দুর্দ্দশা কোথা কল্যাণ"। ১৯৫

"কোন দেশে নাই অকাল মরণ
বিধির নির্ব্বন্ধ কে করে খণ্ডন
কিন্তু কোনখানে বিধবা পীড়ন
হয় না এমন ভারতে যথা
পুরুষের যদি বিধি পুনর্ব্বার
দারপরিগ্রহে কেন বিধবার
নাহি পত্যন্তরে কি দোষ তাহার
হউক বিধবা বিবাহ প্রথা"। ১৯৬

"আরে! কমলারে জীয়ন্তে মের না
হেন অকল্যাণ কদাপি কর না
জগৎনিয়ন্ত্রী হইলে কোপনা
যা'বে ছারখারে নিশ্চয় জেন
কোথা ধর্ম্মপাল দুর্দ্ধর্ষ রাজন
অচিরে পাষণ্ডে করিয়া দলন
এ পাপ পদ্ধতি কর নিবারণ
প্রজা হিতে তব ঔদাস্য কেন"। ১৯৭

কে শুনে শিবের কাকুতি মিনতি
নিক্ষেপিলা ল'য়ে মনুষ্য সংহতি
জ্বলন্ত চিতায় কনক মূরতি
অবিলম্বে পুড়ে' হইল ছাই
ধিক্কারিয়া যোগী যতেক পামরে
মুছিয়া নয়ন গেল নিজ ঘরে
দেশের মঙ্গলে ব্যথিত অন্তরে
করিলা কামনা মায়ের ঠাঁই। ১৯৮

ক্রমে এক দিন প্রান্তর ভ্রমিয়া
আপনার ভাবে বিভোর হইয়া
নিশামুখে যবে গ্রাম্য পথ দিয়া
ফিরে' যায় যোগী পুলক মনে
শুনিল জনৈক ধনাঢ্য আলয়ে
বালকের দল সম্মিলিত হ'য়ে
পারস্য ভাষায় পাঠ্য গ্রন্থ ল'য়ে
করে অধ্যয়ন সম্পৃক্ত স্বনে। ১৯৯

উত্তরিল যোগী গৃহে প্রবেশিয়া
গৃহস্বামী যথা আছিল বসিয়া
সসম্ভ্রমে ধনী সাধকে দেখিয়া
কৈলা অভ্যর্থনা উঠিয়া তাঁ'র

কহিল সাধক ধনাঢ্যে তখন
"উচ্চ পদ আশে লয় মম মন
বালকেরা তব করি'ছে শীলন
এখন হইতে রাজভাষার"। ২০০

"অবশ্য পারসী ভাষানুশীলন
উচিত যেহেতু নৃপতি যবন
কিন্তু তাহে গ্রন্থ নাহিক এমন
জ্ঞানের বর্দ্ধন সম্যক যা'য়
বাল্যকালে যদি শিক্ষা নাহি হয়
সংসারের ভারে যৌবনে সময়
হয় না, আজন্ম পাছু পড়ে' রয়
প্রকৃতি গঠন হইলে তা'য়"। ২০১

"পুনঃ সংশোধন হয় সুকঠিন
থাকে এক ভাবে, বয়সে প্রবীণ
হ'লেও লভে না জ্ঞান সমীচীন
কুসংস্কারে মন কলুষ সদা
বদ্ধমূল কিবা বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে
মনুষ্য ধরম, যেই শিক্ষা বলে
নিরন্তর লোকে সত্য পথে চলে
তা'রে বলি শিক্ষা মঙ্গলপ্রদা"। ২০২

"যে শিক্ষায় হৃদে হয় অনুভব
সদা পরমেশে, সমান মানব
বোধে পরস্পরে প্রীতির উদ্ভব
সকলি ভঙ্গুর জ্ঞান যাহায়
যাহে অনাসক্ত কর্ম্মপরায়ণ
সত্যবাদী লোক, যা'য় অনুক্ষণ
উৎকর্ষ সাধনে উদ্বেলিত মন
নহে পরাঙ্মুখ কর্ত্তব্যতায়"। ২০৩

"যে শিক্ষায় দেহ সদা সুরক্ষিত
বিত্ত রক্ষা যাহে চিত্ত সংযমিত
দেহাদি রক্ষার্থ বহু পরিমিত
আবশ্যক বস্তু উপজে যা'য়
তা'রে শিক্ষা বলি দাও শিক্ষা হেন
এখন হইতে উদাসীন কেন
পারসী শিখা'য়ে নাহি ফল যেন
বাড়িবে কেবল গোলামি তা'য়"। ২০৪

গেল যোগীবর এতেক কহিয়া
মহাদেবী ধ্যানে তন্ময় হইয়া
জ্ঞাপিলা বারতা বিপ্লরে আসিয়া
শুনিয়া তা' বিপ্ল বুঝিল সার

ত্রয়বিংশ বর্ষ এইরূপে গত
সমভাবে শিব ভ্রমি' ইতস্ততঃ
দিলা উপদেশ অবস্থা সঙ্গত
বুঝিল না কেহ মরম তা'র। ২০৫

প্রিয় ভৃত্য আর বিরূর জননী
প্রবুদ্ধ হইয়া ত্যজে'ছে অবনি
গে'ছে পূর্ব্ব ভাব বিরূর ঘরণী
ভক্তিমতী এবে শিবের প্রতি
গৃহকর্ম্ম সেরে নিত্য বিরূ আসে
নিশার প্রাক্কালে গুরুর সকাশে
শুনে উপদেশ মনের উল্লাসে
রাখে তা'য় হৃদে যতনে অতি। ২০৬

বৃদ্ধ এবে শিব পূর্ণ বায়াত্তর
রাখী পৌর্ণমাসী এল অতঃপর
জনমিলা যেই দিনে যোগীবর
উঠিয়া প্রত্যুষে শুভ বাসরে
প্রাতঃকৃত্য সেরে' কৃতাবগাহন
জাহ্নবীর নীরে পুলকিত মন
স্মরি' মহামায়া অভয় চরণ
গেলা ঋষিরাজ শিষ্যের ঘরে। ২০৭

কহিলা বিরূরে "মায়ের আদেশে
রাখিব এ দেহ বিভাবরী শেষে
পাঠাইলা মোরে যে কর্ম্ম উদ্দেশে
এত দিনে সাঙ্গ হইল সব
বিষয়াদি যাহা আছে বাপধন
সমুদায় তোরে করি রে অর্পণ
রহিল না কিছু অদত্ত এখন
দিয়াছি অমোঘ জ্ঞানবৈভব"। ২০৮

এতেক কহিয়া স্বীয় নিকেতনে
গিয়া যোগীবর বসি' যোগাসনে
গর্ভাগার দ্বারে সমাহিত মনে
হইলা নিরত দেবীর ধ্যানে
হ'য়ে গদগদ ডাকে যোগীবর
বিশ্বজননীরে হইয়া কাতর
"এস গাঢ়ময়ী করুণ অন্তর
বারেক মা দেখা দাও নিদানে"। ২০৯

"নিরূপিত কর্ম্ম হ'ল সমাপন
লও কোলে তুলে জননী এখন
মিশি' রূপাকাশে জুড়াই জীবন
উর বিভাময়ী অনাদ্যা শ্যামা"

"পশুবৎ ভ্রমে ভারত সন্তান
উর ভাবময়ী দেহ উচ্চজ্ঞান
অচিরে উদ্বুদ্ধ হ'ক মন প্রাণ
হও মা তা'দের মঙ্গলকামা"। ২১০

"অসীম শক্তির কণা মাত্র তারা!
বিতর সন্তানে, হ'য়ে মাতোয়ারা
লোকহিতকর কার্য্যে যেন তা'রা
হয় গো অগ্রণী জগৎ মাঝে
স্বর্ণগর্ভা মাগো হউক ধরণী
ফল পুষ্প শস্যে শোভনা অবনি
সুধাধৌত হর্ম্ম্যে পূরুক জননী
রাজুক ভারত অতুল সাজে"। ২১১

"এই ভূমণ্ডলে আছে মা বিস্তর
অর্ব্বাচীন জাতি অসভ্য বর্ব্বর
অর্প মা তাদের জ্ঞানের আকর
কেহ নাহি থাকে হইয়া কম
অচিরে সবার হর মা অজ্ঞান
সকলেই স্ব স্ব হউক প্রধান
জ্ঞান ভক্তি প্রেমে জগৎ সন্তান
হউক সবাই দেবতা সম"। ২১২

এইরূপে শিব নিঃস্বার্থ হইয়া
জগতের ক্ষেম কেবল ভাবিয়া
ডাকে যোগমায়ে তন্ময় হইয়া
চরম সময়ে অধীর হ'য়ে
নাহি সাধকের যাচঞা অপর
কৃতাঞ্জলি সহ ব্যাকুল অন্তর
ডাকে মঙ্গলারে সাধকপ্রবর
ঝরে প্রেম বারি কপোল ব'য়ে। ২১৩

ভাবিতে ভাবিতে হইল উদয়
মানসের পটে সেই জ্যোতির্ম্ময়
অলৌকিক রূপ, লুপ্ত ভাব চয়
চে'য়ে রৈল যোগী পুত্তলী মত
হেরিয়া সে ছবি বাক্য নাহি সরে
কণ্টকিত দেহে আনন্দ না ধরে
অচিরে সাধক বাহ্য জ্ঞান হরে'
হ'ল নির্ব্বিকল্প সমাধি গত। ২১৪

হেথা বিদ্ধ শুনে' আচার্য্য বচন
না পে'য়ে রোগের কোনও লক্ষণ
ভাবে মাঝে মাঝে নিরখে যেমন
চিত্তের বিকার বুঝি বা তেন

কিন্তু বিরূজায়া করিলা সংশয়
কহে "সিদ্ধ যোগী সদা নিরাময়
রাখিবেন দেহ জানিহ নিশ্চয়
চিত্তভ্রংশ কভু হয় না হেন"। ২১৫

রন্ধন ভোজন ত্বূর্ণ সমাপিয়া
তাড়াতাড়ি দোঁহে উত্থানে আসিয়া
হইলা স্তম্ভিত দৃশ্য নিরখিয়া
'অসাড় সাধক দুয়ারে বসে'
যোগাসনে বসি' নিস্পন্দ নিথর
স্থিরনেত্র যোগী হিম কলেবর
যুগ্ম কর ন্যস্ত চরণ উপর
কটী হ'তে বাস পড়ে'ছে খসে'। ২১৬

প্রাণপণে বিরু করিয়া আশ্বাস
সংজ্ঞা উৎপাদনে পাইলা প্রয়াস
বৃথা মনোরথ নিশ্বাস প্রশ্বাস
বহিল না আর যোগীবরের
হতাশেতে বিরু বুঝিলা তখন
অনিবার্য্য এবে দেহের পতন
যতনেতে তাঁ'রে করিলা রক্ষণ
রুদ্ধ করি' দ্বার চতুর্দ্দিকের। ২১৭

দেখিতে দেখিতে দিবা অবসান
আইল রজনী শশী দীপ্যমান
গৃহদ্বারে বসি' হ'য়ে ম্রিয়মাণ
সময় প্রতীক্ষা করিলা দোঁহে
পূর্ব্বস্মৃতি যত মনেতে জাগিয়া
দুর দুর হৃদি উঠিল কাঁপিয়া
বহিল বিরূর দুই চক্ষু দিয়া
স্মরি' গুণগাথা প্রেমাম্বু মোহে। ২১৮

ক্রমে নিশা গতে উষাগম হ'লে
দৃষ্ট শুভ দ্যুতি বদন মণ্ডলে
বারত্রয় যোগী **তারা তারা** বলে'
হইলা নীরব জন্মের মত
ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া অমনি
নিঃসরিল প্রাণ বিদ্যুৎ যেমনি
মহাবুদ্ধ শিব হংস চূড়ামণি
মহাকাশে মিশি' সাযুজ্যে গত। ২১৯

অবিলম্বে বিরূ করিলা সৎকার
আহরণ করি' বহু গন্ধসার
কুম্ভপূর্ণ হবিঃ গন্ধরাশি আর
সুবাসে পূরিল সমগ্র স্থান

পশিল বারতা নগরে ত্বরায়
ক্ষেপা শিব আর নাহিক ধরায়
শুনিয়া সবাই করে হায় হায়
গোঁড়ামি যা'দের পুলক প্রাণ। ২২০

করিলা ঘোষণা বিরূপাক্ষ তবে
কাঙ্গালী বিদায় হ'বে দিন যবে
পাইয়া সংবাদ দীন দুঃখী সবে
এল দলে দলে প্রসাদ তরে
করাইলা বিরূ সবারে ভোজন
পরিতোষ সহ, দিলা বস্ত্র ধন
জয়নাদে তা'রা বিদারি গগন
করিলা প্রয়াণ আনন্দ ভরে। ২২১

ছিল না বিরূর সন্তান সন্ততি
দম্পতি এখন জরৎ জরতী
যোগোদ্যানে এসে' করিলা বসতি
অবশিষ্ট দিন যাপিলা সুখে
গুরুর জীবন আদর্শ করিয়া
উপদেশ তাঁর হৃদয়ে গাঁথিয়া
থাকে মহামতি উল্লাসে ভরিয়া
গুণগান তাঁ'র সদাই মুখে। ২২২

মহাযোগী শিব নিয়ত ভ্রমিয়া
দিলা উপদেশ অবস্থা বুঝিয়া
নরধর্ম্ম কিবা, পাগল ভাবিয়া
শুনিল না কেহ বচন তাঁ'র
উঠিল গগনে সে মাঙ্গল বাণী
ধরিয়া যতনে থুইলা শর্ব্বাণী
বীজভাণ্ডে তাহা, সময়ে কল্যাণী
ছড়াইতে পুনঃ বিশ্বমাঝার। ২২৩

বুঝিলা কেবল বিজ্ঞ মহামতি
বিরাজেন এক পরমা শকতি
অনন্ত জুড়িয়া দুরারাধ্যা অতি
জ্ঞানাতীত কার্য্যকলাপ যাঁ'র
কেন্দ্রীভূত হ'য়ে অনন্ত মাঝারে
বিরাজেন তিনি অনন্ত আকারে
হইয়া প্রকট এ বিশ্বসংসারে
চিন্তার অতীত মহিমা তাঁ'র। ২২৪

কল্পনার বলে সাধকেরা তাঁ'রে
করয়ে ভাবনা নির্দ্দিষ্ট আকারে
ঘুরে' মরে কভু বুঝিতে না পারে
স্বীয় মদে মত্ত হরিণ যথা

কিন্তু হৃদি মাঝে যে করে দর্শন
সেই মাত্র বুঝে স্বরূপ কেমন
হেরে জগজনে নিজেরে যেমন
সেই ভক্তিমান নহে অন্যথা। ২২৫

সে মহাশক্তির নিত্য আলোড়নে
পরিবর্ত্ত মহা ঘটে ক্ষণে ক্ষণে
ক্রিয়ায় প্রকৃতি জড় উৎপাদনে
প্রকৃতি পুরুষ বিকাশ তাঁ'র
সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রকৃতি নিয়ম
ধ্রুব ধ্বংস যা'র হ'য়েছে জনম
দেহ যদি যা'বে বুঝিয়া মরম
কি হেতু আসক্তি কেবা কাহার। ২২৬

ইত্যাকার জ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়া
নরধর্ম্ম কিবা সম্যক বুঝিয়া
আচরিবে তাহা নিঃসঙ্গ হইয়া
কর্ম্ম বিনা কা'র মুকতি নাই
দু' দিনের তরে আসিয়া সময়
জীবন স্বরূপ বোধে অপচয়
করনাক কভু জানিহ নিশ্চয়
কাল সনে আয়ুহ্রাস সদাই। ২২৭

শয়ন ভোজন মৈথুন এ তিন
প্রাণীর ধরম সবাই অধীন
কিন্তু মানবের আর সমীচীন
ত্রিবিধ ধরম প্রধান যেই
শক্ত্যোপলব্ধি বা উৎকর্ষসাধন
আর সত্যবাক কর্ত্তব্যপালন
অসম্পূর্ণ তা'র মনুষ্য জীবন
আচরে না ধর্ম্ম এ তিন যেই। ২২৮

বলি ধর্ম্ম শক্তি উপলব্ধি তা'য়
সাধনে যাহার মানবেরা পায়
কার্য্যকরী সূক্ষ্ম জ্ঞান সমুদায়
সর্ব্ব কাজে হয় যাহাতে দড়
সৃষ্ট বস্তু হ'তে শিক্ষা মানুষের
সম্পূর্ণ সৃজন, কিন্তু মানবের
অসম্পূর্ণ ক্রিয়া তা' বলে তাদের
উৎকর্ষ হ'বে না এ ভ্রান্তি বড়। ২২৯

কি কৌশলে ঈশ করিলা সৃজন
কিসে পরিবর্ত্ত হয় সংঘটন
সকলি অদ্ভুত তথাপি কখন
থেক না বসিয়া হতাশ মনে

মনুজ ধরম করিবে সন্ধান
সন্ধিৎসু যতই শক্তির মহান
হ'বে উপলব্ধি তত প্রাপ্ত জ্ঞান
কর্ম্মের উৎকর্ষ জ্ঞানের সনে। ২৩০

যতই মানব হ'বে ধাবমান
উৎকর্ষের পানে বাড়িবে বিজ্ঞান
বিজ্ঞান যে দেশে সে দেশ প্রধান
কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সেথা
বিজ্ঞানের বলে বহু পরিমিত
অল্প শ্রম ব্যয়ে দ্রব্য উৎপাদিত
দারিদ্র্য সেখানে কদাপি লক্ষিত
হয় না, দ্রব্যের প্রাচুর্য্য যেথা। ২৩১

মনুষ্যের মহাগুণ সত্যভাষ
হয় আত্মোন্নতি করিলে অভ্যাস
সর্ব্ব কর্ম্মে হয় সত্যের বিকাশ
পাপস্পর্শ কভু করিতে নারে
সত্য অনুষ্ঠানে দূরদৃষ্টি হয়
চিত্তে প্রসন্নতা জন্মে অতিশয়
যে গুণেতে লোক নির্ভীক দুর্জ্জয়
যতনে আয়ত্ত করিবে তা'রে। ২৩২

কঠিন ধরম কর্ত্তব্য পালন
হয় উপস্থিত সময় এমন
হিতাহিত কিবা দুর্ব্বোধ্য তখন
তথাপি এরূপ সাধিবে তা'য়
মানসেতে হয় কর্ম্মের উৎপত্তি
বুদ্ধি করে তায় কার্য্যে পরিণতি
কিন্তু হৃদে রাজে বিবেক শকতি
উদ্ভূত লোকের চেতনা যা'য়। ২৩৩

হিতাহিত সেই করে নির্ব্বাচন
কর্ম্মারম্ভ অগ্রে লইলে শরণ
তাহার, নিশ্চয় যুক্তি নিবন্ধন
পশ্চাত্তাপ কাজে হ'বে না কভু
সাধিবে কর্ত্তব্য করে' প্রাণপণ
পরাঙ্মুখ তা'য় হ'বে না কখন
কর্ত্তব্য সাধনে নীত যা'র মন
সদাই তাহার সহায় প্রভু। ২৩৪

কর্ত্তব্যতা মাঝে এ ছয় প্রধান
রক্ষা বিধিমতে, শিক্ষা, শিক্ষাদান
যথাযথ দান অথবা বিধান
সন্তানোৎপাদন অর্জ্জন আর

প্রথমেতে দেহ রক্ষিবে সতত
বিত্তরক্ষা পুনঃ দেহ যেই মত
প্রাণপণে চিত্ত করিয়া সংযত
উৎকর্ষ সাধিবে পবিত্রতার। ২৩৫

ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যাধি শীত উষ্ণ আর
ব্যসনাদি হ'তে রক্ষা অনিবার
পরম ধরম দেহ আপনার
দেহ রক্ষা হ'লে সকলি হয়
তথা নৈসর্গিক ক্রিয়া বলাৎকার
অনবধানতা রাজবিধি আর
অপচয় আদি হ'তে অনিবার
বিত্তরক্ষা মুখ্য ধর্ম্ম নিশ্চয়। ২৩৬

কাম ক্রোধ আদি খ্যাত রিপু ছয়
নহে অরি তা'রা মনোরথ হয়
জ্ঞান-বল্গা দিয়ে টানিলে নিশ্চয়
কদাপি কুপথে যায় না তা'রা
মান অভিমান লজ্জা ঘৃণা আর
হিংসা ভয় শোক অসঙ্খ্য বিকার
দৈনন্দিন কর্ম্মে স্বতঃ অনিবার
সন্তত হৃদয় পীড়য়ে যা'রা। ২৩৭

জগৎনিয়ন্তা করিলা সৃজন
সকলি জীবের মঙ্গল কারণ
সম্যক সংসার করিতে চালন
আহামরি কিবা কৌশল তাঁ'র
কিন্তু মানবের মনোবৃত্তি হ'তে
রক্ষা করা ধর্ম্ম চিত্তে বিধিমতে
করম যেমতি তেমতি জগতে
ফলাফল নাহি নিষ্কৃতি কা'র। ২৩৮

শিক্ষা বলি যাহে দেহ সুরক্ষিত
বিত্তরক্ষা আর চিত্ত সংযমিত
দেহাদি রক্ষার্থ বহু পরিমিত
আবশ্যক বস্তু উপজে যা'য়
মানব মাত্রেই সবাই সমান
শিক্ষা দোষ গুণে জ্ঞানী ও অজ্ঞান
কদাপি না কা'রে কর হেয় জ্ঞান
দীক্ষাগুণে পাপী দেবত্ব পায়। ২৩৯

লব্ধ শিক্ষা যাহা অকপট চিতে
করিবে প্রদান জগতের হিতে
মুক্ত হস্ত হ'বে সদা বিলাইতে
কর না গোপন পড়িয়া ভ্রমে

যত বিলাইবে হইবে কল্যাণ
ফুরাইবে ম'লে নিত্য রেখ ধ্যান
প্রাণ খুলে' সদা কর বিদ্যা দান
সমুন্নতি যাহে বংশানুক্রমে। ২৪০

শিক্ষা প্রাপ্ত হ'লে করিবে অর্জ্জন
সদুপায়ে বসে' র'বে না কখন
সতত আপন করিবে পোষণ
প্রত্যাশী কখনো হ'বে না কা'র
পরমুখাপেক্ষী হয় যেই জন
সুখ শান্তি সেই পায় না কখন
ঘৃণাচক্ষে লোকে করে দরশন
বিনষ্ট স্বাধীন প্রকৃতি তা'র। ২৪১

হইলে সম্যক উপার্জ্জনক্ষম
হ'বে পরিণীত, সংসার ধরম
আচরিয়া সুখে প্রকৃতি নিয়ম
নিয়ত পালিবে সন্তান তরে
প্রাণীর ধরম যোগ বলে যা'রা
করয়ে নিরোধ, মনুষ্যত্বহারা
হইয়া উপল মূর্ত্তি সম তা'রা
নামে মাত্র থাকে শরীর ধরে'। ২৪২

নহে বিধি কভু অপাত্রেতে দান
দ্বিতীয়ার গর্ভে হ'বে সুসন্তান
ভর্ত্তার ঔরসে ঋদ্ধি যশঃ মান
কুলের গরিমা বর্দ্ধিত যা'র
উৎপাদিকা শক্তি নরের যাবৎ
গর্ভধারণের বামার তাবৎ
হ'বে পরিণীত সম্যক জগৎ
র'বে শৌর্য্যশালী নিয়ত তা'র। ২৪৩

যথাযথ দান অথবা বিধান
বলি ধর্ম্ম যাহে সর্ব্বসমাধান
পিতা মাতা প্রতি হ'বে ভক্তিমান
মানীর সম্মান ভুল না কদা
স্নেহবান ভৃত্য সন্তানের প্রতি
প্রীতি আশ্রিতেরে গুরুজনে নতি
দীন হীনে দয়া স্বামী স্ত্রীতে রতি
আতুরে সহায় হইবে সদা। ২৪৪

দিবে প্রতিদান যে কার্য্য যেমন
দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন
ইত্যাদি বিধান কত অগণন
যখন যেমন সাধিবে কাজ

পরাঙ্মুখ কভু কর্ত্তব্য সাধনে
হ'বে না, দেখিবে দৃঢ় প্রাণপণে
করিয়া যুক্তি বিবেকের সনে
কর্ত্তব্য সাধিতে কর না ব্যাজ। ২৪৫

ইতি শিবাচার্য্যঠাকুরকাব্যে সমাধি নাম
সপ্তম সর্গ।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

আষাঢ়, ১৩১২।

ভ্রমসংশোধন পত্র ।

পৃষ্ঠা	ছন্দ	ছন্দের লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১০	২	হর্ম্ম	হর্ম্ম্য
৪	১৬	২	সুভ	শুভ
৯	৪৩	১	উত্থানে	উদ্যানে
১৭	৮২	২	সসব্যস্তে	শশব্যস্তে
২৯	১৪০	৩	সস্ত্রিক	সস্ত্রীক
৫০	২৪৮	১	অনন্তরূপিনী	অনন্তরূপিণী
৫২	২৫৬	১	সমান্বিত	সমন্বিত
৫৬	২৭৪।	১	প্রোঢ়	প্রৌঢ়
৮৫	১০৬	২	ভিক্ষারীর	ভিখারীর
৯০	১৩০	২	সসব্যস্তে	শশব্যস্তে
১২২	১৭	৬	ত্রিগুণরূপিনী	ত্রিগুণরূপিণী
১২৯	৩০	২	রূদ্র	রুদ্র
ঐ	৩১	৩	সসব্যস্তে	শশব্যস্তে
১৩৯	৫০	১	দারূণ	দারুণ
১৪২	৫৬	৮	কাকুতি	কাকুতি
১৫৫	৮৩	৪	স্বরূপিনী	স্বরূপিণী
১৬৯	৯	৪	আপ্লুত	আপ্লুত
১৭০	ঐ	৯	নীথর	নিথর
১৮০	২৪	১৪	উজ্জল	উজ্জ্বল
১৮৭	৩৫	৭	হরগৌরি	হরগৌরী

ভ্রমসংশোধন পত্র

পৃষ্ঠা	ছন্দ	ছন্দের লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮৯	৩৮	৭	সন্ন্যাসিন	সন্ন্যাসিনী
১৯৫	৪৭	১৫	সমে	সনে
১৯৯	৫৪	৬	মঞ্জু	মঞ্জু
২০০	৫৯	১৬	শিব্যোহং	শিবোহহং
২০২	৩	৪	মঞ্জু	মঞ্জু
২০৪	৬	৮	দরপনে	দরপণে
২১৮	৩৪	৬	ঘুমে	ঘুমে
২২১	৪১	২	অনস্তরূপিনী	অনন্তরূপি
২২৪	৪৬	৬	অনিন্দ	আনন্দ্য
২৩০	৫৯	৮	স্থগোস্তোম	স্থগস্তোম
২৩৪	৬৬	৪	ভীরু	ভীরু
২৩৫	৬৯	৬	মঞ্জু	মঞ্জু
২৪৭	৬	১১	অকৃতি	অকৃতী
২৫৪	২১	১২	জুটিল	ঘুটিল
২৭১	৫৫	৮	অশিল	আশিল
২৭৮	৬৮	১১	সত	সতত
২৮৫	৮২	১০	সসব্যস্তে	শশব্যস্তে
৩০০	৩১	৩	অহনিশি	অহর্নিশি
৩০৮	৫১	৫	উদ্ধার	উদ্ধার
৩৪৬	১৪৭	৮	সদত	সতত
৩৭৯	২২৮	৫	শক্তোপলব্ধি	শক্ত্যুপলা